নগর সংস্করণ

মঙ্গলবার

২৯ অক্টোবর ২০২৪

১৩ কার্তিক ১৪৩১, ২৫ রবিউস সানি ১৪৪৬

৮ পৃষ্ঠার নকশাসহ মোট ২৪ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২




www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৪৮


# আ.লীগকে রাজনীতির বাইরে রাখতে রিট

**হাইকোর্টে ৩ ছাত্রনেতা**

১১টি দলকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুমতি না দিতে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে রিটে। তিন নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণারও আবেদন।

- আজ হাইকোর্টের একটি বেঞ্চে এই রিটের ওপর শুনানি হতে পারে।
- ছাত্রনেতাদের দাবিতে ২৩ অক্টোবর নির্বাহী আদেশে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হয়।

**বিশেষ প্রতিনিধি**, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ ও তাদের কিছু মিত্র দলকে রাজনীতির বাইরে রাখতে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন নেতা। এ ছাড়া ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণার আবেদনও জানিয়েছেন তাঁরা।

এ বিষয়ে হাইকোর্টে দুটি পৃথক রিট আবেদন করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা সারজিস আলম, আবুল হাসনাত (হাসনাত আবদুল্লাহ) ও হাসিবুল ইসলাম।

একটি রিটে আওয়ামী লীগসহ ১১টি দলকে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর অনুমতি না দিতে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আইনসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, নির্বাচন কমিশন ও পুলিশের মহাপরিদর্শকের প্রতি নির্দেশনা দেওয়ার আরজি জানানো হয় রিটে। নির্বিচার মানুষ হত্যা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা, বেআইনি প্রক্রিয়ায় অসাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের অভিযোগ আনা হয়েছে দলগুলোর বিরুদ্ধে।

অপর রিটে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, এ বিষয়ে রুল চাওয়া হয়েছে। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত এসব নির্বাচনের গেজেট কেন বাতিল ঘোষণা করা হবে না, সে বিষয়েও রুল চাওয়া হয়েছে।

এদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে গতকাল সন্ধ্যায় বলা হয়েছে, এ মুহূর্তে আর কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত হয়নি। প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, সরকার শুধু ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করেছে। আর কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার বিষয়ে সরকার এ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয়নি।

উল্লেখ্য, ছাত্রনেতাদের দাবির মুখে ২৩ অক্টোবর অন্তর্বর্তী সরকার এক নির্বাহী আদেশে আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তাদের নিষিদ্ধের আদেশে স্বাধীনতার পর, বিশেষ করে গত ১৫ বছরে হত্যাসহ নানা অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়।

এর আগে ২২ অক্টোবর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিপ্লবী ছাত্র-জনতার গণজমায়েত কর্মসূচিতে পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরে। এর মধ্যে একটি ছিল ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা। আরেকটি দাবি হলো ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করা এবং ওই


**এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪**

» এই মুহূর্তে আর কোনো দল নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত হয়নি পৃষ্ঠা ২




ছয় বছর ধরে সংস্কারের নামে ফেলে রাখা হয়েছে শিশুপার্কটি। কোলাহল হারিয়ে পার্কটি এখন সুনসান। গত রোববার শাহবাগ এলাকায়। ছবি : সাজিদ হোসেন

# তাপসের দাপটে অবিশ্বাস্য ‘ব্যয়’

**শাহবাগের শিশুপার্ক**

শিশুপার্কের আধুনিকায়ন করা যেত ৭৮ কোটি টাকায়। সেই কাজ ৬০৩ কোটি ৮১ লাখ টাকায় করতে প্রকল্প পাস করান শেখ ফজলে নূর তাপস।

**মোহাম্মদ মোস্তফা**, *ঢাকা*

ফজলে নূর তাপস

ঘটনার শুরু ২০১৮ সালে। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে একটি চিঠি আসে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে। সেই চিঠিতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এমন একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়, যাতে খুশি হওয়ার কথা সিটি করপোরেশনের; কিন্তু ঘটনা গড়াল ভিন্ন দিকে।

> বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ছোট কাজকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে প্রকল্পের ব্যয় বাড়ানোর একটা প্রবণতা ছিল। শাহবাগের শিশুপার্কের ক্ষেত্রেও এটি দেখা গেল।
>
> **অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান**, সভাপতি, বিআইপি

প্রস্তাব অনুযায়ী, শাহবাগে যে শিশুপার্ক রয়েছে, সেটির সংস্কার ও আধুনিকায়নের জন্য একটি প্রকল্পের (স্বাধীনতাস্তম্ভ নির্মাণ-তৃতীয় পর্যায়) আওতায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনকে ৭৮ কোটি টাকা দেবে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এর কারণ ওই প্রকল্পের জন্য শিশুপার্কের নিচ দিয়ে ভূগর্ভস্থ পার্কিং হবে। এতে পার্কের কিছু রাইড (খেলনার উপকরণ ও বিনোদনের সরঞ্জাম) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নতুন রাইড কেনার পাশাপাশি পার্কের আধুনিকায়নের জন্য মূলত ওই টাকা দিতে চেয়েছিল মন্ত্রণালয়। কিন্তু এত ‘অল্প টাকায়’ আধুনিকায়নের কাজটি করা যাবে না উল্লেখ করে প্রস্তাবটি ফেরত পাঠায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি। তখন মেয়রের দায়িত্বে ছিলেন মোহাম্মদ সাঈদ খোকন।

এরপর ২০২০ সালের মে মাসে শেখ ফজলে নূর তাপস ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়রের দায়িত্ব নেন। কিছুদিন পর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওই প্রস্তাবের বিষয়টি তাঁর নজরে আসে; কিন্তু তিনিও মন্ত্রণালয়ের ৭৮ কোটি টাকা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঠিক করেন, শিশুপার্কের আধুনিকায়নের

**এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২**

# ট্রাম্পকে নিয়ে কেন এত ভয়

**হাসান ফেরদৌস**

নিউইয়র্ক থেকে

চারদিকে ফিসফাস শোনা যাচ্ছে, ট্রাম্প আসছেন, ট্রাম্প আসছেন! রিপাবলিকান সমর্থকেরা সে কথা ভেবে হাততালি দিচ্ছেন বটে, কিন্তু বাকি সবাই ভয়ে অস্থির। ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, যেসব রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, এমনকি পত্রপত্রিকা ও টিভি তাঁকে ‘শাস্তি’ দিতে কলকবজা নেড়েছে, তাদের প্রত্যেককে তিনি দেখে ছাড়বেন। এ তালিকায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও প্রতিনিধি পরিষদের সাবেক স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি ছাড়াও দুই দলেরই সেসব সিনেটর ও


**এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২**

» অভিবাসীদের আক্রমণ ট্রাম্পের, জয়ে আত্মবিশ্বাসী কমলা পৃষ্ঠা ৭


ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে গভর্নর

# হাসিনার সহযোগীরা সরিয়েছেন ১৭ বিলিয়ন ডলার

**বাণিজ্য ডেস্ক**

ক্ষমতা হারানো সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ ধনকুবেররা তাঁর শাসনামলে দেশটির একটি গোয়েন্দা সংস্থার কিছু সদস্যের সঙ্গে যোগসাজশ করে ব্যাংক খাত থেকে ১৭ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৭০০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ অর্থ সরিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর।

প্রভাবশালী ব্রিটিশ গণমাধ্যম *ফিন্যান্সিয়াল*

**এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১**

# সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় ছেদ বিশৃঙ্খলা উসকে দিতে পারে

**বিশেষ সাক্ষাৎকার** শেষ পর্ব

**হোসেন জিল্লুর রহমান**

২০০৭-০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছেন **ড. হোসেন জিল্লুর রহমান**। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান তিনি। *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান, অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রম ও দক্ষতা-যোগ্যতা মূল্যায়ন, তাদের করণীয়, সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার বিতর্কসহ অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **এ কে এম জাকারিয়া** ও **ইফতেখার মাহমুদ**। দুই পর্বের সাক্ষাৎকারের আজ পড়ুন শেষ পর্ব।

**হোসেন জিল্লুর রহমান।** ছবি : প্রথম আলো

**প্রথম আলো :** সরকারের দুই মাসের কার্যক্রম বিবেচনায় নিয়ে অনেকে বলছেন, সরকারের আকার বাড়ানো দরকার। নতুন উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া দরকার। কিছু খাত রয়েছে, যেখানে সেই বিষয়ের দক্ষ কোনো উপদেষ্টা নেই। আপনি কী মনে করেন?

**হোসেন জিল্লুর রহমান :** উপদেষ্টার সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে; কিন্তু মূল সমস্যা হচ্ছে এই সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনার স্টাইলে। সবার আগে সরকারের নিজেকেই নিজে একটা বড় ঝাঁকুনি দিতে হবে। এই যে আমলাতান্ত্রিকতা বানিয়ে ফেলা হচ্ছে, কিছুটা অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদায়ন করা হচ্ছে, জনগণের কাছে যাওয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না—এগুলো দূর করা জরুরি। তাই সরকারের আকার নয়,

**এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১**

# রাষ্ট্রপতিকে সরানোর প্রক্রিয়া নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

রাষ্ট্রপতির পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনকে অপসারণ প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার প্রক্রিয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি গতকাল দুটি দল ও একটি জোটের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে। এসব দল রাষ্ট্রপতিকে সরানোর ব্যাপারে একমত পোষণ করেছে। তবে এর প্রক্রিয়া নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছে তারা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারা গতকাল সোমবার আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), গণ অধিকার পরিষদের একাংশ ও ছয়টি দলের জোট গণতন্ত্র মঞ্চের নেতৃত্বের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে বৈঠক করেছেন।

বৈঠকে গণতন্ত্র মঞ্চ রাষ্ট্রপতির পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ বা তাঁকে অপসারণে ছাত্রনেতাদের দাবির সঙ্গে একমত বলে জানিয়েছে।

**এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪**

আজকের আবহাওয়া

সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ২১ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ৩ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : টেকনাফে ৩৫° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ২১° সেলসিয়াস

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

## রাফাল যুদ্ধবিমান নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর সত্য নয়

**বাসস**, *ঢাকা*

বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে 'রাফাল' যুদ্ধবিমান ক্রয়সংক্রান্ত চুক্তি নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম *দ্য সানডে গার্ডিয়ান* যে সংবাদ প্রকাশ করেছে, তা সত্য নয় বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।

'রাফাল যুদ্ধবিমান ক্রয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি চায় বাংলাদেশ' শিরোনামে গত রোববার *দ্য সানডে গার্ডিয়ান*-এ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদন প্রসঙ্গে 'প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং ফ্যাক্টস' নামের ফেসবুক পেজে গতকাল সোমবার জানানো হয়, প্রকাশিত ওই খবর সত্য নয় এবং অন্তর্বর্তী সরকার এ ধরনের কোনো চুক্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত নয়।

প্রেস উইংয়ের পোস্টে আরও উল্লেখ করা হয়, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন ২০১৯ সালে রাফাল ক্রয় চুক্তিটি ঢাকা ও প্যারিসের মধ্যে আলোচনার পর্যায়ে ছিল।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গতকাল গণভবনে জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের নিদর্শন হিসেবে নির্মিতব্য জাদুঘরের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। ছবি : পিআইডি

# এই মুহূর্তে আর কোনো দল নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত হয়নি

**প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং**

গতকাল রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

**বিশেষ প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ছাড়া এই মুহূর্তে আর কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আজাদ মজুমদার বলেন, সরকার শুধু বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার বিষয়ে সরকারে এই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগসহ ১১টি দলকে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে অনুমতি না দিতে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট হয়েছে। এ বিষয়ে আইনসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, নির্বাচন কমিশন ও পুলিশের মহাপরিদর্শকের প্রতি নির্দেশনা দেওয়ার আরজি জানানো হয়েছে রিটে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা সারজিস আলমসহ তিনজন আবেদনকারী হয়ে এই রিট করেছেন।

বিষয়টিকে সরকার সমর্থন করে কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে উপ প্রেস সচিব আজাদ মজুমদার বলেন, এটি যেহেতু বিচারাধীন বিষয়, তাই এ বিষয়ে তাঁরা মন্তব্য করবেন না।

**গণভবনকে জাদুঘর নির্মাণের কাজ দ্রুত করতে প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ**

আজাদ মজুমদার বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গতকাল গণভবন পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। এ সময় শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম, যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন। এ সময় প্রধান উপদেষ্টা উপস্থিত সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা ও কর্মকর্তাদের গণভবনকে জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের জাদুঘর নির্মাণের কাজ যত দ্রুত করা যায়, সে জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ৫ সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনকে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর' করার সিদ্ধান্ত হয়। এরপর এক দিন শিল্প, গণপূর্ত ও গৃহায়ণ উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া গণভবন পরিদর্শন করেন। তখন তথ্য উপদেষ্টা বলেছিলেন, জাদুঘরে রূপান্তরের পর গণভবনে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের নানা ঘটনার পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সরকারের গত ১৬ বছরের নিপীড়নের চিত্রও থাকবে।

গতকালের সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস সচিব আজাদ মজুমদার জানান, নির্যাতনের অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এখানে যাতে 'আয়নাঘর'-এর (গুম করে রাখার স্থান) রেপ্লিকা রাখা হয়, সে বিষয়েও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যাতে এই জাদুঘর পরিদর্শনের সময়ও মানুষ আয়নাঘরের নির্যাতনের বিষয়ে জানতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয়ে সরকারের সর্বশেষ অবস্থান জানতে চাইলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, এ বিষয়ে আগের একটি অবস্থান আছে। এ নিয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা কথা বলেছেন যে এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করা হবে। এই পরামর্শকমূলক আলোচনায় কী সিদ্ধান্ত হয়, সেটি পরে জানানো হবে।

**বাংলাদেশে আরও বিনিয়োগে সৌদি আরবের প্রতি আহ্বান**

বাসস জানায়, সৌদি আরবকে বাংলাদেশে আরও বেশি বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। একই সঙ্গে দুই বন্ধুপ্রতিম দেশের সম্পর্ক আরও জোরদারে জ্বালানি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন তিনি।

প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গতকাল রাজধানীর তেজগাঁওয়ে তাঁর কার্যালয়ে যান ঢাকায় নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত ইসা ইউসুফ ইসা আল দুহাইলান। বৈঠকে সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে 'অনন্য' ও 'আলাদা' হিসেবে বর্ণনা করে ড. ইউনূস বলেন, 'আমরা এমন একটি সময় পার করছি, যখন সৌদি আরব আমাদের সর্বোচ্চ সমর্থন দিতে পারে।'

ড. ইউনূস সৌদি আরবকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তহবিল জমা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, অর্থনৈতিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে এ ধরনের উদ্যোগ তারল্য-সহায়তা বৃদ্ধি করবে। এটি 'অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য একটি চমৎকার অঙ্গীকার' বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

সহজ শর্তে বাংলাদেশে জ্বালানি ও পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশি তরুণদের প্রশিক্ষণের জন্য বিনিয়োগে সৌদি আরবের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এই বিনিয়োগ হলে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে আরও বেশি দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী পাঠানো সম্ভব।

**ঘরে বসেই আয়কর দেওয়ার আহ্বান**

দেশবাসীকে অনলাইনে আয়কর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেছেন, জনগণের দেওয়া করই দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। গতকাল সকালে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক ভিডিও বার্তায় ড. ইউনূস এ কথাগুলো বলেন।

দেশবাসীর উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'করের টাকা জমা দিতে পোহাতে হয় নানা ঝামেলা। এখন থেকে ব্যাংকে লাইন দিয়ে আয়কর জমা দেওয়া বা আয়কর অফিসে গিয়ে রিটার্ন জমা দেওয়ার ঝামেলা করতে হবে না। আপনি ঘরে বসেই আয়কর জমা দিয়ে রিটার্ন দাখিল করবেন এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

# রাষ্ট্রপতিকে সরানোর প্রক্রিয়া নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

তবে এই জোট এ ব্যাপারে রাজনৈতিক ঐকমত্য তৈরির বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে। জোটের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, সে জন্য প্রয়োজনে সময় নিয়ে দলগুলোর সঙ্গে আরও আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে এই জোট। গণতন্ত্র মঞ্চের সমন্বয়ক মাহমুদুর রহমান মান্না গত রাতে *প্রথম আলোকে* বলেন, যেহেতু অপসারণের প্রশ্নে জটিলতার কথা এসেছে, সে কারণে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ঐকমত্য হতে হবে।

গতকাল সন্ধ্যার পর রাজধানীর সেগুনবাগিচায় নাগরিক ঐক্যের কার্যালয়ে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যৌথ প্রতিনিধিদলের এই বৈঠক হয়। বৈঠকে গণতন্ত্র মঞ্চের সমন্বয়ক মাহমুদুর রহমান মান্না, সাইফুল হক, জোনায়েদ সাকিসহ কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী সাংবাদিকদের বলেন, 'চুপ্পুর (রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের ডাকনাম) অপসারণের বিষয়ে গণতন্ত্র মঞ্চ নীতিগতভাবে একমত পোষণ করেছে। এ বিষয়ে তারা রাজনৈতিক ঐকমত্যের কথা বলেছে।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এটাও বলেন, 'বিগত তিনটি নির্বাচনের বিষয়ে গণতন্ত্র মঞ্চের মধ্যেই আলোচনা চলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ বিষয়ে তাঁরা একমত হতে পারেননি। ঐকমত্য হলে তাঁরা সংবাদ সম্মেলন করে জানাবেন। প্রক্লেমেশন অব সেকেন্ড রিপাবলিকের বিষয়ে তাঁরা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। তাঁরা আশঙ্কা করেছেন, এতে মুক্তিযুদ্ধ নেগেশন (অস্বীকার করা) হয় কি না। আমরা তাঁদের বলেছি, একাত্তর ও চব্বিশকে আমরা সংশ্লেষণ ঘটাব। আমরা বলার পর তাঁরা আশ্বস্ত হয়েছেন।'

**আদালতে যাওয়ার পরামর্শ**

এবি পার্টি রাষ্ট্রপতির পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনকে সরানোর পক্ষে রয়েছে। তবে দলটি ছাত্রনেতাদের এ ব্যাপারে আদালতের আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। গতকাল দুপুরে বিজয়নগরে এবি পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রায় দুই ঘণ্টার বৈঠকে ওই পরামর্শ দেয় দলটি।

বৈঠক শেষে এবি পার্টির সদস্যসচিব মজিবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, তাঁরা সুপ্রিম কোর্টে রেফারেন্স পাঠিয়ে মতামত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, বর্তমান রাষ্ট্রপতিকে বিদায় না করলে তা জাতীয় জীবনের মহাসংকট হিসেবে থাকবে।

দলের এ অবস্থানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এবি পার্টির এই নেতা বলেন, 'প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও উপদেষ্টামণ্ডলী সুপ্রিম কোর্টে একটা রেফারেন্স পাঠিয়ে তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে শপথ নিয়েছেন। এটা কিন্তু একটা সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের যে বিধানমতে অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যাপারে রেফারেন্স নেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রপতির ব্যাপারে সে রকম একটা রেফারেন্স নিয়ে একটা সমাধানে আসা যেতে পারে। তাহলে সাংবিধানিক সংকট বা শূন্যতা থাকবে না বলেই আমরা মনে করছি।'

যেহেতু বিএনপিসহ কিছু দল রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এবি পার্টি সুপ্রিম কোর্টের মতামত নেওয়ার ব্যাপারে মত দিয়েছে বলে দলটির নেতারা বলছেন।

মজিবুর রহমান আরও বলেন, 'একটা রাষ্ট্রে বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতিতে অনেক সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে নেওয়া যায় না। সে সময় যে একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার ছিল, নানা কারণে তখন তা নেওয়া যায়নি। ফলে একটা বিতর্ক থেকেই যাচ্ছে, অবৈধ রাষ্ট্রপতির কাছে শপথ নেওয়াটা বৈধ হয়েছে কি না। আমরা মনে করি, জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু রাষ্ট্রপতি নিজেই নিজের পূর্ববর্তী বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক বক্তব্য দিয়ে একটা বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। সেই বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি শপথ ভঙ্গ করেছেন।'

এবি পার্টির পক্ষে বৈঠকে অংশ নেন দলের সদস্যসচিব মজিবুর রহমান মঞ্জু, যুগ্ম সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, যোবায়ের আহমেদ ভূঁইয়া, দপ্তর সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন, প্রচার সম্পাদক আনোয়ার সাদাত টুটুল, জ্যেষ্ঠ সহকারী সদস্যসচিব এ বি এম খালিদ হাসানসহ কয়েকজন নেতা।

**জাতীয় ঐকমত্য তৈরির পরামর্শ**

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে গণ অধিকার পরিষদের একাংশের বৈঠক হয় গতকাল বিকেলে। সেই বৈঠকের পর দলটির সদস্যসচিব ফারুক হাসান সাংবাদিকদের বলেন, 'রাষ্ট্রপতির অপসারণের বিষয়ে আমরা শতভাগ একমত হয়েছি।' তিনি আরও বলেন, গণ অধিকার পরিষদের এই অংশ জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে বর্তমান রাষ্ট্রপতিকে অবিলম্বে অপসারণের পক্ষে মত দিয়েছেন। বাহাত্তরের সংবিধান বাতিল করে নতুন সংবিধান রচনার বিষয়েও তাঁরা একমত পোষণ করেছেন।

বৈঠকে গণ অধিকার পরিষদের এই অংশের প্রধান উপদেষ্টা রেজা কিবরিয়া, আহ্বায়ক কর্নেল (অব.) মিয়া মশিউজ্জামান, উচ্চতর পরিষদের সদস্য শিরিন আক্তারসহ কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল দলগুলোর সঙ্গে তিনটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, মুখপাত্র সামান্তা শারমিন, পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার সেক্রেটারি আরিফুল ইসলাম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ, সদস্যসচিব আরিফ সোহেল, মুখ্য সংগঠক আবদুল হান্নান মাসউদ এবং জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম।

গত পাঁচ দিনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ ছয়টি দল ও দুটি জোটের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করল।

# আ.লীগকে রাজনীতির বাইরে রাখতে রিট

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

তিন নির্বাচনে যাঁরা সংসদ সদস্য হয়েছিলেন, তাঁদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও পরবর্তী নির্বাচনে অংশ নেওয়া ঠেকাতে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

**রিটের শুনানির অপেক্ষা**

সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে দেখা যায়, বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মুবিনা আসাফের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চের গতকালের কার্যতালিকায় রিট দুটি ২৮৩ ও ২৮৪ নম্বর ক্রমিকে ছিল। বিকেলে ফলাফলের ঘরে দেখা যায়, রিট দুটির বিষয়ে 'আউট' লেখা রয়েছে। গতকাল বিকেলে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী বলেছেন, রিট দুটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে রাতে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েব সাইটে গিয়ে দেখা যায়, বিচারপতি ফাতেমো নজীব ও বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চের আজ মঙ্গলবারের কার্যতালিকায় রিট দুটি ২০৮ ও ২০৯ নম্বর ক্রমিকে রয়েছে। ফলে আজ মঙ্গলবার হাইকোর্টের এই বেঞ্চে রিটের ওপর শুনানি হতে পারে।

**আ.লীগ ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে আরজি**

আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য যে ১০টি দলকে রাজনীতির বাইরে রাখার জন্য রিট করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), জাতীয় পার্টি (মঞ্জু), বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশন, গণতন্ত্রী দল, কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি, মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট (বড়ুয়া) ও সোশ্যালিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ।

রিটের প্রার্থনায় দেখা গেছে, নির্বিচার মানুষ হত্যা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা, বেআইনি প্রক্রিয়ায় অসাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য আওয়ামী লীগসহ ১১টি দলের সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, এ বিষয়ে রুল চাওয়া হয়েছে। ১১টি দলের সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধের পাশাপাশি ভবিষ্যতে সব ধরনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে দলগুলোকে বিরত রাখতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, সে বিষয়েও রুল চাওয়া হয়েছে রিটে। রুলে বিচারাধীন অবস্থায় আওয়ামী লীগসহ ১১টি দলকে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর অনুমতি না দিতে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।

দুটি রিট করার কথা জানিয়ে নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট দিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহ।

২০০৯ সাল থেকে প্রতিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল জোটগতভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। এ ছাড়া তারা এরশাদের জাতীয় পার্টিসহ অন্যান্য দলকে মিত্র হিসেবে নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়। প্রতিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তাদের জোটসঙ্গী ও মিত্রদের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে। বিভিন্ন সময় জোট ও মিত্র দলের নেতারা মন্ত্রিসভারও সদস্য হন।

তবে রিটে কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ বলতে কোন দলকে বোঝানো হয়েছে, তা পরিষ্কার নয়। এ ছাড়া রিটে উল্লেখ করা কোনো কোনো দলের নামের গরমিল দেখা গেছে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) গত চারটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট কিংবা সমঝোতা করে নির্বাচনে অংশ নেয়নি।

সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স প্রথম আলোকে বলেন, অনলাইন মাধ্যম ও সাংবাদিকদের মাধ্যমে রিটে তাঁদের দলের নাম থাকার কথা জেনেছেন। তবে সিপিবিকে নিয়ে এ ধরনের উদ্যোগ অবান্তর। তিনি বলেন, আগেও তাঁদের দল ঘিরে বিভিন্ন সময় ষড়যন্ত্র হয়েছে। এ ধরনের কিছু হলে মানুষ প্রতিহত করবে।

২০০৯ সালের পর প্রতিটি নির্বাচনে জোটসঙ্গী হলেও বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির নাম রিটে নেই। দলটির নেতা রাশেদ খান মেনন অন্তর্বর্তী সরকারের সময় গ্রেপ্তার হয়ে এখন কারাগারে আছেন।

আর অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) নাম থাকলেও দলটি ২০১২ সাল থেকে বিএনপির মিত্র বা জোটসঙ্গী ছিল। রিটে নাম উল্লেখ থাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এলডিপি। দলের পক্ষে এক প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়, যে সমন্বয়কেরা স্বৈরাচার হাসিনাবিরোধী আন্দোলনে কর্নেল (অব.) অলি আহমদ ও এলডিপির অবদান সম্পর্কে জানেন না, তাঁরা আর যা-ই হোক মেধাবী ও রাজনীতিসচেতন ব্যক্তি হতে পারেন না। সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহকে দুঃখ প্রকাশ করে অলি আহমদের কাছে ক্ষমা চাইতে অনুরোধ জানিয়েছে এলডিপি।

**সর্বশেষ তিন নির্বাচন নিয়ে রিট**

দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, এ বিষয়ে রুল চাওয়া হয়েছে রিটে। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের গেজেট কেন বাতিল ঘোষণা করা হবে না, সে বিষয়েও রুল চাওয়া হয়েছে।

এ রিটে আইনসচিব, নির্বাচন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাতীয় পার্টি (মঞ্জু), বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশন, গণতন্ত্রী দল, কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি, মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট (বড়ুয়া) ও সোশ্যালিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশকে বিবাদী করা হয়েছে।

রিটের প্রার্থনায় দেখা যায়, ওই দলগুলো থেকে মনোনয়ন নিয়ে যেসব ব্যক্তি দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কেন রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হবে না, সে বিষয়ে রুল চাওয়া হয়েছে। ওই তিন নির্বাচনে জয়ী সংসদ সদস্যদের জন্য বরাদ্দ প্লট বাতিল, শুল্কমুক্ত সুবিধায় আনা গাড়ির কর ও শুল্ক আদায় করতে এবং পারিশ্রমিক-ভাতাদি ফিরিয়ে নিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, সে বিষয়েও রুল চাওয়া হয়েছে রিটে।

এর আগে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ও দলটির নিবন্ধন বাতিল চেয়ে একটি রিট করা হয়েছিল 'সারডা সোসাইটি' নামে একটি সংগঠনের পক্ষে। গত ১৯ আগস্ট সারডা সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক আরিফুর রহমান মুরাদ ভূঁইয়া রিটটি করেন। গত ১ সেপ্টেম্বর রিটটি সরাসরি খারিজ করে দেন হাইকোর্ট।

**২০১৮ সালের নির্বাচনে সব দল অংশ নিয়েছিল**

২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ নিবন্ধিত সব রাজনৈতিক দলই অংশ নিয়েছিল। আওয়ামী লীগ আগের মতোই ১৪-দলীয় জোটগতভাবে এবং জাতীয় পার্টিসহ অন্যদের মিত্র হিসেবে নিয়ে ভোটে অংশ নেয়। বিএনপিসহ বেশ কিছু সরকারবিরোধী দল ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে অংশ নেয়।

আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা আগের রাতেই ভুয়া ভোট দিয়ে ব্যালট বাক্স ভরিয়ে ফেলার কারণে এই নির্বাচন 'রাতের ভোট' হিসেবে পরিচিতি পায়। আওয়ামী লীগ আবার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট আটটি আসনে জয় পায়। সংরক্ষিত নারী আসনসহ বিএনপির সংসদ সদস্য ছিলেন ৭ জন। অবশ্য বিএনপির সংসদ সদস্যরা ২০২২ সালের ডিসেম্বরে একযোগে পদত্যাগ করেন।

ছাত্রনেতারা আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্রদের বাইরে রাখতে এমন সময় রিট করেছেন, যখন রাষ্ট্রপতি পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনকে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে নানা তৎপরতা চলছে। ছাত্রনেতারা চাইছেন সাহাবুদ্দিনকে সরিয়ে দিতে। বিএনপিসহ কিছু রাজনৈতিক দল সাংবিধানিক শূন্যতার আশঙ্কায় তাতে সায় দিচ্ছে না। এ বিষয়ে ছাত্রনেতারা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনা করছেন।

## ১৭ বিলিয়ন ডলার

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

*টাইমসকে* দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আহসান মনসুর বলেন, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের সাবেক কিছু কর্মকর্তা শীর্ষস্থানীয় ব্যাংক দখল করতে সহায়তা করেছেন। তিনি জানান, এসব ব্যাংক দখল করে আনুমানিক ২ লাখ কোটি টাকা (১ হাজার ৬৭০ কোটি ডলার) বাংলাদেশ থেকে পাচার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নতুন শেয়ারধারীদের ঋণ দেওয়া ও আমদানির অতিরিক্ত খরচ দেখানোর মতো পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে *ফিন্যান্সিয়াল টাইমস* গতকাল অনলাইনে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বলেন, যেকোনো বৈশ্বিক মানদণ্ডে এটি সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ব্যাপক ব্যাংক ডাকাতি। এ মাত্রায় (ব্যাংক ডাকাতি) অন্য কোথাও হয়নি। এটি ছিল রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট এবং গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা (ব্যাংকের সাবেক প্রধান নির্বাহীদের) মাথায় বন্দুক না ঠেকালে এটা হতে পারত না।

আহসান এইচ মনসুর বলেন, ডিজিএফআইয়ের সহায়তায় কয়েকটি ব্যাংক দখল করার পর ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এস আলমের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম এবং তাঁর সহযোগীরা 'অন্তত' ১০ বিলিয়ন বা ১ হাজার কোটি ডলার ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে 'বের করে নিয়েছেন'। তাঁর কথায়, 'তাঁরা প্রতিদিনই নিজেদের জন্য ঋণ অনুমোদন করেছেন।'

সাইফুল আলমের পক্ষে আইনি প্রতিষ্ঠান কুইন এমানুয়েল আরকুহার্ট অ্যান্ড সুলিভান একটি বিবৃতি দিয়েছে। এতে এস আলম গ্রুপ জানিয়েছে, গভর্নরের অভিযোগের 'কোনো সত্যতা নেই'। এতে বলা হয়, এস আলম গ্রুপ ও বাংলাদেশের আরও কিছু শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকারের সমন্বিত প্রচারণা, এমনকি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার মৌলিক নীতির প্রতি সম্মান দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

*ফিন্যান্সিয়াল টাইমস*-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর মন্তব্যের জন্য তাদের অনুরোধে সাড়া দেয়নি এবং ডিজিএফআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

শেখ হাসিনা দুই দশক ধরে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পোশাক রপ্তানিকারক দেশটির ক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু তাঁর শাসনামলে ভোট কারচুপি, বিরোধীদের কারাগারে পাঠানো ও নির্যাতন করা এবং ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আগস্টে তিনি ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত সরকার অর্থ উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দেয়।

আহসান এইচ মনসুর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) একজন সাবেক কর্মকর্তা। গত মাসে তিনি *ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে* বলেছিলেন, শেখ হাসিনার সহযোগীদের বিদেশে থাকা সম্পদের বিষয়ে তদন্ত করতে তিনি যুক্তরাজ্য সরকারের সহায়তা কামনা করেছেন। ব্যাংক খাত নিয়ে তাঁর সর্বশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, শেখ হাসিনার শাসনামলে ব্যাংকের পরিচালকদের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বলেন, গোয়েন্দা সংস্থার তৎকালীন কিছু সদস্য ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের 'তাঁদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসেন' এবং এরপর হোটেলের মতো জায়গায় নিয়ে যান। পরে 'অস্ত্রের মুখে' তাঁদের শেয়ার 'মি. এস আলমের কাছে' বিক্রি করার জন্য এবং তাঁদের পরিচালকের পদ ছাড়তে বলেন। তিনি জানান, একের পর এক ব্যাংকের ক্ষেত্রে তাঁরা এটা করেছেন।

একটি ব্যাংকের সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা *ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে* বলেছেন, জোর করে ব্যাংক দখলের প্রক্রিয়ায় তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। ইসলামী ব্যাংকের সাবেক প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন, ২০১৩ সালে 'তৎকালীন সরকারের সঙ্গে জড়িত লোকেরা' তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। এর মধ্যে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের পরামর্শমতো পরিচালক নিয়োগ এবং ব্যাংকের একজন বিদেশি পরিচালকের হোটেল রুমে 'সরকারি সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের' দ্বারা তল্লাশি চালানো।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন, ২০১৭ সালে তিনি যখন ব্যাংকের পর্ষদ সভায় যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে একজন জ্যেষ্ঠ প্রতিরক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এরপর পুরো একটি দিন আটকে রেখে তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। তিনি আরও বলেন, 'তাঁরা ব্যাংকের জাল কাগজপত্র তৈরি করেছিলেন। আমাকে শেষ পর্যন্ত একটি পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল।'

গত সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।

গত দশকে এস আলম গ্রুপ ব্যাংকিং ব্যবসায় নাম লিখিয়েছে। গ্রুপের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, সাতটি ব্যাংকে তাদের 'উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ' রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক।

আহসান এইচ মনসুর তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন, শেখ হাসিনার সময়ে দখল করা হয়েছিল এমন প্রায় ১২টি ব্যাংকের অবস্থা নিরীক্ষা করার পর বাংলাদেশ চুরি হওয়া অর্থ উদ্ধারের পদক্ষেপ নেবে। তিনি বলেন, 'আমরা এই নিরীক্ষা প্রতিবেদন দেশে ও দেশের বাইরের আদালতে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে চাই।'

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এসব ব্যাংকের শেয়ার বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেন, লোপাট হওয়া ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডাররা দেশ থেকে যে অর্থ দুবাই, সিঙ্গাপুর বা অন্যান্য স্থানে পাচার করে নিজেদের আয়ত্তে রেখেছেন, তা উদ্ধারের চেষ্টায় আন্তর্জাতিক আইনি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হবে।

# ট্রাম্পকে নিয়ে কেন এত ভয়

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

কংগ্রেস সদস্য রয়েছেন, যাঁরা তাঁর অভিশংসনের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। *নিউইয়র্ক টাইমস* ও এনবিসি টিভির নাম আলাদা করে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'দাঁড়াও, দেখো তোমাদের কী অবস্থা করি।' এ কাজে তিনি দেশের বিচার বিভাগকে ব্যবহার করবেন, এমন ইঙ্গিতও করেছেন।

আরও ভয়ের কথা, ট্রাম্প জানিয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে সব ধরনের প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ দমনে তিনি প্রয়োজনে ন্যাশনাল গার্ড, এমনকি সেনাবাহিনী পর্যন্ত ব্যবহার করবেন। প্রায় সোয়া কোটি অবৈধ অভিবাসীদের তিনি জোর করে, সামরিক শক্তি ব্যবহার করে বহিষ্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই লক্ষ্যে সীমান্ত এলাকায় বিশাল 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প' নির্মাণের পরিকল্পনা তাঁর রয়েছে।

নির্বাচিত হলে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসে শুধু যে কোনো 'প্রাপ্তবয়স্ক' থাকছে না, তা-ই নয়। যদি সিনেট ও কংগ্রেস রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, যার সম্ভাবনা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, রাষ্ট্র পরিচালনায় 'চেক অ্যান্ড ব্যালান্সের' সুযোগও কমে আসবে। তা ছাড়া চলতি সুপ্রিম কোর্ট সম্পূর্ণ রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত, ফলে সবকিছুই ট্রাম্পের জন্য সোনায় সোহাগা।

**প্রজেক্ট ২০২৫**

নির্বাচিত হলে দ্বিতীয় যাত্রার ট্রাম্পের প্রশাসনের জন্য একটি দীর্ঘ ও বিস্তারিত 'প্লে বুক' বা নীলনকশা তৈরি করেছে রক্ষণশীল হেরিটেজ ফাউন্ডেশন। এর নাম 'প্রজেক্ট ২০২৫'। ট্রাম্প নিজে এ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত নন, এমনকি তা পড়েও দেখেননি বলেছেন, কিন্তু আমরা জানি যাঁরা এই নীলনকশা তৈরি করেছেন, তাঁদের প্রায় সবাই প্রথম ট্রাম্প প্রশাসনের সদস্য। তাঁদের অনেকে এখন ট্রাম্পের প্রচারশিবিরের সঙ্গে জড়িত। ফলে মাছ দিয়ে শাক ঢাকার যত চেষ্টাই হোক, এ প্রকল্প যে ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

**'মেক আমেরিকা পুওর এগেইন'**

নির্বাচিত হলে দ্বিতীয় দফায় তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতিতে ট্রাম্প যে রণকৌশল অনুসরণ করবেন, তার কেন্দ্রে রয়েছে তিনটি স্তম্ভ : অতি ধনীদের জন্য বর্ধিত হারে কর হ্রাস, উচ্চহারে আমদানি শুল্ক আরোপ ও বৃহৎ ব্যবসার স্বার্থে স্বাস্থ্য ও পরিবেশক্ষেত্রে বর্তমানে চালু বিধিনিষেধের শিথিলকরণ বা ডিরেগুলেশন। ২০১৭ সালে ক্ষমতায় বসেই ট্রাম্প দেশের সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশের জন্য যে কর হ্রাস বাস্তবায়িত করেন, তার ফলে জাতীয় ঋণের বোঝা প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পায়। এবার তিনি চীনসহ বিভিন্ন দেশের ওপর ২০ থেকে ৬০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপের কথা প্রস্তাব করেছেন। বাড়তি আমদানি শুল্কের পক্ষে তিনি যুক্তি দেখাচ্ছেন, এর ফলে কোটি কোটি ডলার আয় হবে।

বাস্তব সত্য হলো, আমদানি শুল্ক রপ্তানিকারক দেশের চেয়ে আমদানিকারক দেশের ভোক্তাদেরই বেশি আঘাত করে। মার্কিন অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, ট্রাম্পের শুল্কনীতি বাস্তবায়নের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণ আগামী ১০ বছরে প্রায় ৬ ট্রিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পাবে। আর প্রতিটি ভোক্তাকে মাথাপিছু ২ হাজার ৬০০ ডলার অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে।

এসব দেখে কেউ কেউ বলছেন, ট্রাম্পের স্লোগান 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' না হয়ে 'মেক আমেরিকা পুওর এগেইন' হলেই ঠিক হবে।

**শুধু অনুগতদের জন্য**

অভিবাসন প্রশ্নে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া এই প্রজেক্ট ২০২৫-এর সবচেয়ে ভীতিকর দিক হলো, ট্রাম্প প্রশাসন তার চোখে 'যথেষ্ট অনুগত' নয়, এমন বিবেচনা থেকে হাজার হাজার ফেডারেল কর্মকর্তাকে অপসারণ করার পরিকল্পনা। ট্রাম্প বরাবরই বলে এসেছেন, সরকারের ভেতর আরেক সরকার আছে, যাকে তিনি 'ডিপ স্টেট' নাম দিয়েছেন, যার সদস্যরা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। প্রথমবার এদের সবাইকে ঝেঁটে বিদায় করতে পারেননি, কাউকে কাউকে করেছিলেন। এবার নির্বাচিত হলে সে ভুল হয়তো আর করবেন না।

সামাজিক ও নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রেও বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে ট্রাম্প নির্বাচিত হলে। মুখে বলছেন বটে তিনি নারীর গর্ভপাতের অধিকার প্রশ্নটি প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের যার যার হাতে ছেড়ে দিতে চান। কিন্তু অধিকাংশ বিশ্লেষকের ধারণা, কংগ্রেস তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকলে তিনি গর্ভপাতের ব্যাপারে একটি জাতীয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবেন। শুধু তা-ই না, কোথায় কে কার সাহায্যে গর্ভপাত করিয়েছেন, তার একজন হিসাবরক্ষকও থাকবেন। খোঁজ পাওয়া গেলে তাঁদের প্রয়োজনমাফিক শাস্তি দেওয়া হবে।

ট্রাম্প জানিয়েছেন, নির্বাচিত হলে তিনি শিক্ষা দপ্তর বাতিল করবেন। আমেরিকার দক্ষিণপন্থী ও খ্রিষ্টবাদীরা দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছেন, এ দেশে ক্লাসরুমে যা শিক্ষা দেওয়া হয় বা যা পড়ানো হয়, তা দেশের মূল্যবোধবিরোধী। আসলে তারা মূল্যবোধ বলতে খ্রিষ্টধর্মের কথাই বুঝিয়ে থাকে। এদের চাপের মুখে হাজার হাজার বই নিষিদ্ধ করা হয়েছে, পাবলিক লাইব্রেরি থেকে সেসব বই ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে আসা মানে এই খ্রিষ্টবাদীদের পোয়াবারো।

জলবায়ু পরিবর্তন প্রশ্নেও ট্রাম্পের অনুসৃত নীতি ভয়ানক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। ট্রাম্প ও তাঁর অনুসারীরা মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রশ্নটি উদারপন্থীদের মস্তিষ্কপ্রসূত একটি বানোয়াট ব্যাপার। ২০২০ সালে তিনি একবার জলবায়ু প্রশ্নে প্যারিস চুক্তি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, পরে বাইডেন এসে সে চুক্তিতে ফিরে যান। এবারও নির্বাচিত হলে যে ট্রাম্প সেই একই পথ ধরবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ক্ষতিকর কার্বন নিঃসরণের যুক্তি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন, ক্ষমতায় আসামাত্রই তিনি আরও অধিক মাত্রায় তেল ও গ্যাস উত্তোলনের নির্দেশ দেবেন। তাঁর কথায়, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংকট সমাধানের একটাই পথ, তা হলো 'ড্রিল বেবি, ড্রিল'।

ট্রাম্প কেন বিপজ্জনক, সে কথা ব্যাখ্যা করে কমলা হ্যারিস বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, লোকটি ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি আমেরিকার গণতন্ত্রকে ব্যাহত করতে ক্যাপিটল হিল আক্রমণ করেছিলেন। নিজ স্বার্থ পূরণের বাইরে তার অন্য কোনো আগ্রহ নেই। জন কেলির কথা ধার করে তিনি বলেছেন, ট্রাম্প আদ্যোপান্ত একজন ফ্যাসিস্ট।

আমাদের আর মাত্র এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে, এটা দেখতে যে আমেরিকা এ রকম একজন ফ্যাসিস্টকে তার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করে কি না।

» আগামীকাল পড়ুন : বৈদেশিক নীতি প্রশ্নে ট্রাম্পকে নিয়ে কেন এত ভয়

নিউইয়র্কের কুইন্সের একটি আগাম ভোটকেন্দ্র। গত রোববার। ছবি : নাফিসা ফেরদৌস

## আগাম ভোট গ্রহণ চলছে

যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন ৫ নভেম্বর। কিন্তু তার আগেই আগাম ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। ৪০টির মতো অঙ্গরাজ্যে আগাম ভোট গ্রহণ চলছে। ইতিমধ্যে কমপক্ষে ৩ কোটি ২০ লাখ মানুষ এ সুযোগ গ্রহণ করেছে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে স্থানীয় সময় গত শনিবার (২৬ অক্টোবর) ছিল আগাম ভোটের প্রথম দিন। প্রথম দিনেই ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষ ভোট দিয়েছেন, যা একটি রেকর্ড। রোববার কুইন্সে আগাম ভোটে দিতে এসে *প্রথম আলোর* এই প্রতিনিধি বেশ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভোটারের উপস্থিতি লক্ষ করেন। বাংলা ভাষার ব্যবহারও ছিল বেশ লক্ষণীয়।

মার্কিন নির্বাচন ২০২৪

**সর্বশেষ জনমত জরিপ**

(২৮ অক্টোবর)

জাতীয় গড়

কমলা হ্যারিস ৪৯% — ডোনাল্ড ট্রাম্প ৪৮%

দোদুল্যমান সাত অঙ্গরাজ্য

| কমলা | অঙ্গরাজ্য | ট্রাম্প |
|---|---|---|
| কমলা : ৪৮% | পেনসিলভানিয়া | ট্রাম্প : ৪৮% |
| কমলা : ৪৯% | অ্যারিজোনা | ট্রাম্প : ৪৮% |
| কমলা : ৪৮% | নেভাদা | ট্রাম্প : ৪৮% |
| কমলা : ৪৯% | উইসকনসিন | ট্রাম্প : ৪৮% |
| কমলা : ৪৯% | নর্থ ক্যারোলাইনা | ট্রাম্প : ৪৮% |
| কমলা : ৪৮% | মিশিগান | ট্রাম্প : ৪৮% |
| কমলা : ৪৯% | জর্জিয়া | ট্রাম্প : ৪৮% |

সূত্র : নিউইয়র্ক টাইমস

> আজকে রাষ্ট্রপতি থাকল কি থাকল না, এটা নিয়ে আমরা দেশে কেন জটিলতা তৈরি করছি।

**রুহুল কবির রিজভী**, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব, বিএনপি, রাজধানীতে দলীয় এক কর্মসূচিতে

## সংক্ষেপে

### শীতে তিন মন্ত্রণালয়ে এসি বন্ধের নির্দেশনা

দেশে জ্বালানি-সংকট ও বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে। তাই আসন্ন শীত মৌসুমে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়; রেলপথ মন্ত্রণালয়সহ এসবের আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা-কোম্পানিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্রের (এসি) ব্যবহার যথাসম্ভব পরিহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্দেশনাটি দিয়েছেন উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। তিনি এসব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন। গতকাল সোমবার বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নভেম্বর থেকে আগামী ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়কার জন্য এই নির্দেশনার কথা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এর ফলে সেচের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ, সার উৎপাদন ও শিল্পকারখানায় গ্যাসের সরবরাহ বাড়ানো সম্ভব হবে। এর আগে বিদ্যুতের ব্যবহার ২৫ শতাংশ কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সব মন্ত্রণালয়কে সরকার নির্দেশনা দিয়েছে।
**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

### সচিব জাহাঙ্গীর আলমকে অবসরে পাঠাল সরকার

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সচিব) মো. জাহাঙ্গীর আলমকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। গত রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। সেখানে বলা হয়, জনস্বার্থে তাঁকে অবসরে পাঠানো হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জাহাঙ্গীর আলমকে 'পাবলিক সার্ভিস অ্যাক্ট-২০১৮'-এর ধারা-৪৫-এর বিধান (সরকার কর্তৃক অবসর প্রদান) অনুযায়ী অবসরে পাঠানো হয়েছে। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। তিনি নিয়মানুযায়ী সব প্রান্তিক অবসর সুবিধা পাবেন। চাকরিতে তাঁর ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। এর আগে জাহাঙ্গীর আলম স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গত ২০ আগস্ট তাঁকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে বদলি করা হয়েছিল।
**বাসস**, *ঢাকা*

### মোরগ লড়াই

লড়াইয়ে মেতেছে দুই মোরগ। গতকাল রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

### রানা প্লাজার সোহেলের জামিন স্থগিতই থাকছে

সাভারে রানা প্লাজা ধসে হতাহতের ঘটনায় করা মামলায় ভবনমালিক সোহেল রানাকে হাইকোর্টের দেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন জামিন স্থগিতই থাকছে। জামিন স্থগিত করে চেম্বার আদালত যে আদেশ দিয়েছেন, তা চলমান থাকবে বলে আদেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ। জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বিভাগ গতকাল এ আদেশ দেন। হাইকোর্টের দেওয়া জামিনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদন নিষ্পত্তি করে এ আদেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে সোহেল রানার জামিন প্রশ্নে রুল দুই মাসের মধ্যে হাইকোর্টে নিষ্পত্তি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ ও অনীক আর হক। সোহেল রানার পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির।
**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

**অপেক্ষা** স্বল্প মূল্যে পণ্য কিনতে ভোর পাঁচটা থেকে টিসিবির বিক্রয়কেন্দ্রের সামনে নিম্ন আয়ের মানুষের অপেক্ষা। বেলা দুইটা গড়িয়ে গেলেও পণ্য পাননি অনেকে। গতকাল রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরের আশরাফাবাদে। ছবি : আশরাফুল আলম

# নতুন লাইনের অগ্রাধিকার নিয়ে প্রশ্ন, আসছে পরিবর্তন

**মেট্রোরেল**

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ঠিক করা মেট্রোরেলের লাইন নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনা করছে অন্তর্বর্তী সরকার।

> মেট্রোরেলের সব লাইন নতুন করে পর্যালোচনা করা উচিত। বিশেষ করে এসব লাইন নির্মাণে যে খরচ ধরা হয়েছে, কীভাবে এ খরচ ধরা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে হবে।
>
> **এম শামসুল হক**, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট

**আরিফুর রহমান**, *ঢাকা*

ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ঠিক করা মেট্রোরেল নেটওয়ার্কের (ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট-এমআরটি) লাইনের অগ্রাধিকার নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

এখন বলা হচ্ছে, যে লাইনটি আগে করা উচিত, সেটি অগ্রাধিকারের তালিকায় সবার পেছনে। আর যে লাইনটি পরে করলেও চলত, সেটি আগে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ ছাড়া এমআরটির নতুন লাইনের প্রাক্কলিত ব্যয় নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দিতে এমআরটি নতুন লাইনের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে মানুষের সুবিধার কথা বিবেচনা করা হয়নি। এমনকি নির্ধারিত পথও (রুট) ভুল।

গত ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এমআরটির নতুন লাইনের অগ্রাধিকার বিবেচনার কাজ শুরু করে।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'মেট্রোরেলের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) খোঁজা হচ্ছে। নতুন এমডি নিয়োগের পর পুরো মেট্রোরেলের লাইন নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। কোনটাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, তা দেখা হবে।'

**যা নিয়ে প্রশ্ন**

মূলত প্রশ্ন উঠেছে এমআরটি লাইন-৫ (সাউদার্ন রুট) নিয়ে। এটি গাবতলী, টেকনিক্যাল, কল্যাণপুর, শ্যামলী, কলেজগেট, আসাদগেট, রাসেল স্কয়ার, কারওয়ান বাজার, হাতিরঝিল, তেজগাঁও, আফতাবনগর, আফতাবনগর সেন্টার, আফতাবনগর পূর্ব, নাসিরাবাদ হয়ে দাশেরকান্দি গিয়ে শেষ হবে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, এমআরটি লাইন-৫-এর চেয়ে লাইন-২ আগে বাস্তবায়ন করা জরুরি।

এমআরটি লাইন-২ গাবতলী থেকে শুরু হয়ে ঢাকা উদ্যান, মোহাম্মদপুর, জিগাতলা, সায়েন্স ল্যাবরেটরি, নিউমার্কেট, আজিমপুর, পলাশী, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, গুলিস্তান, মতিঝিল, কমলাপুর হয়ে নারায়ণগঞ্জে গিয়ে শেষ হবে। এই প্রকল্পের আওতায় গুলিস্তান থেকে সদরঘাট পর্যন্ত একটি লাইন (ব্রাঞ্চ লাইন) যাওয়ার কথা।

পরিকল্পনা কমিশন বলছে, এমআরটি লাইন-৫-এর চেয়ে লাইন-২ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অথচ লাইন-২-কে অগ্রাধিকার তালিকার শেষে রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পে বলার মতো কোনো অগ্রগতি নেই। অন্যদিকে লাইন-৫ প্রকল্পের আওতায় বিস্তারিত সমীক্ষা হয়ে গেছে। প্রকৌশলগত নকশা ও ক্রয় পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তারা বলেন, লাইন-৫ -এর আওতায় গাবতলী থেকে দাশেরকান্দি পর্যন্ত বর্তমানে খুব বেশি বাণিজ্যিক বা শিল্পাঞ্চল নেই। তা ছাড়া এই রুট চলমান লাইন-৬-এর কাছাকাছি। গাবতলী থেকে মাজার রোড, মিরপুর ১, টেকনিক্যাল, কল্যাণপুর, শ্যামলী, আদাবর ও আসাদগেটের বাসিন্দারা এক থেকে দুই কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে চলমান এই মেট্রোরেল লাইনের সুবিধা পাচ্ছেন। অথচ লাইন-২-এর মাধ্যমে বেশি মানুষ সুবিধা পাবেন। নিউমার্কেট, ধানমন্ডি, পুরান ঢাকার ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকার সঙ্গে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার সংযোগ স্থাপনকারী প্রস্তাবিত লাইন-২ আগে বাস্তবায়ন করা যৌক্তিক।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্র জানায়, এমআরটি লাইন-৫-এর চেয়ে লাইন-২ আগে বাস্তবায়ন করার বিষয়টি নিয়ে গত বছরের এপ্রিলে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত এক আন্তমন্ত্রণালয় বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল। তবে বৈঠকের বিষয়টি এত দিন ভয়ে সামনে আনেননি কর্মকর্তারা। কারণ, তৎকালীন সরকারের অগ্রাধিকার ছিল এমআরটি লাইন-৫। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অগ্রাধিকার নির্ধারণের বিষয়টি আবার সামনে এসেছে।

ওই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের তৎকালীন সচিব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। তিনি এখন কৃষিসচিব। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মেট্রোরেলের রুটগুলো আরও যাচাই-বাছাই করা উচিত। কোন রুটকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার, জনগণের জন্য কোনটা প্রয়োজন, তা বিবেচনায় নিতে হবে।

নথি বলছে, ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (এসটিপি) প্রণয়ন করে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। পরিবহনচাহিদা মেটাতে ছয়টি এমআরটি লাইন নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। মেট্রোরেল নেটওয়ার্কের পরিকল্পনা, সমীক্ষা, নকশা, অর্থায়ন, নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে ২০১৩ সালে গঠিত হয় ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গত ২৩ সেপ্টেম্বর সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয় পরিকল্পনা কমিশন। চিঠিতে বলা হয়, এমআরটি লাইন-৫ (সাউদার্ন রুট) প্রকল্পটি বিদ্যমান পরিপ্রেক্ষিতে ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আবার যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কমিশনের চিঠি পাওয়ার পর চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে আন্তমন্ত্রণালয় সভা করে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।

কমিশনের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলো*কে বলেন, দাশেরকান্দি ও আফতাবনগর এলাকার বিশেষ কোনো গোষ্ঠীকে সুবিধা দিতে সেদিকে মেট্রোরেলের লাইন নির্মাণকে আগে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. এম শামসুল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, মেট্রোরেলের সব লাইন নতুন করে পর্যালোচনা করা উচিত। বিশেষ করে এসব লাইন নির্মাণে যে খরচ ধরা হয়েছে, কীভাবে এ খরচ ধরা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে হবে। ।

## কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

# সাবেক ভিসির বাংলোয় ভর্তি পরীক্ষার ওএমআর, এমপির ডিও

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ময়মনসিংহ*

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য সাবেক উপাচার্য (ভিসি) সৌমিত্র শেখরের ব্যবহৃত বাংলোয় গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার অব্যবহৃত ওএমআর শিট (উত্তরপত্র) পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে বাংলো থেকে শিক্ষার্থী ভর্তির সুপারিশ করে সাবেক দুজন সংসদ সদস্যের ডিও লেটার (আধা সরকারি চাহিদাপত্র) উদ্ধার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। দুখু মিয়া নামের এই বাংলো থেকেই গুচ্ছ পদ্ধতির ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তিতে অনিয়ম হতো বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষকেরা।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে গত ১৪ আগস্ট পদত্যাগ করে ক্যাম্পাস ছাড়েন সৌমিত্র। পদত্যাগের পর তিনি বাংলোতে থাকা মালামাল সরিয়ে নিতে চাইলে শিক্ষার্থীরা বাধা দেন। তখন থেকে ওই অবস্থায় বাংলোটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জিম্মায় ছিল। এরপর ১৭ অক্টোবর বিভিন্ন নথিপত্র জব্দ করে বাংলোটি সিলগালা করে প্রশাসন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, পরীক্ষা শেষে ওএমআর কেন্দ্রীয় পরীক্ষা কমিটির কাছে দেওয়ার কথা। উপাচার্যের দপ্তরে বা বাসভবনে থাকার সুযোগ নেই। বিগত সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা ও অনিয়মের তথ্যানুসন্ধানের জন্য রোববার একটি সত্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে।

ময়মনসিংহের ত্রিশালে অবস্থিত নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে ২০২১ সালের ১৯ ডিসেম্বর যোগ দেন সৌমিত্র। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পরই নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ রয়েছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর এসব অভিযোগ তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

দুদকের তথ্য অনুযায়ী, সৌমিত্র ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুচ্ছ ভর্তি প্রক্রিয়ায় ভর্তি-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

সৌমিত্র বাংলো ছাড়ার পর থেকেই সেখানে বিভিন্ন ধরনের 'স্পর্শকাতর নথি' থাকার অভিযোগ ওঠে। সাংবাদিকেরা এ বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে গতকাল সোমবার দুপুরে সিলগালা করা বাংলোটি ঘুরে দেখায় ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর মাহবুবুন নাহারের নেতৃত্বে একটি দল।

সরেজমিনে দেখা যায়, বাংলোর দোতলায় একটি কক্ষও সিলগালা। এটি উপাচার্যের শয়নকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভেতরে দুটি আলমারিও সিলগালা। আলমারির তালা খুলে ভেতরে ভর্তি পরীক্ষার ওএমআর শিট পাওয়া যায়। সেখানে ছাত্র ভর্তির সুপারিশ করে ময়মনসিংহ-১১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) কাজিম উদ্দিন আহমেদের দেওয়া ডিও লেটার ছিল। আরেকটি ডিও দিয়েছেন ময়মনসিংহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শরীফ আহমেদ।

দাপ্তরিক নথিপত্রগুলো অফিসে থাকার কথা উল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. মিজানুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, উপাচার্যের শয়নকক্ষে সেগুলো কী প্রেক্ষাপটে গেল, তা তদন্তের পরই বলা সম্ভব হবে।

অভিযোগের বিষয়ে কথা বলতে সৌমিত্র শেখরের মুঠোফোনে গতকাল সন্ধ্যায় একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তবে তিনি ফোন ধরেননি।

# মানবাধিকার পরিষদের দপ্তর এখনই ঢাকায় হচ্ছে না

**ফলকার টুর্কের সফর**

জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের দপ্তর খোলার প্রস্তাব দেওয়া হয় গত মাসে। তবে হুটহাট সিদ্ধান্ত নিতে চায় না সরকার।

**রাহীদ এজাজ**, *ঢাকা*

ফলকার টুর্ক

ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের দপ্তর এখনই হচ্ছে না। দপ্তর খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি সরকার। তাই জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্কের আসন্ন ঢাকা সফরে এ বিষয়ে কোনো চুক্তি সই হচ্ছে না।

সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একাধিক সূত্র গত রোববার *প্রথম আলো*কে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। ঢাকায় দপ্তর খোলার বিষয়ে মানবাধিকার পরিষদের পক্ষ থেকে গত মাসে প্রস্তাব দেওয়া হয়।

এদিকে দুই দিনের সফরে গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে ফলকার টুর্কের ঢাকায় পৌঁছানোর কথা। এই সফরে তিনি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন, আইন ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ও প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করবেন। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গেও বৈঠক করার কথা রয়েছে ফলকার টুর্কের। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন তিনি।

**মানবাধিকার পরিষদের প্রস্তাব**

বাংলাদেশে ৫ আগস্ট পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে গত মাসে ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের দপ্তর খোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়। দপ্তর চালুর বিষয়ে ফলকার টুর্কের সফরেই একটি চুক্তি সই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশকে একটি খসড়াও দেয় জাতিসংঘ।

ওই খসড়ায় বলা হয়, ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের এদেশীয় দপ্তর চালু হলে সেটি মানবাধিকার সমুন্নত ও বিকাশের স্বার্থে নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশ মানবাধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক যেসব সনদ অনুসমর্থন করেছে, তার সঙ্গে সংগতি রেখে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পূরণে দপ্তর থেকে পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া হবে।

এ ছাড়া প্রস্তাবিত দপ্তর বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সমুন্নত রাখতে বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। আন্তসীমান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সুরাহা ও বলপূর্বক গুমবিষয়ক কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে নানা সহায়তা দেবে। এই দপ্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে যুক্ত করার ওপর জোর দেবে। পুলিশ এবং আইন সংস্কারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও কারিগরি সহায়তাসহ সংস্কারপ্রক্রিয়ায় কারিগরি সহায়তা দেবে।

খসড়ায় জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের অবাধে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া এবং প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনো গ্রেপ্তার, আটক এবং জেরা করার প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের দপ্তরের প্রতিনিধিদের অবাধে প্রবেশাধিকার দিতে হবে।

**প্রস্তাবে রাজি না হওয়ার পক্ষে যুক্তি**

সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানপরবর্তী পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের প্রস্তাবে হুটহাট করে সাড়া দেওয়াটা সমীচীন হবে না বলে মনে করছে সরকার।

কর্মকর্তাদের মতে, জুলাই-আগস্টে নৃশংসতা ঘটেছে স্বৈরশাসনের নিষ্পেষণে। মানবতাবিরোধী অপরাধও ঘটেছে। কিন্তু জাতিগত কোনো সংঘাত হয়নি যে এখনই মানবাধিকার পরিষদের দপ্তর খোলার অনুমতি দেওয়ার মতো যৌক্তিক কোনো কারণ আছে। বরং এই মুহূর্তে রাজনৈতিক সংবেদনশীল এক পরিবেশে তাড়াহুড়া করে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তাতে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের প্রশ্নটি সামনে আসতে পারে। জাতিসংঘের বিষয়ে জনমনে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হওয়ারও ঝুঁকি থাকে।

ঢাকা, নিউইয়র্ক ও জেনেভার একাধিক কূটনৈতিক সূত্র এই প্রতিবেদককে জানিয়েছে, জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর সব সময় দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত হয়। দাতা সংস্থাগুলো সাধারণত এই দপ্তরকে সেই দেশটির অভ্যন্তরীণ নীতি প্রণয়নে প্রভাব সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। ফলে সেই দেশের কোনো নীতি যখন দাতাদেশগুলোর বিপক্ষে যায়, তখন তারা মানবাধিকারকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ওই দপ্তরের মাধ্যমে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সাবেক দুই কূটনীতিক *প্রথম আলো*কে বলেন, পশ্চিমা এজেন্ডা বাস্তবায়নে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের দপ্তর কাজ করে। ধরা যাক, এই অভিযোগে বাংলাদেশ তখন দপ্তরের কোনো জাতিসংঘের কর্মকর্তাকে বহিষ্কার করল। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ কূটনৈতিকভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে একধরনের তিক্ত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারে, যা ব্যাপক অর্থে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে।

জেনেভায় বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি এম. সুফিউর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, বাংলাদেশ এখন প্রতিনিয়ত এক ধরনের যুগান্তকারী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর চিত্র স্পষ্ট হওয়া এবং পরিবর্তিত সামাজিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অংশীজনদের ভূমিকা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত মৌলিক মানবাধিকার সমুন্নত রাখার বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে অঙ্গীকার করার বিষয়ে বাংলাদেশের সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হবে।

# চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ৭৫ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

**শৃঙ্খলাভঙ্গসহ নানা অভিযোগ**

এসব শিক্ষার্থীকে ছয় মাস থেকে সর্বোচ্চ দুই বছরের বহিষ্কারাদেশ দেওয়া হয়েছে।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *চট্টগ্রাম*

ছাত্রাবাসে অবৈধ প্রবেশ, কক্ষ দখল, মারধর, নিষিদ্ধ থাকার পরও রাজনীতিতে যুক্ত থাকাসহ বিভিন্ন অভিযোগে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের (চমেক) ৭৫ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ ছাড়া ১১ শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবককে দিতে হবে মুচলেকা। গতকাল সোমবার চমেক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তিতে ৮৬ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক এ ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত জানায়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এসব শিক্ষার্থীকে ছয় মাস থেকে সর্বোচ্চ দুই বছরের বহিষ্কারাদেশ দেওয়া হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত হয়েছে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায়। গতকালই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, শাস্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগই সম্প্রতি নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী ও সমর্থক। তাঁরা চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীন ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর অনুসারী হিসেবে পরিচিত।

শাস্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭ জনকে দুই বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৫ জনকে দেড় বছরের জন্য, ৩৯ জনকে এক বছরের জন্য, ১৪ জনকে ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। আর ১১ জনের কাছ থেকে অভিভাবক ও নিজের মুচলেকা নেওয়া হবে। ৮৬ জনের মধ্যে যাঁরা ইতিমধ্যে এমবিবিএস পাস করে ইন্টার্ন করছেন, তাঁদের বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এর মধ্যে ১৭ জন বিডিএসের শিক্ষার্থী।

গতকাল শাস্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭ জনকে ২০২৩ সালের মার্চে একবার একাডেমিক কাউন্সিল বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দিয়েছিল। ওই শাস্তির পাশাপাশি নতুন শাস্তি কার্যকর করা হবে বলে চমেক সূত্রে জানা গেছে।

এর আগে গত রোববার চমেক হাসপাতালের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় ৮৬ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন চমেকের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন। গতকালের বিজ্ঞপ্তিতে অধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ও চমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ তাসলিম উদ্দীনের স্বাক্ষর রয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ তাসলিম উদ্দীন *প্রথম আলো*কে বলেন, বিভিন্ন অভিযোগ তদন্তে গঠিত ১২ সদস্যের একটি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী চমেক একাডেমিক কাউন্সিল এ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অনুমোদন করেছে। যাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১৪ জন ইন্টার্ন রয়েছেন। তাঁদের শাস্তি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করবে।

উল্লেখ্য, জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের পর বিভিন্ন অভিযোগ তদন্তে ১১ সেপ্টেম্বর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে চমেক কর্তৃপক্ষ। এই কমিটির প্রধান ছিলেন নিউরোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মো. হাসানুজ্জামান। এক মাসের বেশি সময় ধরে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে কমিটি।

এর আগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্ররা নানা অভিযোগ জমা দেন। আওয়ামী লীগের আমলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার পরও ক্যাম্পাসে রাজনীতি করা, ছাত্রাবাসে অবৈধ প্রবেশ, হল দখলসহ নানা অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কমিটি তদন্ত করে।

# ডেঙ্গুতে আরও তিনজনের মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

দেশে গতকাল সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি মাসে এখন পর্যন্ত এডিস মশাবাহিত এই রোগে ১১৭ জনের মৃত্যু হলো। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১ হাজার ১৯৭ ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

গতকাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গুবিষয়ক নিয়মিত বুলেটিনে বলা হয়েছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে দুজন আর ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি ৩১৭ ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে। এরপর ঢাকা উত্তর সিটিতে ২৫৪, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ১৫১, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৪০, খুলনা বিভাগে ১৩৬, বরিশাল বিভাগে ৮২, রাজশাহী বিভাগে ৭১, রংপুর বিভাগে ২৬, ঢাকা বিভাগে ১৬ আর সিলেট বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে চার রোগী ভর্তি হয়েছেন।

সব মিলিয়ে এ বছর এখন পর্যন্ত ৫৮ হাজার ১০৮ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ২৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এ বছর ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন ২১ থেকে ২৫ বছর বয়সী ব্যক্তিরা। এই বয়সী ৯ হাজার ৬৭ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।

**করোনা শনাক্ত ১ জনের**

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

# শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আরেকটি হত্যা মামলা

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সাইদুর রহমান (২২) নামের এক তরুণকে হত্যার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৪৩ জনের বিরুদ্ধে আরও একটি হত্যা মামলা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানায় মামলাটি করেন নিহত সাইদুরের মা লাভলী বেগম।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এর ১০ দিন পর ১৫ আগস্ট তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম মামলা হয় ঢাকার আদালতে। এর পর থেকে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সারা দেশে অন্তত ২৩৩টি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১৯৮টি মামলায় হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।

গতকালের মামলার কাগজপত্রের তথ্য বলছে, ৫ আগস্ট বেলা ১১টার দিকে যাত্রাবাড়ীর হানিফ উড়ালসড়কের কুতুবখালী এলাকায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নেন সাইদুর। একপর্যায়ে আন্দোলনে আওয়ামী লীগের নেতা হারুনুর রশীদ মুন্নাসহ অন্য আসামিরা গুলিবর্ষণ করেন। তখন সাইদুরের গলায় গুলি লাগে। পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

**৭ জেলায় আ.লীগের ৮ জন গ্রেপ্তার**

দেশের সাত জেলা থেকে আওয়ামী লীগের আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) পাঁচ চেয়ারম্যানসহ ছয়জন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পদে রয়েছেন। একজন সাবেক মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদের ভাই। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের ছয়জনের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হামলা ও হত্যার ঘটনায় মামলা রয়েছে।

গতকাল সোমবার থেকে আগের দিন রোববারের বিভিন্ন সময়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা এসব ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। এর মধ্যে সিলেটে দুজন এবং লালমনিরহাট, জামালপুর, কুমিল্লা, জয়পুরহাট, সাতক্ষীরা ও রাজবাড়ীতে একজন করে রয়েছেন।

# তাপসের দাপটে অবিশ্বাস্য 'ব্যয়'

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

কাজটি সিটি করপোরেশন নিজেরাই করবে। পরে তাঁর উদ্যোগে শিশুপার্ক নিয়ে ৬০৩ কোটি ৮১ লাখ টাকার একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়।

ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে প্রকল্পটি ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদন করিয়ে নেন তৎকালীন মেয়র তাপস। প্রকল্প পাসের সময় ঠিক হয়, ৬০৩ কোটি ৮১ লাখ টাকার মধ্যে ৪৮৩ কোটি টাকা দেবে সরকার। সরকারের দেওয়া টাকার অর্ধেক হবে অনুদান, বাকিটা ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে। আর দক্ষিণ সিটির নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করা হবে ১২০ কোটি টাকা।

এই প্রকল্পের বেশির ভাগ ব্যয় (৪৪১ কোটি টাকা) ধরা হয় শিশুপার্কের জন্য ১৫টি রাইড কেনা ও স্থাপনে। এসব রাইডের দাম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বেসরকারি খাতে বিনোদনকেন্দ্র পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত তিনজন উদ্যোক্তা *প্রথম আলো*কে বলেন, রাইডের যে দর দেখানো হয়েছে, তা অবিশ্বাস্য। সরকারি কাজ, তাই অস্বাভাবিক বেশি দাম ধরা হয়েছে। বিভিন্ন রাইডের দাম এতটা বেশি কেন ধরা হয়েছে, তা কারও না বোঝার কারণ নেই।

একসঙ্গে ৩০ জন চড়তে পারে এমন একটি রাইড 'মাইন ট্রেন' (মাইন কোস্টার নামেও পরিচিত) কেনা ও স্থাপন করার জন্য ৯৭ কোটি টাকা খরচ করার কথা প্রকল্পে উল্লেখ করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্তৃপক্ষ। এই রাইডের জন্য প্রকল্পে যে ধরনের বৈশিষ্ট্য ও মানের কথা বলা হয়েছে, তাতে এর দাম কোনোভাবেই ৫ কোটি টাকার বেশি হবে না। ঢাকা ও এর আশপাশের চারটি বড় বিনোদনকেন্দ্র পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা বিষয়টি *প্রথম আলো*কে নিশ্চিত করেছেন।

মাইন ট্রেনের দাম কত হতে পারে, তা জানতে পরে চীনের দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ই-মেইলে যোগাযোগ করেছে *প্রথম আলো*। এর মধ্যে হেনান স্নোডার অ্যামিউজমেন্ট রাইডস কোম্পানি লিমিটেড জানিয়েছে, ৩০ আসনের একটি মাইন ট্রেন (সিটি করপোরেশনের দেওয়া বিবরণসহ) বাংলাদেশে এসে স্থাপন করার জন্য ব্যয় হবে ৫ কোটি ৯০ লাখ টাকা। অন্যদিকে আরেকটি প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, খরচ হবে ৫ কোটি ৬০ লাখ টাকা।

প্রকল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলো*কে বলেছেন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এসব যন্ত্র আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ জন্য দাম বেশি পড়ছে। এরপরও দরপত্রের মাধ্যমে কম দামে যন্ত্র কেনা গেলে তাঁরা সেটা কিনবেন।

এই প্রকল্পে '১২ডি থিয়েটার' (দর্শকের কাছে মনে হবে সবকিছুই যেন জীবন্ত) স্থাপন করতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৮১ কোটি টাকা। এই থিয়েটারের ভেতরে একসঙ্গে ৩৬ জন মানুষ বসতে পারবে। এ ধরনের একটি থিয়েটার নির্মাণ করতে সাকল্যে সাড়ে চার কোটি থেকে পাঁচ কোটি টাকা খরচ হয় বলে জানান ঢাকার উত্তরার একটি বেসরকারি বিনোদনকেন্দ্রের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, একই আকৃতির থিয়েটার কেউ যদি ইউরোপের স্ট্যান্ডার্ডে নির্মাণ করেন, তাহলে সর্বোচ্চ ২০ কোটি টাকা খরচ হবে।

এই প্রকল্পের অন্য রাইডগুলোর মধ্যে 'ডিসকো মেগার' দাম ধরা হয়েছে ২৭ কোটি ৪২ লাখ টাকা। এই রাইড মূলত নৌকা আকৃতির কাঠামো, ভেতরে ৪০ জন বসতে পারে। রাইডটি দুলতে থাকে। এ ছাড়া 'সুপার এয়ার রেসের' দর ধরা হয়েছে ৪৯ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। এটি দেখতে কিছুটা নাগরদোলার মতো। আশুলিয়া ও নরসিংদীর দুটি বিনোদনকেন্দ্রের কর্মকর্তারা বলছেন, সর্বোচ্চ ভালো মানের হলেও রাইড দুটির দাম ২০ কোটি টাকার বেশি হওয়ার কথা নয়। যদিও সিটি করপোরেশন রাইড দুটি কিনতে চাইছে ৭৭ কোটি টাকায়।

এমনকি সিটি করপোরেশনের এই প্রকল্পে একটি জিপ গাড়ি (এসইউভি বা স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকেল) ও একটি পিকআপ কেনার জন্য ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। পার্কের আধুনিকায়নে এই গাড়ি কী কাজে লাগবে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

সাধারণত দক্ষিণ সিটির বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনুমোদন হওয়ার পর কাজ শুরু হতে বেশ দেরি হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেড় বছরও সময় লাগে। কিন্তু এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। তাপসের পছন্দের পাঁচজন ঠিকাদারকে কাজটি ভাগ করে দেওয়া হয়। অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। প্রকল্প পাস হওয়ার পর দ্রুতই ৫৫ লাখ টাকা ছাড় করা হয়। চলতি অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা ছাড় করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

শিশুপার্কের আধুনিকায়নের নামে অস্বাভাবিক দাম দেখিয়ে রাইড কেনার প্রকল্প শিগগিরই বন্ধ হওয়া উচিত বলে মনে করেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, রাইডগুলোর দর নতুন করে যাচাই-বাছাই করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন দর ঠিক করতে হবে।

৭৮ কোটি টাকায় যে কাজ করা যেত, সেই কাজ ৬০৪ কোটি টাকায় করা আসলে লুটপাটের আয়োজন বলে উল্লেখ করেন ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, সাবেক মেয়র তাপসসহ যাঁরা লুটপাটের এ আয়োজনে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সবাইকে চিহ্নিত করতে তদন্ত হওয়া উচিত।

**টাকা খরচের সুযোগ যেভাবে এল**

শাহবাগের শিশুপার্কের আধুনিকায়নে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনকে ৭৮ কোটি টাকার প্রস্তাব মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় দিয়েছিল ভিন্ন একটি কারণে। শাহবাগের শিশুপার্কটির মালিকানা ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের। পার্কের একটি অংশসহ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় 'স্বাধীনতাস্তম্ভ নির্মাণ (তৃতীয় পর্যায়) প্রকল্প' বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের কাজের জন্য ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে শাহবাগ শিশুপার্ক বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য কাজের পাশাপাশি শিশুপার্কের ভেতর দিয়ে ভূগর্ভস্থ পার্কিং নির্মাণের বিষয়টিও রয়েছে। এ কাজের জন্য পার্কের অনেক রাইড (খেলা ও বিনোদনের সরঞ্জাম) খুলে ফেলতে হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্পের কাজ চলার সময় শিশুপার্কের বিভিন্ন স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

যে কারণে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় মূলত ক্ষতিপূরণ হিসেবে সিটি করপোরেশনকে ওই প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রকল্প তৈরি করে 'ইচ্ছেমতো খরচ' করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে, সেই বিবেচনায় সিটি করপোরেশন ভিন্ন চিন্তা করে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের একাধিক সূত্র বলছে, মূলত তৎকালীন মেয়র তাপস ও জ্যেষ্ঠ কয়েকজন কর্মকর্তার আগ্রহে তিন বছর (২০২৩ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত) মেয়াদি এই প্রকল্প নেওয়া হয়। এই প্রকল্প যাতে একনেকে দ্রুত পাস হয়, সে ব্যবস্থা করেছিলেন তাপস। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর প্রকল্পের কাজে স্থবিরতা নেমে এসেছে। তা না হলে এত দিনে এই প্রকল্পের জন্য ১০০ কোটি টাকা (চলতি অর্থবছরের জন্য) ছাড় হয়ে যেত।

শিশুপার্ক আধুনিকীকরণে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, এই প্রকল্পে যদি বড় ধরনের কোনো অসংগতি থাকে, তাহলে তা যাচাই-বাছাই করে দেখা হবে। এখন তাঁদের মূল লক্ষ্য দ্রুত শিশুপার্কটি চালু করে মানুষকে ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া।

**শিশুপার্কের নামও বদলে গেছে**

সিটি করপোরেশন সূত্র বলছে, ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের অধীন এই শিশুপার্ক স্থাপন করা হয়। ১৫ একর জমির ওপর এই পার্কের অবস্থান। ১৯৮৩ সালে তৎকালীন ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের কাছে এই পার্ক হস্তান্তর করা হয়। তখন এটি 'ঢাকা শিশুপার্ক' নামে পরিচিত ছিল।

সাদেক হোসেন খোকা যখন অবিভক্ত ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়র হন, তখন তিনি এই পার্কের নামকরণ করেন 'শহীদ জিয়া শিশুপার্ক'। তবে শেখ ফজলে নূর তাপস ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র হওয়ার পর ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্কটির নতুন নামকরণ হয় 'হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শিশুপার্ক'।

নাম যা-ই হোক, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের কাজ চলায় ছয় বছর ধরে শিশুপার্ক বন্ধ রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে গণপূর্ত অধিদপ্তর। প্রকল্পের একাধিক সূত্র বলছে, প্রকল্পটি ২৬৫ কোটি টাকার। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু হয়ে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। পরে প্রকল্পটি সংশোধন করে ৩৯৭ কোটি টাকা করা হয়। সঙ্গে মেয়াদও বাড়ানো হয়। সব ঠিক থাকলে প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৫ সালের জুনে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে

ঢাকা দক্ষিণ সিটির সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী বলছেন, ভূগর্ভস্থ পার্কিংয়ের কাজ পুরোপুরি শেষ না হলে শাহবাগ শিশুপার্কের কাজ পুরোদমে শুরু করা সম্ভব হবে না। ফলে শিশুপার্ক কবে খুলবে, তা বলা যাচ্ছে না। আরও দু-তিন বছর সময় লাগবে।

তবে কোনো শিশুপার্ক কিছুতেই ভূগর্ভস্থ পার্কিংয়ের জায়গা হতে পারে না বলে উল্লেখ করেছেন নগর-পরিকল্পনাবিদদের সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউশন অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) সভাপতি অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, যাঁরা এ ধরনের নকশা করেছেন, তাঁদের জবাবদিহির আওতায় আনা উচিত। রাজধানীতে যেখানে মানুষের অবসর কাটানোর জায়গার প্রচণ্ড অভাব, সেখানে একটি পার্ক ছয় বছর বন্ধ করে রাখার বিষয়টি কোনোভাবেই মানা যায় না। এখন বলা হচ্ছে সংস্কারকাজ শেষ করতে আরও দু-তিন বছর লাগবে। যাঁরা এই পরিকল্পনার সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের অবশ্যই জবাবদিহির আওতায় আনা প্রয়োজন।

অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ছোট কাজকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে প্রকল্পের ব্যয় বাড়ানোর একটা প্রবণতা ছিল। এটা করতে গিয়ে বেশির ভাগ প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হতো। শাহবাগের শিশুপার্কের ক্ষেত্রেও এটি দেখা গেল। এসব কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে বিগত সরকারের কর্তাব্যক্তিরা চলতেন খেয়ালখুশিমতো, কোনো কিছুই তোয়াক্কা করতেন না তাঁরা।

# সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় ছেদ বিশৃঙ্খলা উসকে দিতে পারে

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

কার্যকারিতার মানদণ্ডে বিচার করা ও সংশোধন করাই বেশি জরুরি।

**প্রথম আলো :** বাংলাদেশের বড় বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের আগের সরকারের সঙ্গে যুক্ততা ছিল। তারা লুটপাটেরও অংশীদার ছিল; কিন্তু অনেক সেবা ও পণ্য সরবরাহে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা আছে। আবার তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণও জরুরি। এমন একটি পরিস্থিতি মোকাবিলার পথ কী?

**হোসেন জিল্লুর :** এটা সাধারণ মানুষের বড় উদ্বেগ। কোটা সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল কর্মসংস্থান; কিন্তু কর্মসংস্থানের অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা কী উত্তর পাব। এ ব্যাপারে মনোযোগ কোথায়, উদ্যোগ কোথায়? বর্তমান পরিস্থিতিতে যা করতে হবে তা হচ্ছে অলিগার্কদের নিয়ন্ত্রণে এনে তাদের সেবা ও পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ঠিক করতে হবে। এ জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের আস্থায় আনতে হবে। তাঁদের দিয়ে কাজ করাতে হবে। সচিবদের কথায় বা তাঁদের মাধ্যমে করতে গেলে তা কাজে দেবে না। সরকারকে অনেক দ্রুততার সঙ্গে কাজটি করতে হবে। বন্যার পর সরবরাহব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। আমলাতান্ত্রিকভাবে এ সমস্যার সমাধান খুঁজতে গেলে দুই বছর বসে থাকতে হবে; কিন্তু আমাদের এখনই কৃষকদের বীজ, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ দিয়ে দিতে হবে। দেরি করার সময় নেই।

সরকারের সঙ্গে সংলাপে বড় ব্যবসায়ীরা গেছেন। সেখানে তো সেই পুরোনোদেরই দেখলাম। এর মধ্যে অনেক ভালো ব্যবসায়ীও আছেন। কিছুদিন আগে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের একটি গ্রুপকে নিয়ে আমি বসেছিলাম। তারা দুঃখ করে বলছিল, আমাদের দিকে কে তাকায়। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, প্রশাসনিক পদক্ষেপে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। দুর্নীতি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় এবং একে অবশ্যই ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে; কিন্তু পুরো পরিস্থিতিকে শুধু দুর্নীতির লেন্স দিয়ে দেখলে হবে না। গুরুতর দুর্নীতির কিছু ক্ষেত্র চিহ্নিত করে বাকি অর্থনৈতিক কাজগুলোকে কীভাবে আরও সচল করা যায়, সেদিকে আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে।

শেয়ারমার্কেট কেলেঙ্কারি, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি, সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড ইত্যাদির রিপোর্ট এখনো প্রকাশ করা হয়নি; কিন্তু অনেক ছোটখাটো দুর্নীতির বিষয় নিয়ে সরকারকে ব্যস্ত থাকতে দেখছি।

**প্রথম আলো :** সরকার তো দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। মামলা হচ্ছে।

**হোসেন জিল্লুর :** দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ও বিচার সঠিকভাবে করলে ভালো; কিন্তু তা অনিয়ন্ত্রিতভাবে হতে দেখছি। নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, দুর্নীতি সীমাহীন পর্যায়ে গিয়েছিল। এর প্রতিকার জরুরি। কিছুদিন আগে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের সঙ্গে কথা হয়েছিল। সে ছাত্র আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। সে আমাকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিল। সে বলেছে, 'আমরা সাধারণ মানুষ। পরিস্থিতির কারণে আমরা ব্যাপক সাহসী হতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু পটপরিবর্তনের পর কেউ তো আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল না। আমাদের ইমোশনাল হিলিং জরুরি।' দ্বিতীয়ত, সে বলেছিল, 'আমরা পড়ালেখায় ফিরতে চাই। পুরো জাতির একটি ইমোশনাল হিলিং দরকার ছিল। সেটা হয়নি।' শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমে ফেরানোর কাজে গুরুত্ব না দিয়ে কে দোষী, কে দোষী নয়—এ নিয়ে এক অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে। আমি মনে করি, বিচার সঠিকভাবে হলে যারা অপরাধী, তাদের কাছেও তো এই বার্তা চলে যাবে যে সঠিক বিচার হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ কমে আসবে।

**প্রথম আলো :** নানা রাজনৈতিক আদর্শের দল এবং মত ও পথের লোকজন এক হয়ে গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিজ নিজ চাওয়া রয়েছে। হাসিনা সরকারের পতনের পর দলগুলো নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে তৎপর রয়েছে। এমন একটি পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকার কতটা সফল বলে মনে করেন? আপনার কোনো পরামর্শ আছে কি?

**হোসেন জিল্লুর :** হাসিনা সরকারের পতন প্রচেষ্টায় একটি সর্বদলীয় দিক থাকলেও এটা সত্য যে রাজনৈতিক দলগুলো এবং এই মুহূর্তে তৎপর ও মাঠে থাকা নানা গোষ্ঠী নিজ নিজ ধারণা ও চাওয়া প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় নিয়োজিত আছে। এটা স্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত নয়। প্রতিটি দল ও গোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও চাহিদা থাকতেই পারে; কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যক্ষ ও নীরব সমর্থনদানকারী সব গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষাকে ধ্রুবতারার মতো সামনে রাখা এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি। তিনটি আকাঙ্ক্ষা এখানে সর্বজনীন। প্রথমত, দৈনন্দিন সমস্যার সহনীয় সমাধান ও সমাধানের দৃশ্যমান ও কার্যকর চেষ্টা, দ্বিতীয়ত স্থিতিশীল পরিবেশ ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অন বোর্ড রাখতে কার্যকর বয়ান নির্মাণ। এটি শুধু সদিচ্ছা প্রকাশ করার ব্যাপার নয়। এক অর্থে এটি একটি সক্ষম ও বিশ্বাসযোগ্য রাজনৈতিক হ্যান্ডলিংয়ের ব্যাপার। তৃতীয়ত, টেকসই ও নৈতিকতার ছাপ আছে এমন রাজনৈতিক উত্তরণের রোডম্যাপ তৈরি। অন্তর্বর্তী সরকার আলাদা আলাদা অনেক উদ্যোগ নিচ্ছে; কিন্তু এসব উদ্যোগ সামগ্রিক কোনো আস্থার পরিবেশ তৈরি করছে বলে মনে হয় না। অন্তর্বর্তী সরকারের কাজের স্টাইল দৃশ্যত আমলা, বিশেষজ্ঞ ও ছাত্রদের ওপর অতি নির্ভরশীলতার ঘেরাটোপে ঘুরপাক খাচ্ছে।

তিনটি পরামর্শ এখানে দিতে পারি—ব্যবসার পরিবেশ সামনে রেখে সর্বস্তরের ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুবিবেচনাপ্রসূত মতবিনিময়ের স্থানীয় থেকে জাতীয় উদ্যোগ, যা গতানুগতিক প্রশাসন পরিচালিত মতবিনিময় নয়; দ্বিতীয়ত, সব অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে দ্রুত একটি জাতীয় শিক্ষা ডায়ালগ; তৃতীয়ত, জাতীয় নির্বাচনের সময়কালেই স্থানীয় সরকার নির্বাচনের উদ্যোগ নেওয়া।

**প্রথম আলো :** রাষ্ট্রপতির থাকা না-থাকা, সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা—এসব নিয়ে বেশ বিতর্ক চলছে। রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে একটি জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার পথ কী?

**হোসেন জিল্লুর :** এখানে কিছু জরুরি বিষয় আলাদাভাবে বিবেচ্য। একটি কথা আপনি বলেছেন, সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা। এই বিষয়ের মুখ্য দিক হচ্ছে, স্থিতিশীলতার ন্যূনতম পরিবেশ নিশ্চিত করা, যাতে জনগণের এ মুহূর্তের চাহিদা মেটানোর কাজ ও মধ্যম মেয়াদে সংস্কারের লক্ষ্য পূরণের কাজ সমান্তরাল ও কার্যকরভাবে এগোতে পারে। যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় আমরা এই মুহূর্তে আছি, সেখানে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় ছেদ তৈরি প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দেবে, যা অপ্রয়োজনীয় বিশৃঙ্খলাকেই উসকে দিতে পারে। রাষ্ট্রপতি পদে এখন যিনি আসীন আছেন, তাঁর যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিষয়টিও একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। এর উত্তরও পরিষ্কার। যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা—দুই মাপকাঠিতে যোগ্য নন। যৌক্তিক সময়ে তাঁর বিদায় অবধারিত এবং এ ব্যাপারে দ্বিমতের কোনো সুযোগ নেই; কিন্তু রাজনৈতিক উত্তরণের টেকসই ও কার্যকারিতার বিবেচনায় এ মুহূর্তে পদে আসীন ব্যক্তির যোগ্যতার চেয়ে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বহু গুণ বেশি বিবেচ্য বিষয়। তবে পদে আসীন ব্যক্তির কোনো হঠকারী প্রচেষ্টার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখাও জরুরি। একটি বিষয় এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি একটি লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনায় ক্ষমতার ভারসাম্য। যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি পদটির দায়িত্ব ও ক্ষমতার একটি কার্যকর পর্যালোচনা ও সঠিক করণীয় নির্ধারণ। এটি নিয়ে জনপরিসরে জাতীয় আলোচনা বেগবান করা জরুরি।

**প্রথম আলো :** দেশে নানা ধরনের সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বেশ কিছু কমিশন গঠিত হয়েছে। এসবের মধ্যে সংবিধান সংস্কারের বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ নিয়ে আপনার কোনো ভাবনা আছে কি?

**হোসেন জিল্লুর :** এটি গভীর মনোযোগের দাবি রাখে। সংবিধান সংস্কার নিয়ে একটি কেতাবি আলোচনা বেশ বেগবান হয়েছে। শূন্য থেকে শুরু করা এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়। সাংবিধানিক শূন্যতা রাজনৈতিক উত্তরণের জন্য মারাত্মক হুমকি। আমার দৃষ্টিতে সংবিধান-সংক্রান্ত আলোচনার লক্ষ্যবস্তু হওয়া উচিত তিনটি দিক বা বিষয়ে। প্রথমটি হলো মানুষের মৌলিক অধিকারের নতুন ও সম্প্রসারিত সংজ্ঞা নিশ্চিত করা। এই সম্প্রসারিত সংজ্ঞার অন্যতম বিবেচ্য মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করা। পুলিশের গালিগালাজ ও চড়থাপ্পড় থেকে শুরু করে সর্বস্তরের রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের অসৌজন্যমূলক আচরণ মানুষের মর্যাদাকে বিনষ্ট করে। এসব বন্ধ করতে হলে মানুষের মর্যাদার অধিকারগুলো সংজ্ঞায়িত ও যুক্ত করে সংবিধানের ধারাগুলো সাজাতে হবে। ৫ আগস্টের পর যে শব্দটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তা হচ্ছে ইনসাফ বা জাস্টিস। এটি একটি বহুমাত্রিক শব্দ। এটি নিশ্চিত করতে হবে। ধারাবাহিকতা ও মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে সমন্বয় করে আমাদের এ কাজ করতে হবে। আরেকটি অন্যতম বিবেচনার বিষয় ক্ষমতার ভারসাম্য। এ লক্ষ্যে নানামুখী আলোচনা চলছে। কার্যকরভাবে ক্ষমতার ভারসাম্য কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, জনপরিসর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আনুপাতিক হারে ভোটের কথা আলোচনায় এসেছে। এখানেও চটজলদি কোনো সিদ্ধান্ত সুবিবেচনাপ্রসূত হবে না।

**প্রথম আলো :** ড. ইউনূস সরকারের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে কোনো প্রশ্ন নেই; বরং বিশেষ সমর্থন ও আর্থিক সহায়তার আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে। এই সমর্থন ও সহায়তা বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা ও আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে কতটা সহায়ক হবে বলে মনে করেন?

**হোসেন জিল্লুর :** আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ইত্যাদি থেকে সহায়তা পাওয়া অবশ্যই স্বস্তির জায়গা, বিশেষ করে সামষ্টিক অর্থনীতির প্রকট দুর্বলতাগুলো কাটাতে; কিন্তু সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য ফেরানো একটি জরুরি কাজ হলেও বৃহত্তর কাজ হচ্ছে অর্থনীতির চাকাকে আরও চাঙা অবস্থায় ফেরানো; যাতে কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত হতে পারে, বিনিয়োগ বাড়তে পারে, দ্রব্যমূল্য সহনীয় করার জন্য বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নতি হতে পারে। আইএমএফের কয়েক বিলিয়ন ডলারের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগ শত শত বিলিয়নের সম্ভাবনার দিকেই নজর দিতে হবে এবং তা দিতে হবে কার্যকরভাবে, শুধু ঘোষণা ও আমলাতান্ত্রিক আশ্বাসের মধ্য দিয়ে নয়।

**প্রথম আলো :** বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে ভারত মেনে নেয়নি। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের এই অবস্থানকে কীভাবে দেখছেন?

**হোসেন জিল্লুর :** ভারত যে বাংলাদেশের পরিবর্তন ভালোভাবে নেয়নি, এটা তো পরিষ্কার। তাদের বৈদেশিক নীতি দৃষ্টিকটুভাবে ও অতিমাত্রায় একনেত্রীকেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছিল। তাদেরও এখন বোঝাপড়া করতে হবে। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে কীভাবে সংশোধন করবে, বাংলাদেশকে নিজের জন্য একটি মানসিক রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে তিনটি নীতি দৃষ্টিভঙ্গির ওপর দাঁড়িয়ে। এই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম বার্তা হচ্ছে—বাংলাদেশ যেকোনো ধরনের আধিপত্যবাদী চাপ বরদাশত করবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক আর আধিপত্যবাদী চাপকে রুখে দাঁড়ানো—এ দুটি আলাদা বিষয়। মানে আমরা প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে অবশ্যই সুসম্পর্ক রক্ষা করব এবং একই সঙ্গে কোনো আধিপত্যবাদী মনোভাবকে মেনে নেব না। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশকে বৈশ্বিক পর্যায়ে তুলে ধরা এবং এ ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। আমাদের ঠিক করতে হবে বাংলাদেশকে আমরা কোথায় নিয়ে যেতে চাই। বাংলাদেশের আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রতীকে পরিণত হওয়া কোনো অলীক কল্পনা নয়। তৃতীয়ত, আমরা দক্ষিণ এশিয়ার সংকীর্ণ মাইন্ডসেটআপে আবদ্ধ রয়েছি। এই মানসিক পরিসর বাড়ানো জরুরি। বাংলাদেশের মানসিক শক্তির যে বিকাশ ঘটেছে, এখন থেকে আমাদের বৈশ্বিক দক্ষিণকেও আমাদের অন্যতম বিচরণক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে এবং ধাপে ধাপে বৈশ্বিক দক্ষিণের অন্যতম জাতিরাষ্ট্রে উন্নীত করতে হবে।

**প্রথম আলো :** ড. মুহাম্মদ ইউনূস *প্রথম আলোর* সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, দেশে পরিবর্তনের এটাই শেষ সুযোগ। আপনার মন্তব্য কী?

**হোসেন জিল্লুর :** আসলে শেষ সুযোগ বলে কিছু নেই। সুযোগ সব সময় থেকেই যায়। কোনো কারণে কোনো কিছু বাধাগ্রস্ত হলেও বাংলাদেশের মানুষের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা রয়ে যাবে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জনগণের মনে অনেক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে সুযোগও তৈরি হয়েছে। সরকার যাতে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী ভালোমতো সেই কাজগুলো করতে পারে, সে জন্য আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে। তবে এটাই শেষ সুযোগ—এমন ধারণার সঙ্গে আমি একমত নই। বাংলাদেশের মানুষ সব সময় তার ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে গেছে, ভবিষ্যতেও তারা তা-ই করবে।

**প্রথম আলো :** আপনাকে ধন্যবাদ।

**হোসেন জিল্লুর রহমান :** আপনাদেরও ধন্যবাদ।

**(শেষ)**

## মৃত্যুবার্ষিকী

### মো. নজরুল ইসলাম

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সাবেক ডিন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক মো. নজরুল ইসলামের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী আজ ২৯ অক্টোবর। এ উপলক্ষে পরিবারের পক্ষ থেকে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনায় আত্মীয়স্বজন, ছাত্রছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে দোয়া প্রার্থনা করা হয়েছে। **বিজ্ঞপ্তি**

দুর্নীতির কারণ | গত দেড় দশকে বাংলাদেশে দুর্নীতির অবিশ্বাস্য উল্লম্ফনের মূল কারণটি ছিল অভিজাত বেনিয়ানির্ভর স্বৈরতন্ত্রের (অলিগার্কি) প্রকোপ।



# আনুপাতিক সংসদীয় আসনব্যবস্থার কিছু গলদ

নির্বাচনব্যবস্থার সংস্কার

‘পিআর’ (আনুপাতিক সংসদীয় আসনব্যবস্থা) একটি জটিল পদ্ধতি। নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও ভোট গণনা সময়সাপেক্ষ। শুধু তা-ই নয়, এটি যথেষ্ট ব্যয়বহুলও। রাষ্ট্রকেও বছরের পর বছর ভুলত্রুটি সংশোধনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আনুপাতিক সংসদীয় আসনব্যবস্থা নিয়ে দুই পর্বের লেখার আজ শেষ পর্ব প্রকাশিত হলো। লিখেছেন **হেলাল মহিউদ্দীন**

অভিবাসীদের দেশ কানাডা। পৃথিবীর নানা মতের, ধর্মের ও বর্ণের মানুষ জড়ো হওয়ায় কানাডার জনমিতি ইউরোপের দেশগুলোর চেয়ে ভিন্ন। ফলে গত তিন দশকে কানাডায়ও ‘ফেয়ার ভোট’ আন্দোলন খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছে। একদল নাগরিক চান, ভোটানুপাতিক আসন (প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন বা পিআর) বণ্টনের নির্বাচনী ব্যবস্থা। কেন পদ্ধতিটি ভালো, তা নিয়ে তাঁরা অসংখ্য যুক্তি হাজির করছেন। ভোটানুপাতিক নির্বাচন হলে সরকারে বিভিন্ন ধর্মের (মুসলিম, শিখ) প্রতিনিধিত্ব বাড়বে; অভিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব জোরদার হবে ইত্যাদি।

কানাডায় নতুন ধারণাকে উড়িয়ে দেওয়া হয় না; বরং সাদরে গ্রহণ করে বিশেষজ্ঞ-গবেষকদের দায়িত্ব দেওয়া হয় নির্মোহভাবে গবেষণা করার জন্য; নতুন পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য। তাই কানাডায় ভোটানুপাতিক সম্ভাব্যতা যাচাই করা অনেকগুলো গবেষণা হয়েছে।

বিশ্বমানের ডাকসাইটে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফ্রেজার ইনস্টিটিউটের মতো বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রতিবারই সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে বিষয়টিকে যতটা ন্যায্য ও সাম্যতাবাদী মনে হয়, ততটা মোটেই নয়; বরং পৃথিবীর যে দেশেই পদ্ধতিটির প্রয়োগ রয়েছে, সে দেশেই শাসনতান্ত্রিক জটিলতা না কমে বরং বেড়েছে। হানাহানি, বিভাজন, সংকীর্ণতা, অনৈক্য ও ক্ষুদ্র স্বার্থের লড়াই বেড়েছে।

বছর পাঁচেক আগে পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি ও অটোয়া ইউনিভার্সিটির যৌথ সহায়তায় পোস্টডক্টরাল গবেষক বেঞ্জামিন ফারল্যান্ড ‘স্পেশাল কমিটি অন ইলেকটোরাল রিফর্ম’-এর জন্য একটি গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করেন। এর শিরোনাম করেন ‘ইস্যুজ অব রিপ্রেজেন্টেশন ইন কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট’(জোট সরকারের প্রতিনিধিত্বের সমস্যা)।

ফারল্যান্ড দেখিয়েছেন বহু সংস্কৃতিবিন্যস্ত সমাজে (মাল্টিকালচারাল সোসাইটি) পিআর পদ্ধতি মানেই কোয়ালিশন সরকার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। সরকার টিকিয়ে রাখার জন্য জোটবদ্ধ থাকতে পারার দায় ও দয়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেশে দেশে অনেক সরকারই জনকল্যাণের মূল দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে বা পিছিয়ে পড়েছে। ফারল্যান্ড উপসংহার টানেন, পিআরকে কাম্য নির্বাচন সংস্কার মনে না করার পক্ষে।

কানাডার নির্বাচন আইনের মূলনীতিটিই বৈষম্যবিরোধী। তাতেই সব পথ-মত ও ধর্মের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়েই আছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অসংখ্য সংসদ সদস্য অভিবাসী। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই সব নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত। যে কেউই ন্যূনতম যোগ্যতার মাপকাঠিতে জনপ্রতিনিধি হওয়ার জন্য লড়তে পারেন। তাই নাগরিকদের একাংশের গত দুই দশকের আন্দোলনের পরও পিআর পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়নি। কারণ, দরকারই-বা কি একটি অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার?

কানাডার মতো দেশে সংবিধান সব নাগরিককে সমান অধিকার দিয়েই রেখেছে। তাই সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা ধর্ম বা অন্য কোনো বিশেষায়িত পরিচয়ে আলাদা প্রতিনিধিত্ব দরকার বলাই বরং বিভেদ-বিভাজনমুখী। ‘আমরা ভিন্ন’—এ ধরনের আলাদাকরণ বরং বিপজ্জনক। ভাবনাটি অন্তর্ভুক্তিকরণ (ইনক্লুশন) ধারণাকে অস্বীকারের নামান্তর।

বাংলাদেশের সংবিধানও নাগরিকের মধ্যে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র বা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়ভেদে কোনো বৈষম্য বা পার্থক্য রাখেনি। বাংলাদেশে কৃষিজীবী-শ্রমজীবী-ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা বঞ্চিত বা পদানত সরকারে প্রতিনিধিত্বহীনতার সমস্যার কারণে মোটেই নন; বরং রাষ্ট্রীয় নীতিমালার দুর্বলতা এবং প্রয়োগের সমস্যার কারণে। এসব প্রতিনিধি প্রতিনিধি না থেকে ক্ষমতাবান দানবে পরিণত হবেন না, এ রকম নিশ্চয়তা কম।

পিআর বিষয়ে একটি বহুল প্রচারিত মত—এটি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সরকারে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু সিংহভাগ গবেষণাই দেখিয়েছে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর প্রতিনিধিরা খুব সামান্যই নিজ নিজ গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষায় নিবেদিত হন। তাঁরা মূলত হয়ে ওঠেন ক্ষমতার অংশীজন; ক্ষেত্রবিশেষে ‘ফ্রাংকেনস্টাইন’। এ রকম দৃষ্টান্ত দেখা গেছে, আদিবাসীদের প্রতিনিধি নিজেই আদিবাসীদের জমি-জিরেত বাস্তুবসতি থেকে উচ্ছেদ করে, দখল করে নিজস্ব অর্থকরী প্রকল্প গড়ে তুলেছেন। বাংলাদেশের গত কয়েক দশকের সংখ্যালঘু-বঞ্চনার দিকে গভীরভাবে নজর দিলে এ রকম প্রমাণ মিলবে।

- বাংলাদেশের সংবিধান নাগরিকের মধ্যে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র বা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়ভেদে কোনো বৈষম্য বা পার্থক্য রাখেনি।
- ‘পিআর’ বিষয়ে একটি বহুল প্রচারিত মত, এটি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সরকারে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু সিংহভাগ গবেষণাই দেখিয়েছে, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর প্রতিনিধিরা খুব সামান্যই নিজ নিজ গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষায় নিবেদিত হন।
- নির্বাচনপদ্ধতির বেলায় হুট করেই যেকোনো একটি সংস্কারে যাওয়ার উপায় নেই। নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের আগে-পরে অনেক পর্যালোচনা ও সুবিধা-অসুবিধার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দরকার।

দক্ষিণ আফ্রিকায়ও পিআর বিভাজন-বিশৃংখলা সৃষ্টি করায় দেশটি আবারও নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারের কথা ভাবছে। দক্ষিণ আফ্রিকা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ রজার সাউথহল প্রশ্ন তুলেছেন, এটি ‘গণতান্ত্রিক অভিনিবেশ নাকি গণতান্ত্রিক ক্ষয়’(ডেমোক্রেটিক ডিপেনিং অর ডেমোক্রেটিক ডিকেই) ?

ড্যানিয়েল সাইল্যান্ডেরসহ চারজন দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষজ্ঞ ২০২২ সালে *সাউথ আফ্রিকা’স ডেমোক্রেসি অ্যাট দ্য ক্রসরোডস* শিরোনামে একটি গবেষণাগ্রন্থ সম্পাদনা করেন। গ্রন্থটির অধ্যায়ে অধ্যায়ে আলোকপাত করেছেন, কীভাবে একটি মানবিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন ধূলিৎসাৎ হতে চলেছে রক্ষণশীল, মানববিদ্বেষী, অভিবাসীবিদ্বেষী ও বর্ণবাদী গোষ্ঠীগুলোর বিপজ্জনক রকমের শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠার মাধ্যমে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কোনো একটি এলাকার একটি অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দলের একজন অত্যন্ত জনসম্পৃক্ত ও গ্রহণযোগ্য নেতা আছেন। তিনি ভালো মানুষ। সৎ ও সজ্জন। স্বাভাবিকভাবেই সহায়-সম্পদ ও বিত্তহীন।

তাঁর মূল প্রতিপক্ষ অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দলটির নীতিনির্ধারকেরা জানেন, নির্বাচনে তিনি জিতবেন। তাই দলটি নিজেদের এমন একজন প্রার্থিকে মনোনয়ন দেয়, যিনি হয়তো জিতবেন না। অনেকটা খেলায় ‘ওয়াকওভার’ দেওয়ার মতো। তারাও মনে মনে চায়, প্রতিপক্ষের সুযোগ্য নেতাই বরং জিতে আসুন। তাঁকে সরকারে দরকার।

নরওয়ে বা সুইডেনে এ রকমই হয়। এটিই পলিটিক্যাল লিটারেসি। এটিই ভোটিং লিটারেসি। বাংলাদেশে এমন উদাহরণ আগেও ছিল।

বাস্তবতার নিরিখে এবার উদাহরণচিত্রটি খানিকটা পাল্টাই। হঠাৎ সেই জনপ্রিয় নেতার আসনে প্রতিপক্ষ দলটি নিয়োগ দিয়ে বসল এক ডাকসাইটে ব্যবসায়ী ও কালোটাকার মালিককে। উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষের সৎ ও যোগ্য নেতাটিকে যেভাবেই হোক পরাজিত করতেই হবে। এদিকে সৎ নেতাটির টাকাপয়সা বিত্তবৈভবও নেই। হাজারটি মোটরসাইকেল দাবড়ানো পকেট উপচানো টাকায় কিনে ফেলা কর্মী বাহিনীও নেই।

ফলাফল একজন অশিক্ষিত, অরাজনৈতিক, ভুঁইফোড় কালোটাকার মালিক সংসদ সদস্য বনে গেলেন। চলতি বছরের প্রথম দিকেই *প্রথম আলোয়* সংবাদ হয়েছিল, চলতি সংসদের ৬৭ শতাংশ সংসদ সদস্যই ব্যবসায়ী, ৯০ ভাগই কোটিপতি। ফলাফলও আমাদের জানা।

ব্যবসায়ী সংসদ সদস্যরা দেশকে ও সংসদকে ব্যবহার করেছেন ব্যবসার পুঁজি হিসেবে। কারও ব্যবসা ফুলেফেঁপে বড় হয়েছে হাজার গুণ। গত দেড় দশকে বাংলাদেশে দুর্নীতির অবিশ্বাস্য উল্লম্ফনের পেছনে মূল কারণটি ছিল অভিজাত বেনিয়ানির্ভর স্বৈরতন্ত্রের (অলিগার্কি) প্রকোপ।

উদাহরণটি টানার উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের নির্বাচন সংস্কারের প্রধানতম লক্ষ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা। প্রধানতম লক্ষ্য হওয়া উচিত নির্বাচনকে মাফিয়া ও ব্যবসায়ীমুক্ত রাখা, টাকার প্রভাবমুক্ত করে তোলা। নির্বাচনে মাঠের প্রকৃত রাজনীতিক, যাঁরা আসলেই যুগের পর যুগ গণমানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নিয়েছেন, মানবিক রাষ্ট্র নির্মাণে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

তাঁদের দ্বারা আইন সংস্কার হোক সমতা, সাম্য, ন্যায্য, ন্যায়বিচার ও মানবিক ঐক্যের পক্ষে; অধিকারগুলো আগে প্রতিষ্ঠিত হোক। তারপর নাহয় ভাবা যাবে ভোটানুপাতিক আসনবিন্যাসের নির্বাচনব্যবস্থা নিয়ে। এখনই ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে ফেলা কতটা যৌক্তিক, সেই পর্যালোচনা আরও হোক।

দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের পিআর নির্বাচন পদ্ধতির গবেষণাগুলোকে আমলে নিলে দেখা মেলে অনেকগুলো সমস্যার।

এক. দুর্বল জবাবদিহি। দলীয় সরকার নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পালন না করলে তাকে জবাবদিহির জন্য জনগণের মুখোমুখি করা সহজ। জোট সরকারে জোটভুক্তদের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শিক অবস্থানের ওপর দায় চাপিয়ে বড় দলগুলো জবাবদিহি এড়িয়ে যেতে পারে।

দুই. বিবিধ মত-পথ ও দলের পার্থক্য এবং স্বার্থের ভিন্নতাকে এক ঘাটে বসানো কঠিন হওয়ার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা গৃহিত নীতিমালা বাস্তবায়ন দুঃসাধ্য ও দীর্ঘসূত্র হয়ে ওঠে।

তিন. ভোটদাতাদের বড় অংশই ভোটের পদ্ধতি বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়, প্রতারিত ও প্রভাবিত হয় এবং চাতুর্যপূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা পেয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। ডোনাল্ড হরোভিচ ‘বিভাজিত সমাজের গণতন্ত্র’(ডেমোক্রেসি ইন আ ডিভাইডেড সোস্যাইট) এবং ‘নির্বাচনিক কারসাজি’ (ইলেকটোরাল ইঞ্জিনিয়ারিং) আলোচনায় শ্রীলঙ্কার ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তির উদাহরণ টেনেছেন বারবার।

চার. পিআর দুর্নীতির রাশ টেনে ধরাকে আরও দুঃসাধ্য করে দেয়। যেসব দেশ দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, সেসব দেশে দুর্নীতির মাধ্যমেই ভোটের অনুপাত বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। এর উদাহরণ হলো কেনিয়া।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ *ডেমক্রেসি ইন আফ্রিকা : সাক্সেস, ফেইলরস অ্যান্ড দ্য স্ট্রাগল ফর পলিটিক্যাল রিফর্ম* বইয়ের রচয়িতা নিক চিজম্যান কেনিয়া প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন, টাকার জোরে ভোটের ব্যবস্থাপনাই পাল্টে ফেলা সম্ভব। বাংলাদেশের ও কেনিয়ার রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনেক মিল আছে।

ভোটের সংখ্যানুপাতিকতাই যখন মূল বিবেচ্য, কেনিয়ার বড় বড় ধনকুবের দল ভোটসংখ্যা বাড়াতে যত লগ্নি করা দরকার, করেছে। এই ব্যবস্থায় তৃণমূলের প্রকৃত জনসম্পৃক্ত রাজনৈতিক দলগুলো জনপ্রিয় হলেও অসচ্ছলতার কারণে ক্ষমতার পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে আসতে পারে না।

পাঁচ. ‘পিআর’ ব্যবস্থা জটিল। নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও ভোট গণনা সময়সাপেক্ষ। শুধু তা-ই নয়, এটি যথেষ্ট ব্যয়বহুলও। রাষ্ট্রকেও বছরের পর বছর ভুলত্রুটি সংশোধনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ব্যবস্থাটি রাখা সব দেশকেই নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিত ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবস্থাটিকে ভেঙেচুরে নিজেদের মতো করে নিতে হয়েছে। ফলে বিশ্বময় নির্বাচনব্যবস্থা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জটিল পাঠে রূপ নিচ্ছে।

শেষ কথা, নির্বাচন পদ্ধতির বেলায় হুট করেই যেকোনো একটি সংস্কারে যাওয়ার উপায় নেই। নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের আগে-পরে অনেক পর্যালোচনা ও সুবিধা-অসুবিধার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দরকার। বর্তমান বিশ্লেষণটিতে সমস্যার দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। অন্য বিভিন্ন দেশের সাফল্য ও প্রায়োগিক সুবিধার দিকগুলো নিয়ে আলাপ তুলতে হবে। বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতার নিরিখে ‘পিআর’ কীভাবে ফলদায়ক হবে, কীভাবে চলতি নির্বাচনব্যবস্থাটির দুর্বলতাগুলো উতরে সবল গণতন্ত্রের দিশা হতে পারে, রূপরেখা হাজির করতে হবে।

চমকজাগানিয়া ভাবনার পিচ্ছিল পথে গণতন্ত্র ও মানবিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন যেন নতুন দুঃস্বপ্নযাত্রা না হয়ে ওঠে, সেদিকে নজর রাখাও রাজনীতিসচেতন নাগরিকদের লক্ষ্য হয়ে ওঠা দরকার। আমাদের রাষ্ট্রীয় আর্থিক সক্ষমতার দিকেও নজর দেওয়া দরকার। একটি খরচবহুল ও মাথাভারী ব্যবস্থার পেছনে অর্থপাতের ফল কি আসলেই নাগরিকবান্ধব হবে? লাভ-ক্ষতি নিরূপণ ছাড়া ‘পিআর’ পদ্ধতির পথে এগোনো বিপজ্জনক হয়ে ওঠতে পারে।

● **হেলাল মহিউদ্দীন** লেখক ও শিক্ষক

# ‘লঘু স্ট্রোক’ কীভাবে বুঝবেন

ভালো থাকুন

**অধ্যাপক ডা. এম এস জহিরুল হক চৌধুরী,**
*ক্লিনিক্যাল নিউরোলজি বিভাগ, ন্যাশনাল, ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল, ঢাকা।*

মিনি (লঘু) স্ট্রোক বা ট্রান্সিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক (টিআইএ) হলো স্ট্রোকের পূর্বসংকেত। বেশির ভাগ মানুষই স্ট্রোকের প্রাথমিক উপসর্গগুলো সম্পর্কে জানেন না। যদি এই টিআইএ বা মাইনর স্ট্রোককে প্রথম থেকে চিহ্নিত করা যায় এবং সচেতন হওয়া যায়, তবে পরবর্তী সময়ে স্ট্রোক হওয়ার দুর্ঘটনা আটকানো যায়। তার আগে আসুন জেনে নিই স্ট্রোক কী?

মস্তিষ্কের কোনো রক্তনালিতে রক্তজমাট বাঁধলে সেই অংশে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মস্তিষ্কের সেই নির্দিষ্ট অংশে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত পৌঁছায় না। এতে সেখানকার কোষগুলো মরতে থাকে। সেই অংশ আর কাজ করে না। এটি হলো স্ট্রোকের কারণ। স্ট্রোক করলে হঠাৎ অচেতন হওয়া, কাউকে চিনতে না পারা, মাথা ঘোরানো, কোনো একদিকের হাত-পা নাড়াতে না পারা, শরীরের ভারসাম্য হারানো, কথা বলতে না পারা বা কথা জড়িয়ে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা যায়।

স্ট্রোক একজন সুস্থ মানুষকে আকস্মিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও পরনির্ভর ব্যক্তি বানিয়ে দিতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে এই রোগ আগাম পূর্বাভাস দেয় এবং সচেতন হলে রোগটি প্রতিরোধ করা যায়। সে জন্যই মিনি স্ট্রোক বা টিআইএ শনাক্ত করা জরুরি।

গবেষণার তথ্য বলছে, টিআইএ হওয়ার পরের তিন মাসের মধ্যে স্ট্রোকের ঝুঁকি ২ থেকে ১৭ শতাংশ। আর টিআইএ আক্রান্ত প্রায় ৩৩ শতাংশ মানুষ ১ বছরের মধ্যেই স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

টিআইএর ক্ষেত্রেও মস্তিষ্কের কোনো রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধে, কিন্তু তা সাময়িক। তাই কিছুক্ষণের জন্য রোগীর শরীরে স্ট্রোকের উপসর্গ দেখা দেয়। এরপর নিজ থেকে জমাট বাঁধা রক্ত তরল বা বিলীন হয়ে যায়। ফলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কমে আসে উপসর্গ। উপসর্গগুলো কিন্তু স্ট্রোকের মতোই। হঠাৎ অসংলগ্ন আচরণ, চোখে ঝাপসা দেখা, কোনো দিক অবশ হয়ে যাওয়া, হাত-পা নাড়াতে না পারা, মাথা ঘোরা ইত্যাদি।

টিআইএর লক্ষণ ১ ঘণ্টার মধ্যেই চলে যেতে পারে, আবার কখনো ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকতে পারে।

স্ট্রোক ও টিআইএ—দুই ক্ষেত্রেই কিছু অসুখ দায়ী। এগুলো হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, রক্তে ক্ষতিকর চর্বির আধিক্য ইত্যাদি। এ ছাড়া পরিবারের কারও স্ট্রোকের ইতিহাস, ধূমপান, মদ্যপান, অতিরিক্ত ওজন ইত্যাদি বিষয়ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। অনেক সময় মাত্র কয়েক ঘণ্টা উপসর্গ থাকে বলে টিআইএ ধরা পড়ে না। এমনকি সিটি স্ক্যান বা অন্য কোনো পরীক্ষায়ও বোঝা যায় না। এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকেরা ইতিহাস নিয়ে ও শারীরিক পরীক্ষা করে বিষয়টা বুঝতে পারেন।

টিআইএ মনে হলে ঝুঁকিগুলো শনাক্ত করতে রোগীর সুগার, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল পরীক্ষা করে দেখা উচিত। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে ভবিষ্যৎ স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। রক্ত তরলীকরণ ওষুধ ও অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে। একটু সচেতন হলেই স্ট্রোকের ঝুঁকি কমানো সম্ভব।

» আগামীকাল পড়ুন : গর্ভাবস্থায় ছত্রাক সংক্রমণ

# রোনালদোকে দেখতে ভক্তের ১৩ হাজার কিলোমিটার পাড়ি

বিচিত্র

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট

স্বপ্নের নায়কের দেখা পেতে ভক্তরা কত কাণ্ডকীর্তিই না করেন। এই যেমন চীনের এক তরুণ নিজের প্রিয় ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সঙ্গে দেখা করতে ৭ মাস ধরে সাইকেল চালিয়ে ১৩ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেছেন সৌদি আরবে। ২৪ বছর বয়সী ওই তরুণের নাম গং। থাকেন চীনের পূর্বাঞ্চলের আনহুই প্রদেশে।

প্রিয় খেলোয়াড়ের দেখা পেতে চলতি বছরের মার্চের ১৮ তারিখে বাড়ি থেকে সাইকেলে চড়ে রওনা দেন গং। প্রথমে তিনি উত্তর থেকে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে আসেন। এরপর পশ্চিমমুখো হয়ে চলতে শুরু করেন। জিনজিয়াং থেকে তিনি প্রথমে যান কাজাখস্তানে। জর্জিয়া, ইরান, কাতারসহ একে একে পেরিয়ে যান আরও ছয়টি দেশ, পৌঁছে যান সৌদি আরবে।

রোনালদোর বর্তমান আবাস সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে। তিনি সেখানে আল নাসর ফুটবল ক্লাবের হয়ে খেলেন। ২০ অক্টোবর ক্লাবের সামনে রোনালদোর দেখা পান গং। শৈশব থেকে এ স্বপ্ন দেখে আসছিলেন এই তরুণ।

ফেব্রুয়ারিতে রোনালদোর চীন সফরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইনজুরির কারণে তা বাতিল হয়। তখনই স্বপ্নের নায়কের সঙ্গে দেখা করতে সৌদি আরবে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন গং।

গং সঙ্গে নেন দুটি পাওয়ার ব্যাংক, একটি তাঁবু, রান্নার পাত্র, কাপড় এবং প্রাণরক্ষাকারী আরও কিছু জিনিস। যাত্রাপথে যে দেশে খাবারের দাম খুব বেশি, সেখানে রুটি খেতেন এই তরুণ। ভাষান্তরের একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন তিনি। আগস্টে আর্মেনিয়ায় গিয়ে তীব্র জ্বরে পড়েন গং। অসুস্থ হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যান। তাঁকে পাঠানো হয় বিনা মূল্যের হাসপাতালে।

রোনালদোর সঙ্গে গং। ছবি : ইনস্টাগ্রাম থেকে

১০ অক্টোবর গং যখন সৌদি আরবে পৌঁছান, তখন একটি ম্যাচ খেলতে ইউরোপে রোনালদো। তবে কি সত্যি হতে হতেও অধরা থেকে যাবে স্বপ্ন? গংয়ের স্বপ্নপূরণে এগিয়ে আসেন আল নাসর ফুটবল ক্লাবের কর্মীরা। প্রতিশ্রুতি দেন রোনালদোর সঙ্গে তাঁর এক মিনিটের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার।

গং বলেন, রোনালদোকে চোখের সামনে দেখে তাঁর মাথা পুরো খালি হয়ে গিয়েছিল। এই সফর তাঁকে আরও ধৈর্যশীল ও পরিণত করেছে বলে জানান এই তরুণ। পথে পথে পেয়েছেন নতুন অনেক বন্ধু।

## একটু থামুন

### বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৫০৮

### স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

চিনির কারণে কি মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে?

চিনি তাহলে বাদ দিতে হবে!

রক্তে অতিমাত্রায় চিনি থাকলে মস্তিষ্কসহ পুরো শরীরেরই ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এমনকি রক্তে চিনির মাত্রা সামান্যতম বেড়ে গেলেই মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ডে প্রভাব পড়ে। জ্ঞানভিত্তিক কর্মকাণ্ড এবং মনোযোগে পড়ে নেতিবাচক প্রভাব। চিনি মেজাজের ওপরও প্রভাব ফেলে। দীর্ঘদিনের গবেষণায় দেখা গেছে, বিষণ্নতার সঙ্গে চিনির সম্পর্ক আছে।

‘স্বাস্থ্যবটিকা’র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

### শব্দভেদ

| ১ | | ২ | | ৩ | | ৪ | ৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ৬ | ৭ | | ৮ | | |
| ৯ | ১০ | | | | ১১ | ১২ | |
| | | | ১৩ | ১৪ | | | |
| ১৫ | | ১৬ | | | | | |
| ১৭ | ১৮ | | | ১৯ | ২০ | | ২১ |
| ২২ | | | ২৩ | | | | |
| | ২৪ | | | | | | |

**বাঁ থেকে ডানে :** ১. শীতনিবারক মোটা পশমি বস্ত্রবিশেষ। ৪. শান্ত। ৬. কৃশতার ভাবসূচক। ৯. তাসের একটি চিহ্ন বা রং। ১১. থমকে যাওয়া। ১৩. স্বর্ণলতা। ১৬. নিশ্চল। ১৭. অল্প, তুচ্ছ। ১৯. পত্নী। ২২. সমারোহ, আড়ম্বর। ২৩. গড়ে, মোটামুটিভাবে। ২৪. লাট্টু।

**ওপর থেকে নিচে :** ১. ঝগড়া, বিবাদ। ২. সুন্দর, চারু। ৩. সংকীর্ণ চলাচলের পথ। ৫. হাস্যপরিহাস, রঙ্গরসের কথা। ৭. অত্যন্ত শীতলতা। ৮. বক্তা, পুরাণ ব্যাখ্যাকারী। ১০. আরব্ধ, আরম্ভ করা হয়েছে এমন। ১২. সোনার পাত দিয়ে মোড়া গিলটি। ১৪. শিথিলতাজ্ঞাপক, সংলগ্ন থেকে ঝুলন। ১৫. অসৎ, মন্দ। ১৬. অপর, ভিন্ন। ১৮. মোকদ্দমা। ২০. সাদৃশ্য, অর্থালংকারবিশেষ। ২১. চত্বর, উঠান বা রোয়াক। ২৩. ময়দার উৎস, গোধূম।

গত সমস্যার সমাধান

| কা | ছা | রি | | কো | লা | কু | লি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ছি | | ফু | ল | কি | | শ | লি |
| ম | জা | | কু | ল | কু | ল | |
| | ম | রি | চ | | টু | | ম |
| তা | | পু | | চ | ম | চ | ম |
| মা | স | | মো | র্চা | | খা | তা |
| ক | ড় | ক | ড় | | কা | চ | |
| | ক | | ল | স্বা | | খি | ল |

### রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

গ্রিসের শিশুরা পড়ে যাওয়া দুধদাঁত ছাদের ওপর ছুড়ে মারে সৌভাগ্যের আশায়।

জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও উদ্ভাবক লেওনার্দো দা ভিঞ্চি ওয়েডিং প্ল্যানারও ছিলেন!

যুক্তরাষ্ট্রের চিড়িয়াখানার কর্মীরা অন্য যেকোনো পশুর তুলনায় জেব্রার আঘাতে বেশি নাকাল হন।

### কথা অমৃত

ব্যর্থতা হলো আরও বুদ্ধি নিয়ে কিছু শুরু করার নতুন সুযোগ।

**হেনরি ফোর্ড**
মার্কিন শিল্পপতি (১৮৬৩-১৯৪৭)

### সুডোকু

| | 6 | | | 8 | 3 | 7 | | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8 |
| 1 | 5 | 8 | | | | 6 | | |
| 7 | | | | 1 | | | 8 | |
| 8 | | | 6 | 2 | 7 | | | 3 |
| | 9 | | | 4 | | | | 2 |
| | | 2 | | | | 8 | 6 | 5 |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | 7 | 9 | 6 | | | 4 | |

**সমাধানের নিয়ম :** এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

| 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 6 |
| 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 8 | 1 |
| 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 |
| 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |

### কৌতুক

রেস্তোরাঁয় খাবারের অর্ডার দিয়ে অনেকক্ষণ বসে আছেন ফজলু সাহেব। শেষমেশ বিরক্তি হয়ে হাঁক দিলেন, ‘ওয়েটার!’
ওয়েটার এসে বলল, ‘বলুন, স্যার।’
‘কখনো চিড়িয়াখানায় গেছ?’
‘ছোটবেলায় গিয়েছিলাম, স্যার।’
‘আমি টাকা দিচ্ছি, আজ আবার যাও। কচ্ছপগুলোকে একবার লজ্জা দিয়ে এসো।’

### পিনাটস • চার্লস শুলজ

**নতুন কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ** | গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন মো. সফিউল ইসলাম। সংবাদদাতা, গাজীপুর

## সংক্ষেপে

ঢাকা

### দক্ষিণখানে যুবদল কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা

রাজধানীর দক্ষিণখানে যুবদল কর্মী ও কেব্‌ল (টিভি) ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিহত শারফিন ইসলাম সোহেল (৩৮) ঝুট ব্যবসাও করতেন। গত রোববার রাতে দক্ষিণখানের মোশাইরে মাল্টি গার্মেন্টসের সামনে তাঁকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন। পুলিশ জানায়, সোহেল যুবদলের কর্মী। স্থানীয় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে তিনি খুন হতে পারেন। তাঁর শরীরে একাধিক ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। রাত আটটার দিকে মাল্টি গার্মেন্টসের সামনে কয়েকজন সোহেলকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায়। পরে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। দক্ষিণখান থানার উপপরিদর্শক আবদুল আউয়াল সর্দার প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে আটক করা হয়েছে।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

যুব সমাবেশে গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

## চার মাস আর ছয় মাস বুঝি না, নির্বাচনের নির্দিষ্ট সময় জানাতে হবে

**প্রতিনিধি**, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

‘আপনি বলেছেন, ১৬ বছর অপেক্ষা করতে পেরেছেন, আর চার মাস অপেক্ষা করতে পারবেন না। আমরা বলতে চাই, চার মাস আর ছয় মাস বুঝি না। অপেক্ষা করব। তবে নির্বাচনের নির্দিষ্ট সময় জানাতে হবে।’

গতকাল সোমবার ঢাকার কেরানীগঞ্জের জিনজিরা ঈদগাহ মাঠে যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত যুব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নির্বাচন প্রসঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে উদ্দেশ্য করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় এ কথা বলেন। দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা যুবদল ওই সমাবেশের আয়োজন করে।

গয়েশ্বর রায় বলেন, ‘আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর সৎ সাহস শেখ হাসিনার নেই। ক্ষমতায় থাকতে তিনি আইনকে ভয় পেতেন না। পালানোর পর এখন আইনের ভয় তাঁর ভেতরে ঢুকে গেছে। শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছেন, এটা কোনো নতুন কথা নয়, তাঁর বাবাও আগে পালিয়ে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতার যুদ্ধ করে তাঁর বাবাকে আমরা আবার ফেরত এনেছিলাম।’

উপস্থিত ছিলেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নিপুন রায়, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য নাজিমউদ্দিন মাস্টার, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোজাদ্দেদ আলী, ঢাকা জেলা যুবদলের সভাপতি ইয়াসিন ফেরদৌস, সম্পাদক আইয়ুব খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোকাররম হোসেন, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু জাহিদ প্রমুখ।

**বিশৃঙ্খলা** ট্রাফিক নির্দেশনা মানছেন না যানবাহনের চালকেরা। এতে সড়কে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। যানজটে ভোগান্তি বাড়ছে চলাচলকারীদের। গতকাল বিকেলে রাজধানীর বাংলামোটর এলাকায়। ছবি : দীপু মালাকার

## ছাত্রদের দাবিতে সরকারের সমর্থন আছে কি না প্রশ্ন

আলোচনা সভা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নতুন নতুন দাবির বিষয়ে এই প্রশ্ন তুলেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নতুন নতুন দাবি হাজির করছে। তাদের প্রতিনিধিরা সরকারেও আছেন। তাই তাদের এসব দাবির প্রতি সরকারেরও সমর্থন আছে কি না, এই প্রশ্ন তুলেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। তাঁরা সতর্ক করে বলেছেন, কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে অর্জন বিসর্জনে পরিণত হতে পারে।

গতকাল সোমবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির মিলনায়তনে ‘অন্তর্বর্তী সরকারের ৮০ দিন : গতিমুখ ও চ্যালেঞ্জসমূহ’ শীর্ষক এই আলোচনা সভার আয়োজন করে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি। বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের নেতারা এই আলোচনায় অংশ নেন।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবির প্রতি ইঙ্গিত করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, এ দাবির সঙ্গে সংস্কার কমিশন, অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো সমর্থন বা সংশ্লিষ্টতা আছে কি না, তা জানা নেই। এ জিনিসগুলো পরিষ্কার করতে হবে।

আলোচনার শুরুতে সূচনা বক্তব্যে সরকারের ৮০ দিন নিয়ে ১০টি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক। সেখানে বলা হয়, অন্তর্বর্তী সরকারের সদিচ্ছার ঘাটতি না থাকলেও তাদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, শ্লথগতি, সরকার পরিচালনায় অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে।

৮০ দিনে সরকারের তিনটি অর্জন দেখতে পাচ্ছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। সেগুলো হলো উন্নয়ন সহযোগীরা বড় অর্থসহায়তা দেবেন বলেছেন, দুই মাসে রিজার্ভে হাত না দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ঋণ শোধ করেছেন এবং আরব আমিরাতে বন্দী ৫৭ জনকে মুক্ত করা।

একটি জাতীয় রাজনৈতিক কাউন্সিল গঠন করা প্রয়োজন উল্লেখ করে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, ঐক্যের প্রক্রিয়ায় সব সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।

আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, এবি পার্টির সদস্যসচিব মজিবুর রহমান, এলডিপির সভাপতি শাহাদাৎ হোসেন প্রমুখ বক্তব্য দেন।

সভায় জামায়াতের আমির

## ভোটে ফেরার কোনো নৈতিক অধিকার নেই আওয়ামী লীগের

**বিশেষ প্রতিনিধি**, *ঢাকা*

ভোটের ময়দানে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের ফিরে আসার কোনো নৈতিক অধিকার নেই বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতের ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। গত জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শত শত মানুষ খুন এবং আশুলিয়ায় লাশ ট্রাকে তুলে নিয়ে গিয়ে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে তিনি এ মন্তব্য করেন।

গতকাল সোমবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে দলের এক আলোচনা সভায় জামায়াতের আমির এসব কথা বলেন। ২০০৬ সালে ২৮ অক্টোবর ‘আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের লগি-বইঠার তাণ্ডবের প্রতিবাদে’ জামায়াতের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখা এই আলোচনা সভার আয়োজন করে।

**আইআরআই প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ**

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) একটি প্রতিনিধিদল গতকাল জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেছেন। রাজধানীর বড় মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ হয়।

## ‘আমার যদি কিছু হয়, মাইয়াডারে দেখিস’

আশুলিয়ায় পোশাকশ্রমিক নিহত

আশুলিয়ার জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিমিটেড নামের তৈরি পোশাক কারখানার নিহত শ্রমিক চম্পা খাতুন সব সময় হাসিখুশি থাকতেন।

**শামসুজ্জামান**, *সাভার*

চম্পা খাতুন

‘চম্পা আপা সব সময় হাসিখুশি থাকতেন। কখনো কারও সঙ্গে ঝামেলা করেননি। আন্দোলনের দিন আমাদের বলছিলেন, “আমার যদি কিছু হয়, মাইয়াডারে একটু দেখিস।” আমরা আপারে বলছিলাম, কিছু হবে না, চলেন। আমরা যদি ফিরা আসি, তাইলে আপনেও ফিরা আসবেন। কিন্তু আপায় তো মইরা গেল।’

গতকাল সোমবার ঢাকার সাভারের আশুলিয়ার ইয়ারপুর ইউনিয়নের ধনাইদ এলাকার জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিমিটেড নামের তৈরি পোশাক কারখানার নিহত শ্রমিক চম্পা খাতুন সম্পর্কে এভাবে কথাগুলো বলেন তাঁর এক নারী সহকর্মী। তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভের সময় গত বুধবার পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় কারখানার শ্রমিকদের। ওই সংঘর্ষে আহত হন চম্পা। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত রোববার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি।

আশুলিয়া থানা-পুলিশ ও আশুলিয়ার শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান, ওই দিন বিক্ষোভকারী শ্রমিকেরা সড়কে বিক্ষোভের এক পর্যায়ে আশপাশের কারখানা ও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কয়েকটি কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছিল পুলিশ।

গতকাল সকালে ধনাইদ এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিমিটেড কারখানার মূল ফটকে একজন নিরাপত্তারক্ষী দায়িত্ব পালন করছেন। কারখানা চত্বরে কয়েকজন পুলিশ সদস্য বসে আছেন।

কারখানার কিছুটা দূরে দিয়াখালী উত্তরপাড়া এলাকায় পাকা দেয়ালের টিনের একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে চম্পা খাতুন মেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে থাকতেন। পাশেই অন্যান্য কয়েকটি বাড়িতে ভাড়া থাকেন চম্পার কয়েকজন সহকর্মী। একই এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন চম্পার স্বামীর বড় ভাই মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘সবাই তো ন্যায্য দাবি জানাইছে। আন্দোলনে গিয়া চম্পা মারা গেল। চম্পারে রংপুরে তার বাবার বাড়িতে দাফন করা হইছে। তার ১৪ মাসের একটা মেয়ে আছে। এখন মা ছাড়া মেয়েটা থাকবে কীভাবে?’

একই এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন কারখানার জুনিয়র লেয়ারম্যান মোরশেদা বেগম। সংঘর্ষে আহত হয়েছেন তিনি। দুপুরে তাঁর বাসায় গিয়ে দেখা যায়, বিছানার ওপর শুয়ে আছেন মোরশেদা। সেদিনের ভয়ের ছাপ এখনো তাঁর চোখেমুখে। মোরশেদা শুধু বলেন, ‘যারা এর জন্য দায়ী, আমি তাদের বিচার চাই।’

ঘটনার দিন চম্পা ও মোরশেদার খুব কাছাকাছি ছিলেন শরীফা খাতুন। সংঘর্ষের সময় দৌড়ে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার সময় পড়ে গিয়ে তিনিসহ আরও কয়েকজন আহত হয়েছিলেন বলে দাবি তাঁর। ওই দিনের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, ‘চম্পা ও মোরশেদা আন্দোলনের সামনের দিকে ছিল। পুলিশ খুব কাছে ছিল। হঠাৎ জোরে শব্দ হইল। মনে হইছে বোমা মারছে, আগুনের দলা আইসা সামনে পড়ছে। ওই সময় চম্পা ও মোরশেদা পইড়া যায়। দৌড়াইয়া একটা বাসার সামনে গিয়া আমি পইড়া গেলে আরও চার-পাঁচজন আমার ওপর আইসা পইড়া যায়। পরে মোরশেদারে হাসপাতালে নিয়া যায়। চম্পারেও অন্যরা হাসপাতালে নেয়।’

## জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদকে হুমকিতে ফেলছে

এফএওর প্রতিবেদন

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

জলবায়ু পরিবর্তন দিন দিন বাংলাদেশের মৎস্য ও জলজ সম্পদ খাতকে হুমকির মুখে ফেলছে; বিশেষ করে নারীদের। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকার ওপর এর প্রভাব পড়ছে। বাংলাদেশে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ক্লাইমেট চেঞ্জ রিস্ক অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট (সিআরভিএ) প্রতিবেদনে এসব উদ্বেগ জানানো হয়েছে।

গতকাল সোমবার এফএওর বাংলাদেশ কার্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা বলা হয়।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কমিউনিটিভিত্তিক জলবায়ু স্থিতিস্থাপক মৎস্য ও জলজ সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করেছে। এতে মৎস্য খাতে স্থিতিস্থাপকতা গড়ে তুলতে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের মৎস্য ও জলজ সম্পদ খাত জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা দেশের ১২ শতাংশ জনসংখ্যাকে জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করে।

এফএওর জাতীয় পর্যায়ের এক কর্মশালায় ‘ক্লাইমেট চেঞ্জ রিস্ক অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট (সিআরভিএ)’ প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আক্তার, বাংলাদেশে এফএওর প্রতিনিধি জিয়াকুন শি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জিল্লুর রহমান।

## ছাত্রলীগের সবাইকে গ্রেপ্তারের পক্ষে নন সারজিস আলম

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও হলের পদধারী হলেই গণহারে গ্রেপ্তার করার পক্ষে নন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক ও জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম। তিনি বলেছেন, অনেককেই বাধ্য হয়ে ছাত্রলীগ করতে হয়েছে। তাঁদের অনেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছিলেন।

গতকাল সোমবার রাতে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক দীর্ঘ পোস্টে এ কথা বলেন সারজিস আলম। তিনি বলেছেন, তাঁর এই বক্তব্য শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর বিস্তারিত ধারণা নেই। তাই এই বক্তব্য যেন অন্য ক্ষেত্রে মেলানো না হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ছাত্র সারজিস একসময় ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২০১৯ সালের মার্চে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগের প্যানেল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হল সংসদের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।

অন্তর্বর্তী সরকার ২৩ অক্টোবর ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর গত ১৫ জুলাইয়ের হামলার ঘটনায় দুটি মামলা হয়েছে। ওই সব মামলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও হল শাখা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের আসামি করা হয়েছে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এমন পরিপ্রেক্ষিতে সারজিস ফেসবুকে ছাত্রলীগবিষয়ক মন্তব্য করেন।

## ড. ইউনূসকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিতে প্রস্তাব মাহমুদুর রহমানের

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে জাতীয় সরকার অথবা বিপ্লবী সরকার গঠন করার প্রস্তাব দিয়েছেন *আমার দেশ* পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। তিনি মনে করেন, মো. সাহাবুদ্দিনকে অপসারণ করে রাষ্ট্রপতি হিসেবে মুহাম্মদ ইউনূসের দায়িত্ব নেওয়া উচিত।

‘ফ্যাসিবাদ-উত্তর বাংলাদেশে সংবিধান প্রশ্ন : মুজিববাদ নাকি জনমুক্তি?’ শীর্ষক সংলাপে মাহমুদুর রহমান এ কথা বলেন। গতকাল সোমবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে এই সংলাপের আয়োজন করে ইনকিলাব মঞ্চ।

সংবিধানের ৭-এর ‘ক’ থাকলে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পক্ষের শক্তিকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে বলে মনে করেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহসম্পাদক রুমিন ফারহানা। এই সংবিধান মানলে স্পিকার না থাকলে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যাবে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন মিথ্যাচার করে এই পদে থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন বলে মনে করেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আজাদ।

রাষ্ট্রপতি পদ থেকে সাহাবুদ্দিনকে অপসারণের বিষয়ে বিএনপি সাংবিধানিক সংকটের কথা বলছে উল্লেখ করে এবি পার্টির সদস্যসচিব মজিবুর রহমান বলেন, সাংবিধানিক সংকট তৈরি হলে রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে।

## ৪৩তম বিসিএসের ক্যাডারদের চাকরিতে যোগদান পেছাল

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

৪৩তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের চাকরিতে যোগদানের তারিখ পিছিয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ৪৩তম বিসিএসে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের যোগদানের তারিখ ১৭ নভেম্বরের পরিবর্তে ১ জানুয়ারি করা হয়েছে। ১৫ অক্টোবর ৪৩তম বিসিএসে ২ হাজার ৬৪ জনকে নিয়োগ দিয়ে গেজেট প্রকাশ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

৪৩তম বিসিএস থেকে ২ হাজার ১৬৩ জনকে ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য গত ২৬ ডিসেম্বর সুপারিশ করেছিল সরকারি কর্ম কমিশন। সুপারিশের ১০ মাস পর গেজেট প্রকাশ করা হয়। গেজেটে বাদ পড়েন ৯৯ প্রার্থী।

২ হাজার ৬৪ জনের মধ্যে প্রশাসন ক্যাডারে নিয়োগ পেয়েছেন ২৯৩ জন; পররাষ্ট্র ক্যাডারে ২৫ জন, পুলিশ ক্যাডারে ৯৬ জন। এই বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল ২০২০ সালের ৩০ নভেম্বরে।

ভারত সফরে সানচেজ

**বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ বর্তমানে ভারত সফরে রয়েছেন।** এএফপি, নয়াদিল্লি

## সংক্ষেপে

তিউনিসিয়া

### ১৬ অভিবাসীর মরদেহ উদ্ধার

ভূমধ্যসাগরের তিউনিসিয়া উপকূল থেকে ১৬ অভিবাসীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গত রোববার ও গতকাল সোমবার মালোলেচ, সালকতা ও চেব্বা শহরের কাছ থেকে লাশগুলো উদ্ধার করা হয়। নৌকাডুবিতে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। তবে দেহ পচে যাওয়ায় তাঁদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি বলে জানান বাহিনীটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হুসেম এদ্দিন জেবাবলি। এর আগে গত মাসে সেখানকার জেরবা উপকূলে নৌকাডুবিতে ৩ শিশুসহ তিউনিসিয়ার ১৫ নাগরিকের মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় ১০ জন নিখোঁজ হন। এসব ব্যক্তি ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যেতে চেয়েছিলেন। একই এলাকা থেকে গত মাসে আফ্রিকার সাবসাহারা অঞ্চলের ১৩ অভিবাসীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল।
**রয়টার্স**, *তিউনি*

রাশিয়া

### ইউক্রেনের আরও একটি গ্রাম দখলের দাবি

ইউক্রেনের আরও একটি গ্রাম দখল করেছে রাশিয়া। গতকাল রোববার পূর্ব ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ ইজমাইলিভকা গ্রাম দখল করে তারা। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়। কয়েক মাস ধরে ইউক্রেনের বিভিন্ন শহর ও গ্রাম দখল করছে রাশিয়া। তারা ইউক্রেনীয় বাহিনীর ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছে। ব্রিফিংয়ে গ্রামটিকে 'স্বাধীন' করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইউক্রেনের শিল্পকেন্দ্র কুরাখোভ থেকে প্রায় আট কিলোমিটার উত্তরে ইজমাইলিভকা শহরটি অবস্থিত। ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার আগে গ্রামটিতে মাত্র ২০০ লোকের বসবাস ছিল। গতকাল রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সতর্ক করে বলেছেন, পশ্চিমা দেশগুলো ইউক্রেনকে যদি রাশিয়ার অভ্যন্তরে স্বল্পপাল্লার অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয়, তাহলে মস্কো এর জবাব দেবে। এদিকে গতকাল রাতে ইউক্রেনের নেপ্রো অঞ্চলে রাশিয়ার বোমা হামলায় শিশুসহ অন্তত সাতজন নিহত হয়েছে।
**এএফপি**, *মস্কো*

ভারত

### এবার হোটেলে বোমাতঙ্ক

উড়োজাহাজে বোমা রাখার ভুয়া খবরে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ব্যতিব্যস্ত। কীভাবে এই উড়ো খবরের মোকাবিলা করা যায় তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। সামাজিক মাধ্যমগুলোকে সতর্ক ও হুঁশিয়ার করে দেওয়ার পাশাপাশি এ ধরনের অপরাধের শাস্তি বাড়ানোর কথাও সরকার চিন্তা করছে। গত কয়েক দিনে বিভিন্ন এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষের কাছে বিমানে বোমা রাখার অন্তত চার শটি বার্তা পাঠানো হয়েছে। এদিকে গত এক সপ্তাহ বিভিন্ন বিমান সংস্থায় এই হুমকিবার্তা পাঠানোর পর এবার শুরু হয়েছে হোটেলে হোটেলে হুমকিবার্তা পাঠানো। কলকাতা, তিরুপতি ও রাজকোটের ২৩টি হোটেলে গত শনি ও রোববার হুমকিবার্তা পাঠানো হয়। কোনো কোনো বার্তায় আবার হাজার হাজার ডলার দাবি করা হয়েছে। এই হোটেলগুলোর মধ্যে শুধু কলকাতাতেই রয়েছে ১০টি। ৩টি হোটেল রয়েছে তিরুপতিতে, রাজকোটে ১০টি।
**প্রতিনিধি**, *নয়াদিল্লি*

ফিলাডেলফিয়ায় সমাবেশে কমলা হ্যারিস

নিউইয়র্কে সমাবেশে ডোনাল্ড ট্রাম্প

- হোয়াইট হাউসে যাওয়ার পর প্রথম দিন থেকেই অভিবাসী বিতাড়নের হুমকি ট্রাম্পের।
- ডেমোক্র্যাট প্রচারশিবির ট্রাম্প ও তাঁর মিত্রদের আক্রমণকেই কাজে লাগাতে চাইছে।
- দুটি নতুন জরিপে ট্রাম্পের চেয়ে সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন কমলা।
- কমলাকে আক্রমণ করে ট্রাম্প বলেছেন, 'দেশটাকে ধ্বংস করেছেন। এটা মেনে নেব না।'

# অভিবাসীদের আক্রমণ ট্রাম্পের, জয়ে আত্মবিশ্বাসী কমলা

জয়ী হওয়ার প্রত্যয় নিয়ে পেনসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়ায় প্রচারণা চালাচ্ছেন কমলা।

**এএফপি**, *নিউইয়র্ক*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। তাঁর প্রচারশিবির মনে করছে, কমলাই হতে যাচ্ছেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে পেনসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়ায় প্রচারণা চালাচ্ছেন তিনি। অন্যদিকে সাম্প্রতিক জরিপগুলোর পূর্বাভাস দেখে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পও। কমলাকে লক্ষ্য করে আক্রমণের ধার বাড়িয়েছেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অভিবাসীদের জন্য আতঙ্কের হয়ে উঠেছে। রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসনবিরোধী কড়া বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে গত রোববার নির্বাচনী সমাবেশ করেছেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ট্রাম্প। সেখানে তিনি হুমকি দিয়ে বলেছেন, হোয়াইট হাউসে যাওয়ার পর প্রথম দিন থেকেই তিনি অভিবাসী বিতাড়নে কাজ শুরু করবেন এবং অভিবাসীদের আক্রমণের ধারা উল্টে দেবেন।

সমাবেশে ট্রাম্প ও তাঁর মিত্ররা প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে ক্রমাগত আক্রমণ করেছেন। তবে ডেমোক্র্যাট প্রচারশিবির ট্রাম্প ও তাঁর মিত্রদের এই অশ্রাব্য আক্রমণকেই হাতিয়ার বানিয়ে কাজে লাগাতে চাইছে।

আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এ নির্বাচনে বিভিন্ন জরিপে কমলা ও ট্রাম্পের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নির্বাচনে মাত্র এক সপ্তাহ আগে ২০ হাজার আসনের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের মঞ্চকে সমাপনী বক্তব্যের স্থান করে ফেললেন ট্রাম্প।

কমলাকে আক্রমণ করে ট্রাম্প বলেছেন, 'আমাদের দেশটাকে ধ্বংস করেছেন। আমরা আর এটা মেনে নেব না, কমলা।'

ডেমোক্র্যাট দুর্গ হিসেবে পরিচিত নিউইয়র্কে লাতিন ভোটারদের আক্রমণ করেও বক্তব্য দেন ট্রাম্পের মিত্ররা। সমাবেশে ট্রাম্প বক্তব্য দেওয়ার আগে প্রায় ৩০ জন বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন তাঁর রানিংমেট জে ডি ভ্যান্স, হাউস স্পিকার মাইক জনসন ও নিউইয়র্কের সাবেক মেয়র রুডি জুলিয়ানি।

উত্তর ফিলাডেলফিয়ায় গত রোববার উচ্ছ্বসিত সমর্থকদের উদ্দেশে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন কমলা। তিনি বলেন, 'আমাদের জীবনের সবচেয়ে ফলপ্রসূ নির্বাচন হতে যাচ্ছে। আমরা জানি, শেষ পর্যন্ত কঠিন প্রতিযোগিতা হতে চলেছে। কোনো ভুল করা চলবে না। আমরা জিতবই।'

প্রতিটি নির্বাচনী সমাবেশে দেওয়া বার্তার প্রতিধ্বনি তুলে কমলা বলেন, 'জাতির জন্য দুটি অত্যন্ত ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটিকে পছন্দ হিসেবে গ্রহণের নির্বাচন এটি।'

যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের এবারের নির্বাচনী প্রচারণায় তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পকে খুব কমই দেখা গেছে। তবে ম্যাডিসন স্কয়ারে ট্রাম্পের সমাবেশে মঞ্চে ছিলেন তিনি।

**দুই জরিপে এগিয়ে কমলা**

ফোর্বসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, দুটি নতুন জরিপে ট্রাম্পের চেয়ে সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন কমলা। গত রোববার এবিসি নিউজ ও ইপসোসের করা জরিপে দেখা গেছে ট্রাম্পের চেয়ে চার পয়েন্টে এগিয়ে কমলা। সিবিএস নিউজ ও ইউগভের করা জরিপে ট্রাম্পের চেয়ে ১ পয়েন্টে এগিয়ে কমলা।

জাপানে নির্বাচন

## প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা ছাড়বেন না শিগেরু ইশিবা

**এএফপি**, *টোকিও*

শিগেরু ইশিবা

আগাম নির্বাচনে দলের বিপর্যয় সত্ত্বেও ক্ষমতা ছাড়বেন না জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা। গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। এর আগে গত রোববারের নির্বাচনে তাঁর দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) ১৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ফল করেছে।

১ অক্টোবর জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন ৬৭ বছর বয়সী ইশিবা। এরপরই তিনি আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দেন। কিন্তু তহবিল কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত এলডিপির ওপর ক্ষুব্ধ জনগণ ভোটের মাধ্যমে ১৯৫৫ সাল থেকে জাপানের ক্ষমতায় থাকা এলডিপিকে শাস্তি দিয়েছে। তবে ইশিবা বলেন, তিনি রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হতে দেবেন না। সাংবাদিকদের ইশিবা বলেন, 'আমি জনগণের জীবন ও জাপানকে রক্ষা করতে চাই।' এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে একটি কেলেঙ্কারি ঘিরে মানুষের মনে সন্দেহ, আস্থাহীনতা ও ক্ষোভ। ওই কেলেঙ্কারিতে তাঁর দলের নেতারা জড়িত। বিভিন্ন তহবিল সংগ্রহের কর্মসূচি থেকে নেতারা নিজের পকেটে অর্থ ঢুকিয়েছেন। এ কারণেই তাঁর পূর্বসূরি ফুমিও কিশিদাকে সরে যেতে হয়েছে।

জাপানের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের নির্বাচনে কোনো দলই প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করতে পারেনি। ভোটাররা দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার ক্ষমতাসীন জোটকে ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমন অবস্থায় বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশটিতে সরকার গঠন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ইশিবার লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) ও তাদের জোটের সহযোগী দল কোমেইতো পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের নির্বাচনে ২১৫টি আসন পেয়েছে। আগেরবারের চেয়ে তাদের আসনসংখ্যা কমেছে। এর আগে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে তাদের আসনসংখ্যা ছিল ২৭৯।

নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অব জাপান (সিডিপিজে) সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছে। তাদের আসনসংখ্যা বেড়ে ১৪৮ হয়েছে। আগে তাদের আসনসংখ্যা ছিল ৯৮। তবে এরপরও সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে পিছিয়ে আছে তারা। সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করতে ২৩৩টি আসন প্রয়োজন।

## ইসরায়েলকে সামর্থ্যের সব উপায়ে জবাবের হুঁশিয়ারি ইরানের

**রয়টার্স**, *দুবাই*

নিজেদের 'সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে' ইসরায়েলি হামলার জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। গতকাল সোমবার ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাগেই এ হুঁশিয়ারি দেন। এদিকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা ৪৩ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। পাশাপাশি ইসরায়েলি বাহিনী ও লেবাননের হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীর মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা অব্যাহত রয়েছে।

গত শনিবার দিবসের প্রথম প্রহর থেকে কয়েক দফায় ইরানে হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। শুরুতে অবশ্য এ হামলাকে ততটা গুরুত্ব দেয়নি তেহরান। যদিও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, এ হামলার 'সব লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।'

তেহরানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, হামলায় রাডার-ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এ ছাড়া আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কর্মরত চার সেনা নিহত হয়েছেন। অবশ্য গতকাল ইরানি সংবাদমাধ্যমগুলো হামলায় একজন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হওয়ার তথ্যও দিয়েছে।

টেলিভিশনে সম্প্রচারিত সাপ্তাহিক নিয়মিত ব্রিফিংয়ে ইসমাইল বাগেই বলেন, ইহুদিবাদী সরকারকে (ইসরায়েল) সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর জবাব দিতে ইরান সামর্থ্যের মধ্যে সব উপায় কাজে লাগাবে। তিনি বলেন, ইরানের হামলার ধরন হবে ইসরায়েলের হামলার ধরনের ওপর ভিত্তি করেই। তবে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি।

এর আগে গত রোববার ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি বলেছেন, ইসরায়েলে কী ধরনের হামলা চালানো হবে, তা ইরানি কর্মকর্তারা ঠিক করবেন। ইসরায়েলের হামলাকে খাটো করে বা অতিরঞ্জিত করে দেখা উচিত হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এদিকে গতকাল স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ডস বাহিনীর প্রধান হুসেইন সালামি বলেন, ইরানের হামলা করায় ইসরায়েলকে 'তিক্ত পরিণতি ভোগ করতে হবে।'

**গাজায় মৃত্যু ৪৩ হাজার ছাড়াল**

ফিলিস্তিনের উত্তর গাজা অবরুদ্ধ করে তিন সপ্তাহ ধরে চালানো ইসরায়েলি বাহিনীর স্থল অভিযানে এক হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে গতকাল গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু।

এ নিয়ে গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার হামলায় গাজায় ৪৩ হাজার ২০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১ লাখ ১ হাজার ১১০ জন। সর্বশেষ ৪৮ ঘণ্টায় নিহত হয়েছেন ৯৬ জন। আহত হয়েছেন ২২৭ জন।

এদিকে গাজায় যুদ্ধবিরতির চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রাথমিকভাবে দুই দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছেন মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি। এ সময় গাজায় বন্দী থাকা চার ইসরায়েলির মুক্তির বিনিময়ে নির্দিষ্টসংখ্যক ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেবে ইসরায়েল। তবে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু।

অন্যদিকে ইসরায়েলি বাহিনী ও হিজবুল্লাহর মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা অব্যাহত রয়েছে। রকেট ছুড়ে ইসরায়েলের বিমান হামলার জবাব দিচ্ছে হিজবুল্লাহ। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ঢুকে পড়া ইসরায়েলি বাহিনীর সঙ্গে হিজবুল্লাহর যোদ্ধাদের লড়াইয়ের খবর পাওয়া গেছে।

কিয়ার স্টারমারের এটা ভাবা ঠিক হবে না, বাণিজ্য একীভবনের কণ্টকিত ইস্যু থেকে প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে আলাদা করে রাখা যায়।

যুক্তরাজ্য-ইইউ প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নিয়ে *দ্য গার্ডিয়ান*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

## ক্যাপাসিটি চার্জ আর নয়

### গ্যাস-তেল অনুসন্ধানে জোর দিতে হবে

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বিগত সরকারের আমলে রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি ট্যাক্সের নামে শত শত কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ব্যয় করার কঠোর সমালোচনা করেছেন। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ সরকার দেবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন।

আমরা ফাওজুল কবির খানের এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাই। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার সময়ে বিদ্যুৎ-সংকট কাটাতে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে বেসরকারি খাতে রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দেয়। কিন্তু সেটা তো অনন্তকাল চলতে পারে না। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে আমরা বহুবার ক্যাপাসিটি চার্জ তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছিলাম। ক্যাপাসিটি চার্জ হলো এমন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন হোক বা না হোক, কেন্দ্রের মালিককে মোটা অঙ্কের অর্থ দিতে হবে।

তৎকালীন সরকার উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দেয়নি। তারা নিজেদের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিদের দিয়েছে বিশেষ সুবিধা পাওয়ার জন্য। এ জন্য দায়মুক্তি আইনও পাস করিয়েছে।

বিগত সরকারের আমলে বিদ্যুৎ খাতে যে দুনীতির মচ্ছব ঘটেছে, তার পেছনেও রয়েছে ২০১০ সালের দায়মুক্তি আইন। সরকার এমন কোনো আইন করতে পারে না, যা বৈষম্যমূলক এবং কাউকে বেশি সুবিধা দেয় আর কাউকে বঞ্চিত করে।

উল্লেখ্য, ফাওজুল কবির খান জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েই বলেছিলেন, 'আমরা এই আইন আর কন্টিনিউ করব না। এই আইনের অধীন যেসব চুক্তি হয়েছে, তার পর্যালোচনার জন্য কমিটি করে দিয়েছি। তারা স্বাধীনভাবে কাজ করছে। নতুন করে কোনো কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টের চুক্তি বাড়ানো হবে না, হচ্ছে না। এ বিষয়ে যথাযথ চিন্তা করেই পিডিবিকে সিদ্ধান্ত বলে দিয়েছি, তারা ১৬ বছর খাইছে, আর না। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে দাম বেড়েছে।'

আমরা জ্বালানি উপদেষ্টার এই বক্তব্যকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি। অন্যান্য খাতের মতো আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জ্বালানি খাতেও যে লুটপাট ও দুনীতি হয়েছে, সেটা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। জনগণকে বিদ্যুৎ-সেবা দেওয়াই যদি আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্দেশ্য থাকত, তাহলে দায়মুক্তির আইন করল কেন? রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের নামে শত শত কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় খাত থেকে অপচয় করার এখতিয়ার কারও নেই। আমরা মনে করি, এই খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার পাশাপাশি দুর্নীতিবাজদেরও আইনের আওতায় আনা জরুরি।

আওয়ামী লীগ সরকার মাটি ও সমুদ্রের নিচের গ্যাস-তেল উত্তোলনের চেষ্টা না করে আমদানিনির্ভর জ্বালানি খাত তৈরি করেছে। এতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীবিশেষ লাভবান হলেও খেসারত দিতে হয়েছে সাধারণ নাগরিকদের। জ্বালানি উপদেষ্টা নতুন গ্যাস ও তেলক্ষেত্র অনুসন্ধানে সরকার দ্রুত উদ্যোগ নেবে বলে জানিয়েছেন। কাজটি যত দ্রুত শুরু হবে, ততই মঙ্গল বলে মনে করি।

জ্বালানিবিশেষজ্ঞরা বহু বছর ধরেই মাটির নিচে ও সমুদ্রের তলদেশে থাকা প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে কার্যকর উদ্যোগ নিতে বলেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সরকারের নীতিনির্ধারকেরা তা আমলে নেননি; বরং তাঁরা জ্বালানি আমদানির নামে একশ্রেণির মানুষকে কমিশন-বাণিজ্য করার সুবিধা করে দিয়েছেন। আর পেট্রোবাংলার কর্মকর্তারা বিদেশ থেকে কম দামে তেল কিনে এনে জনগণের কাছে বেশি দামে বিক্রি করেছেন।

নির্বাহী আদেশে নয়, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দাম যদি সমন্বয় করতে হয়, সেটা করতে হবে বিইআরসির মাধ্যমে। গণশুনানি হলে সিস্টেম লসের নামে এই খাতে যে ভয়াবহ দুর্নীতি ও অপচয় হচ্ছে, সেটা সম্পর্কে জনগণ জানতে পারবে।

## গেন্ডারিয়ার শতবর্ষী ভবন

### পুরান ঢাকার স্থাপত্য রক্ষায় শক্ত ব্যবস্থা নিন

ঢাকার ইতিহাস-ঐতিহ্য খুঁজতে গেলে অবধারিতভাবে নজর দিতে হবে পুরান শহরের দিকে। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে গড়ে ওঠা আদি এই ঢাকা ডালপালা মেলে আজকের বিশাল ঢাকায় পরিণত হয়েছে। এরপরও পুরান ঢাকার যে স্বকীয়তা, তা এখনো পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে এখনো টিকে আছে অনেক পুরোনো স্থাপত্য। দুঃখজনক হচ্ছে, সেসব স্থাপনা সংরক্ষণে যে উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, তাতে যথেষ্ট ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু স্থাপনায় পড়েছে হাতুড়ির আঘাত।

পুরান ঢাকার কোনো কোনো স্থাপত্য রক্ষায় আদালতের নোটিশ থাকলেও সেগুলো কোনো কাজই করছে না। আদালতের আদেশ অমান্য করেই সম্প্রতি গেন্ডারিয়ার শতবর্ষী নান্দনিক একটি ভবনের বেশির ভাগ অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে। দুই মাস আগে একই ধরনের একটি ঘটনা ঘটে। আদালতের নির্দেশ অমান্য করে ভেঙে ফেলা হয় বড় কাটরার একাংশ। পুরান ঢাকায় চকবাজারের দক্ষিণে অবস্থিত মোগল আমলের সুপরিচিত একটি স্থাপনা এটি।

সম্প্রতি হাতুড়ির আঘাত পড়া ভবনটি দীননাথ সেন রোডে সাধনা ঔষধালয়ের কাছাকাছি অবস্থিত। ১৮৯৮ সালে এটি নির্মাণ করা হয়। চলতি মাসে ভেঙে ফেলা হয়েছে ভবনটির নকশা করা কারুকার্যখচিত ছাদ। একতলা বাড়িটিতে নিও ক্ল্যাসিক্যাল রীতিতে নির্মিত পাঁচটি খিলান ছিল, এর মধ্যে তিনটির অভ্যন্তরের অলংকৃত অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে। এ ঘটনায় পুরান ঢাকার ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করা সংগঠন আরবান স্টাডি গ্রুপ (ইউএসজি) স্থানীয় থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছে। এখন রাজউকের নোটিশের কারণে বন্ধ রয়েছে ভাঙার কাজ। তবে আশঙ্কা রয়েছে, যেকোনো সময় ভেঙে ফেলা হতে পারে ভবনটির অবশিষ্ট অংশও।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, পুরান ঢাকায় একটি স্থাপনা ভাঙার ঘটনা আরেকটি স্থাপনা ভাঙায় উৎসাহ জোগাচ্ছে, যা কোনোভাবে ঠেকানো যাচ্ছে না। পুরোনো স্থাপত্য রক্ষায় আমাদের দেশের যে গতানুগতিক প্রক্রিয়া, তার মাধ্যমে ঠেকানো সম্ভবও নয়। নানা প্রশাসনিক জটিলতা বা আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বেড়াজালে পুরোনো স্থাপত্য রক্ষায় যে সময়ক্ষেপণ বা দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়, তাতে বরং সেগুলো ধ্বংসের সুযোগই করে দেওয়া হয়। আর এসব ক্ষেত্রে বরাবরই দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ তো নতুন নয়।

জেলা প্রশাসন, রাজউক, সিটি করপোরেশন ও প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের কাছে পুরান ঢাকার পুরোনো স্থাপত্যগুলোর তালিকা আছে। সে তালিকা ধরে স্থাপনাগুলো রক্ষায় কর্তৃপক্ষগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। এখানে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করা নাগরিক সংগঠন আছে। আছে সামাজিক সংগঠন ও পরিবেশ সংগঠন। সব সংগঠনকে স্থাপনাগুলো রক্ষায় যুক্ত করতে হবে। স্থানীয়ভাবে জনসচেতনতা তৈরি করা বড় একটি কাজ। কেউ স্থাপনা ভাঙতে এলে যেন সেখানে প্রতিবাদ বা নাগরিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। শক্ত আইনি পদক্ষেপই পারে ইতিহাসের অনন্য নিদর্শনগুলো রক্ষা করতে।

চিঠিপত্র

### ইউনিয়ন পরিষদ

ইউনিয়ন পরিষদ, এ যেন এক চরম দুর্ভোগের জায়গা। জন্ম-মৃত্যুনিবন্ধন, সনদ সংশোধন, ট্যাক্স সার্টিফিকেট, চারিত্রিক সনদ, হোল্ডিং নম্বর, ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে ইউনিয়ন পরিষদ অভিমুখী হতে হয়। যেহেতু ডিজিটাল বাংলাদেশের সব কাজ ডিজিটালভাবেই হয়, সেহেতু এসব ক্ষেত্রে বেশি সময় লাগার কথা নয়। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে এসব কাজ করতে দুই থেকে তিন মাস সময় লাগে। কেন? এর উল্লেখযোগ্য কারণ হলো, কর্তব্যরত ব্যক্তিদের অনীহা। তাঁরা নিজেরা কাজ না করে নিজ উদ্যোগে স্থানীয় কিছু লোক কাজের জন্য নিয়োগ দেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকে না। তাঁদের বেতন বাবদ অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে সুবিধা নিতে আসা ভোক্তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়। এ ছাড়া তাঁদের দায়িত্বহীনতার কারণে অনেক সময় নামের বানান ভুল হয়, যার ফলে গ্রাহকদের ভোগান্তি পোহাতে হয়। তাঁরা নতুন সনদ তৈরি কিংবা সংশোধনের জন্য সরকার নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেন। অতিরিক্ত অর্থের ব্যাপারে কিছু বললেই তাঁরা ভোক্তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। বেশির ভাগ সময়ই কর্তব্যরত ব্যক্তিদের ইউনিয়ন পরিষদে পাওয়া যায় না। কারণ, তাঁরা ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকেন। ফলে দিনের পর দিন গ্রাহকেরা দুর্ভোগের শিকার হন।

গ্রাহকদের এসব ভোগান্তি দূরীকরণের জন্য কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**নাফিজ-উর-রহমান**
শিক্ষার্থী, ঢাকা কলেজ

ইতিহাস ও রাজনীতি

# রাজনীতিতে ঝড়-ঝঞ্ঝার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে

মহিউদ্দিন আহমদ

আমরা একটা কথা প্রায়ই বলি বা শুনি, 'এটা তো একটা মীমাংসিত সত্য' কিংবা 'একটা মীমাংসিত বিষয় নিয়ে কেন জল ঘোলা করা হচ্ছে' ইত্যাদি। তার মানে আমরা ধরেই নিই, কিছু বিষয়ে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এবং এটাই চূড়ান্ত। কিন্তু এখানে 'আমরা' কোনো অবিভাজ্য সত্তা নই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, দেশে একটা গৃহবিবাদ চলছে। এর শুরু ১৯৭১ সালে কিংবা তারও আগে।

যা ঘটে গেছে, তার বিবরণই ইতিহাস। ইতিহাসের কালানুক্রমিক বর্ণনা সব ইতিহাসবেত্তা এক রকমভাবে দেন না। একই ঘটনার একাধিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে। এসব ব্যাখ্যা সাংঘর্ষিকও হতে পারে। ব্রিটিশ রাজনীতিক ও কনজারভেটিভ পার্টির সাবেক নেতা ও প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের নামে একটি কথা চালু আছে, 'বিজয়ীরাই ইতিহাস লেখে।' এর অর্থ হলো ঘটনা যা-ই ঘটুক, যিনি বিজয়ী বা ক্ষমতাবান, তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে ইতিহাসের বয়ান। ক্ষমতার পালাবদল হলে ইতিহাসের বয়ান পাল্টে যেতে পারে।

কথায় কথায় আমরা বলি, এটা নিয়ে তর্কের কী আছে। এটা তো ইতিহাস। তারপরও তর্ক হয়। কেননা, ইতিহাসের ব্যাখ্যা এক জায়গায় থেমে নেই। সে জন্য অতীতের নানান ঘটনা ও বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়। আমরা সবাই ঐকমত্যের কথা বড় গলায় বললেও অনেক বিষয়ে একমত হই না। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি এই বিভাজন তৈরি করে দেয়। আমরা একদিকে 'শত ফুল ফুটতে দাও' বলে মতভিন্নতাকে গৌরবান্বিত করি, অন্যদিকে 'গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রিকতার' দোহাই দিয়ে ভিন্নমতের টুঁটি চেপে ধরি।

১৯৭১ সালের কথাই ধরা যাক। একাত্তরে এ অঞ্চলে একটা যুদ্ধ হয়েছিল। আমরা কেউ বলি এটা ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ; কেউ বলি পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ তৈরির জন্য ভারতের যুদ্ধ। এটা তো সত্য, অনেক বাঙালি স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। আবার কিছু বাঙালি চাননি। এটাও সত্য যে ভারত পাকিস্তানকে দুর্বল করতে চেয়েছিল।

১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স আয়োজিত 'পূর্ব পাকিস্তান' বিষয়ে এক সেমিনারে নয়াদিল্লির ইনস্টিটিউট অব ডিফেন্স স্টাডিজের পরিচালক কৃষ্ণস্বামী সুব্রামানিয়াম (তাঁর ছেলে সুব্রামানিয়াম জয়শঙ্কর এখন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী) ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 'ধীরে চলা নীতি'র সমালোচনা করে *ন্যাশনাল হেরাল্ড* পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'এটি ভারতের জন্য এমন সুযোগ এনে দিয়েছে, যা আগে কখনো আসেনি।' সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারত আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে চালকের আসনে বসে গিয়েছিল।

ওই সময় এ দেশের কয়েকটি রাজনৈতিক দল অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে ছিল এবং এই যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশ ভারতের 'করদ রাজ্য' হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ও মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া অনেকেই এই মত প্রকাশ করেছেন যে 'সম্প্রসারণবাদী' ভারত তাঁবেদার সরকার বসিয়ে বাংলাদেশকে হাতের মুঠোয় পুরেছে। সর্বশেষ উদাহরণও তা-ই, শেখ হাসিনা দেশের স্বার্থ বিকিয়ে ভারতের স্বার্থ রক্ষা করেছেন আর ভারত তার জাতীয় স্বার্থে চরম অজনপ্রিয় হাসিনার ফ্যাসিস্ট শাসনকে সমর্থন দিয়ে গেছে।

এই উদাহরণ টানার অর্থ এই নয় যে মহান মুক্তিযুদ্ধ ভুল ছিল কিংবা মহান মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার ও পরে নিরস্ত্র মানুষের ওপর হামলা চালানোর মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকেরা বাঙালির ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল। বাঙালি শখ করে যুদ্ধে যায়নি।

একাত্তরের 'বিজয়ীরা' এখন আর ক্ষমতায় নেই। যাঁরা ক্ষমতায়, দৃশ্যত একাত্তর নিয়ে তাঁরা সেন্টিমেন্টাল নন। যেমন আমার আগের প্রজন্ম পাকিস্তান আন্দোলন করেছিল। ১৯৪৭ নিয়ে তাঁদের আবেগ ছিল। কিন্তু আমার বা আমাদের অনেকের ছিল না। তাই পাকিস্তান ভাঙতে আমাদের অনেকের বুক কাঁপেনি। পাকিস্তান ভেঙে যাচ্ছে বলে বাংলাদেশ আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পাঠান নেতা খান আবদুল ওয়ালি খান ও বালুচ নেতা গাউস বখশ বিজেঞ্জোর সামনে কেঁদেছেন। কারণ, তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের একজন কর্মী ছিলেন। (ইন সার্চ অব সলিউশনস : অ্যান অটোবায়োগ্রাফি অব মীর গাউস বখশ বিজেঞ্জো) আবার 'জেন-জি'র অনেক কিছু আমি বুঝি না। তাঁদের জগৎ আলাদা। তাঁরাও অনেকে একাত্তর নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, যেমন আমি ১৯৪৭ নিয়ে মাথা ঘামাই না। তবে ইতিহাসচর্চার অংশ হিসেবে ১৯৪৭ আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন গুরুত্বপূর্ণ ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ, ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ কিংবা ১৫২৬ সালের পানিপথের যুদ্ধ।

সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার আন্দোলনের নেতারা কিছু দাবি জানিয়েছেন, আলটিমেটামও দিয়েছেন। তাঁরা 'জুলাই অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের আলোকে প্রক্লেমেশন অব রিপাবলিক' ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন। তাঁরা আসলে কী বোঝাতে চাইছেন? এটা কি সংবিধানের শুরুতে 'রাষ্ট্রের মূলনীতি'তে প্রতিস্থাপিত হবে, নাকি বাংলাদেশকে নতুন রিপাবলিক ঘোষণা করতে হবে?

বাংলাদেশ তো একটা রিপাবলিক। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল এক ঘোষণার মধ্য দিয়ে 'পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' জন্ম নিয়েছে। সরকার আসবে-যাবে। দেশ তো আর নতুন করে হবে না। একাত্তরে যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা আর সামাজিক সুবিচারের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমাদের দেশ যাত্রা করেছিল, পাঁচ দশক ধরে শাসকেরা সেই জন-আকাঙ্ক্ষাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে পারিবারিক, দলীয় ও গোষ্ঠীগত শাসন জারি রেখেছিলেন। আমরা সেই অবস্থার অবসান চেয়েছি। এই পরিবর্তন যদি সংহত হয়, তাহলে ৫ আগস্ট কিংবা '৩৬ জুলাই' আমরা উদ্‌যাপন করব।

দেশে একটা বড় ধরনের ওলট-পালট হয়েছে। অনেক বছরের অব্যবস্থাপনা ও লুণ্ঠনের ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো অকার্যকর হয়ে গেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তলানিতে। মূল্যস্ফীতির আঘাতে মানুষ জেরবার। এ সময় নানান গোষ্ঠী নানান বায়না বা আবদার নিয়ে মাঠ গরম করছে। এটা চাই, ওটা চাই, দিতে হবে, করতে হবে। মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। এ রকম পরিস্থিতিতে আমরা আগে পড়িনি।

১৯৭২ সালে মানুষ ধৈর্য ধরে ছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রতারিত হয়েছিলেন। এর পর থেকে এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস হচ্ছে শাসকদের ধারাবাহিক প্রতারণার ইতিহাস। মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে যারাই ক্ষমতায় এসেছে, দু-চার দিন না পেরোতেই তারা প্রতিশ্রুতি ভুলে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ক্ষমতায় যাওয়ার আগে ও পরে তাদের অর্থবিত্তের হিসাব নিলেই এটা বেরিয়ে আসে। মানুষ একবার বিশ্বাস হারালে সেটা ফিরিয়ে আনা খুবই মুশকিল।

কিন্তু এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে। আমরা এখন 'পরাজিত শত্রু'র তৎপরতা দেখছি, হুংকার শুনছি। বিজয়ী আর বিজেতার এই বৈরী সম্পর্ক ও দ্বান্দ্বিক অবস্থান ১৯৭১ সাল থেকেই চলে আসছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, দেশটা দুই ভাগ হয়ে গেছে। এ জন্য একে গৃহযুদ্ধ বলা যেতে পারে। ১৯৭১ সালে সবকিছু মীমাংসিত হয়নি। তখন যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা আজও চলমান। এই গৃহযুদ্ধের অপরাজনীতি দীর্ঘদিন আমরা দেখেছি 'জয় বাংলা' বনাম 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' জিগিরের মধ্য দিয়ে। এখন এটি নতুন মাত্রা পেয়েছে।

একদিকে আছে 'রাষ্ট্র সংস্কারের' মাধ্যমে ২০২৪-পূর্ববর্তী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতির সঙ্গে ছেদ ঘটিয়ে নতুন করে শুরু করার আকাঙ্ক্ষা ও অঙ্গীকার; অন্যদিকে আছে পুরোনো কাঠামো বজায় রেখে কিছু মলম মেখে সেটাকেই নতুন করে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। এত দিন এ দেশে যাঁরা রাজনীতি করেছেন, রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, তাঁরা হঠাৎ ফেরেশতা হয়ে যাবেন, এটা মিরাকল মনে হয়। বিশেষ করে যাঁরা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন, তাঁরা সহজেই হাল ছেড়ে দেবেন—এটা মনে করার কারণ নেই। তাঁদের একটা অনুগত গোষ্ঠী আছে। তাঁদের হাতে অনেক টাকা, আছে অনেক অস্ত্র। সর্বোপরি, তাঁদের পেছনে আছে ভারতের সমর্থন। সুতরাং আরও ঝড়-ঝঞ্ঝার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

● **মহিউদ্দিন আহমদ** লেখক ও গবেষক

বিশৃঙ্খল সড়ক

# যাতায়াতে এত খরচ হলে মানুষ চলবে কীভাবে

মনোজ দে

বাসা আর অফিসের দূরত্বটা আড়াই কিলোমিটারের মতো। এ পথে যে দুটি বাস চলে অফিস শুরু ও ছুটির সময়টাতে, সেগুলোর দরজায় ঝুলে মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। ভরসা রিকশা কিংবা সিএনজিচালিত অটোরিকশা অথবা ভাড়ায় চালিত কিংবা অ্যাপের মোটরসাইকেল। সিটিং সার্ভিস নামে চলা বাসের ভাড়া ২০ টাকা। অথচ ঠাসাঠাসি করে ভর্তি বাসে যাত্রীর সংখ্যা আসনসংখ্যার দ্বিগুণের বেশি ছাড়া কম নয়।

বাসে চলাচলের সুযোগ না থাকায় বিকল্প হিসেবে রিকশা, মোটরসাইকেল অথবা সিএনজিচালিত অটোরিকশা বেছে নিতে হয়। রিকশাভাড়া ৮০ থেকে ৯০ টাকা, সিএনজি অটোরিকশার ভাড়া ১৫০ থেকে ২০০ টাকা আর মোটরসাইকেলের ভাড়া ১২০ থেকে ১৫০ টাকা। আসা-যাওয়ার খরচ হিসাব করলে এই অঙ্ক দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ফলে গণপরিবহন-সংকটে প্রতিদিন অফিসে যাতায়াত করতে ৬ থেকে ১০ গুণ বেশি ভাড়া গুনতে হয়।

ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির শহর, আবার ঢাকা দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় ব্যয়বহুল শহর। হু হু করে বেড়ে চলা নিত্যপণ্যের দাম, বছর বছর ঐকিক নিয়মে বেড়ে চলা বাসাভাড়ার সঙ্গে যাতায়াতের অযৌক্তিক ব্যয় এই শহরকে বাসযোগ্যতার তলানিতে থাকা এক শহরে পরিণত করেছে। সম্প্রতি আলাপ হচ্ছিল যোগাযোগবিশেষজ্ঞ এবং বুয়েটের অ্যাকসিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক মো. হাদিউজ্জামানের সঙ্গে। তিনি বলছিলেন, নাগরিকদের আয়ের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ যদি যাতায়াতে খরচ হয়, সেই শহরটিকে টেকসই ধরা হয়। আর ঢাকায় সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যয় ৩০-৪০ শতাংশ পর্যন্ত। যাতায়াতের পেছনে এত খরচ করলে একজন মানুষ ঠিকমতো খাবেনই-বা কীভাবে আর চলবেনই-বা কীভাবে?

জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসের অনন্য এক অধ্যায়। স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান হলেও এই অনন্য ইতিহাস রচনা হঠাৎ করেই একদিন হয়নি। এরও পূর্বাপর রয়েছে। ২০১৮ সালে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা নিরাপদ সড়ক আন্দোলন করে বাংলাদেশকে যে ঝাঁকুনি দিয়েছিল, পাঁচ বছর পর সেই প্রজন্মই জান বাজি রাখা বিদ্রোহ করে পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের পতন ঘটিয়েছে।

এই অভ্যুত্থান তাই স্বাভাবিকভাবেই সড়কে শৃঙ্খলা ও মৃত্যুর মিছিল বন্ধের কর্তব্যকে সামনে নিয়ে আসে। এটা সত্যি যে অন্তর্বর্তী সরকার জটিল এক বাস্তবতায় কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছে। অর্থনীতিকে স্বাভাবিক স্রোতে আনার পাশাপাশি ভেঙে পড়া রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো মেরামত করার গুরুদায়িত্ব তাদের ওপর বর্তেছে।

তাই বলে সড়ক এখনো কেন এক দুয়োরানির গল্প হয়েই থাকবে। সেই আগের মতোই বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য। আর তাতে প্রতিনিয়ত রক্ত ঝরছে, প্রাণ ঝরছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ট্রাফিক অব্যবস্থাপনা। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের আড়াই মাস পরও ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া গভীর শঙ্কার। চালকেরা যেমন ট্রাফিক পুলিশকে মানছেন না, আবার ট্রাফিক পুলিশও তাঁদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করছেন না। বেশির ভাগ সিগন্যালে বেশি বয়সী এক-দুজন কনস্টেবলকে দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেলেও কর্মকর্তাদের গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে কিংবা চায়ের দোকানে বসে গল্প করতে বেশি দেখা যায়। এর সঙ্গে চালক আর পথচারীদের স্বেচ্ছাচারিতা ও নিয়ম না মানার প্রতিযোগিতার কারণে পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ।

> ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ঢাকার গণপরিবহনব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করার একটা বড় সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে পরিবহনব্যবস্থায় একটা কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন

সেই আগের মতো পরিবহন সমিতিগুলোকে চাঁদা দিয়ে সড়কে বাস নামাতে হচ্ছে। পরিবহন সমিতিগুলোর মাথাগুলোর শুধু পরিবর্তন হয়েছে, আওয়ামী লীগের জায়গায় এসেছে বিএনপি। সেই একই দৈনিক চুক্তিতে বাসগুলো চালক আর সহকারীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। জীবনচক্র শেষ হয়ে যাওয়ায় কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যাওয়া আর ছালবাকল উঠে যাওয়া বাসগুলো সেই একই প্রতিযোগিতায় ছুটছে। সড়কে যাত্রী ধরতে গিয়ে সেই একইভাবে মানুষ হত্যা চলছে। ৯ অক্টোবর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সবে পাস করে চাকরি শুরু করা তরুণী তাসনিম জাহান (আইরিন) রাস্তা পার হতে গিয়ে দুই বাসের প্রতিযোগিতায় প্রাণ হারান। মাত্র ২৪-এ থেমে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ। পুরো ঢাকা এখনো সেই আগের মতোই বাস স্টপেজ, মানে যেখানে খুশি দাঁড়িয়ে যাত্রী তোলা-নামানো চলছেই।

রিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা, মোটরসাইকেল, ঘোড়ার গাড়ি; ছোট-বড়, হালকা-ভারী, দ্রুতগতির যানসহ ১৮ সংস্করণের যানবাহন চলতে দিয়ে, ঢাকার সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানো সম্ভব নয়। গণপরিবহনব্যবস্থা না থাকায় মোটরসাইকেল গণপরিবহন হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত গাড়ি ঢাকা সড়কের ফুটপাতও দখল করছে। রিসেট বাটন টিপে রাতারাতি এ ব্যবস্থাকে পাল্টে ফেলা যাবে না; কিন্তু পুরোনো ব্যবস্থার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নতুন শুরুর একটা যাত্রা তো করতে হবে।

অধ্যাপক মো. হাদিউজ্জামান বলছিলেন, মাত্র ছয় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা গেলেই ঢাকার গণপরিবহনব্যবস্থার খোলনলচে বদলে দেওয়া সম্ভব। ঢাকায় একই ছাতার নিচে একটা সিটি বাস সার্ভিস চালু করতে হবে, যেখানে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। তিন হাজার মালিকের বদলে এক বা একাধিক কোম্পানির অধীন বাসগুলো চলবে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ঢাকার গণপরিবহনব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করার একটা বড় সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে পরিবহনব্যবস্থায় একটা কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে যেসব মেগা প্রকল্প হয়েছে, সেই তুলনায় ছয় হাজার কোটি টাকা খুব বড় বিনিয়োগ নয়। কিন্তু মালিকদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে কোম্পানির আওতায় আনা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। হাদিউজ্জামান বলছিলেন, একটা সিটি বাস সার্ভিস চালু না করে যানজট কমাতে, নৈরাজ্য ও মৃত্যুর মিছিল কমাতে যে উদ্যোগ নেওয়া হোক না কেন, সেটা কোনো কাজে আসবে না।

● **মনোজ দে** *প্রথম আলো*র সম্পাদকীয় সহকারী

রাজনীতি

# পাকিস্তানের গণতন্ত্র ধ্বংসের মুখে, সামনে দুটি পথ

মুস্তাফা নওয়াজ খোখার

পাকিস্তান তার ইতিহাসের বেশির ভাগ সময় সামরিক শাসনের অধীনে ছিল। মাঝেমধ্যে স্বল্প বিরতিতে সেখানে গণতন্ত্র এসেছে। সামরিক বাহিনী যখনই প্রচণ্ড অজনপ্রিয় হয়ে চাপের মুখে পড়েছে এবং চাপের মুখে পড়ে যখন তারা গণতন্ত্রকে সুযোগ দিতে বাধ্য হয়েছে, তখনই দেশটিতে অস্থায়ীভাবে গণতন্ত্র মাথা তুলতে পেরেছে।

সর্বশেষ সামরিক শাসক ২০০৮ সালে বিদায় নিতে বাধ্য হন। এর পর থেকে পাকিস্তান তার ইতিহাসের দীর্ঘতম বেসামরিক শাসনের সময়কাল দেখছে। তা সত্ত্বেও পাকিস্তান এগিয়ে যাওয়ার বদলে পিছিয়ে গেছে এবং গত বছর দেশটি একটি 'হাইব্রিড' শাসনব্যবস্থা থেকে 'স্বৈরাচারী' শাসনব্যবস্থায় ঢুকে পড়েছে।

দেশটির নির্বাচনপ্রক্রিয়া এবং গণতন্ত্র এখন সাধারণ পাকিস্তানিদের কাছে তো বটেই, বিশ্ববাসীর কাছেও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। তবে আমরা আজকের এই অবস্থায় হঠাৎ এসে পড়িনি। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের *দ্য সান অলসো রাইজেস* বইয়ে একটি চরিত্র আরেকটি চরিত্রকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কীভাবে দেউলিয়া হলে?' উত্তরে অপর চরিত্রটি বলে, 'দুভাবে। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর ধপাস করে।'

গত এক দশকে পাকিস্তানের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল এই ধ্বংস ত্বরান্বিত করতে সহযোগিতা করেছে। ক্ষমতার লোভে তারা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নির্বাচনে কারসাজি করেছে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাবু করতে সামরিক প্রভাব ব্যবহার করেছে। এভাবে তারা আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক মানদণ্ড এবং দেশের সংবিধানকে শেষ করে দিয়েছে।

সর্বশেষ দুটি নির্বাচন ছিল অনিয়মে ভরা। এই নির্বাচন রাজনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তির বদলে তা আরও জটিল করেছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে ইমরান খান ক্ষমতায় আসেন। সে নির্বাচনে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম হয় এবং ২০২৪ সালে তাঁকে ক্ষমতা থেকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হয়। ২০১৮ সালে যে ইমরান সামরিক বাহিনীর মিত্র ছিলেন; ২০২৪ সালে সেই ইমরান তাদের শত্রুতে পরিণত হন।

ইতিহাস যদি ঘুরেফিরে আসে, তাহলে ইমরান খানের জন্যও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে; ঠিক যেমন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। কিন্তু বড় প্রশ্ন হলো, সামরিক বাহিনীকে কেন পাকিস্তান শাসনের অধিকার দেওয়া হয়? এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতারা এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলার আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। বরং রাজনীতিকেরা এখনো সামরিক বাহিনীর প্রতি 'আমাকে দেখো, আমাকে নাও' নীতি নিয়ে হাঁটছেন।

ফলে দেশে নানা উদ্বেগজনক প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। রাষ্ট্র ভিন্নমত দমন করতে চেষ্টা করছে। ইমরান খানের দলকে একেবারে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের জাতিগত পশতুনদের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করে আসা সংগঠন পশতুন তাহাফুজ মুভমেন্টকে সম্প্রতি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার চক্র পাকিস্তানের অর্থনীতিকে লাগাতারভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, বিনিয়োগ উবে যাচ্ছে এবং ১ কোটি ২৫ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে। স্কুল থেকে ছিটকে পড়া শিশুদের সংখ্যা এখন ২ কোটি ৫৩ লাখে দাঁড়িয়েছে। এসব শিশুর এক-তৃতীয়াংশের বেশির বয়স ৫ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ এখনো হতাশাজনকভাবে কম।

ইতিহাস যদি ঘুরেফিরে আসে, তাহলে ইমরান খানের জন্যও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে। ছবি : এএফপি

গত মাসে পাকিস্তান তার ইতিহাসের ২৫তম আইএমএফ বেইল আউট কর্মসূচিতে প্রবেশ করেছে। এই বেইল আউট পাকিস্তানকে দেউলিয়া হওয়া থেকে বাঁচালেও আইএমএফের কথামতো লোকসানে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারীকরণ এবং কর বৃদ্ধির মতো কিছু সংস্কার চালু করতে হয়েছে। এগুলো এতটাই অজনপ্রিয় যে আগের সরকারগুলো জনরোষের ভয়ে এসব পদক্ষেপ নিতে চায়নি।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সরকার রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনের বদলে তা আরও জটিল করে তুলেছে। সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগপ্রক্রিয়া যাতে আরও বেশি হাতের মুঠোয় নেওয়া যায়, সে জন্য গত সপ্তাহে সরকার কোনো ধরনের আলোচনা ও বিতর্ক ছাড়াই একটি বিতর্কিত সংশোধনী অনুমোদন করেছে। আন্তর্জাতিক বিচার কমিশন (আইসিজে) এবং জাতিসংঘের মানবাধিকারপ্রধান এই সংশোধনীকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ বলে সমালোচনা করেছেন।

দেশের ভেতরের মতো আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সরকার বেকায়দায় আছে। আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরে যাওয়া এবং তালেবানের কাবুল দখলের পর থেকে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) সন্ত্রাসী হামলায় পাকিস্তানি বেসামরিক নাগরিক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা প্রাণ হারিয়েছেন। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সম্পর্কের অবনতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ এখন গণতন্ত্র এবং ধ্বংসের মাঝামাঝি একটি সংকটময় মুহূর্তে ঝুলে আছে। এ অবস্থায় পাকিস্তানের সামনে দুটি পথ খোলা। হয় দেশটিকে জনগণের মত অনুযায়ী তথা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে চলতে হবে; নয়তো 'ধীরে ধীরে এবং ধপাস করে' ধ্বংসের খাদে পড়ে যেতে হবে।

● **মুস্তাফা নওয়াজ খোখার** একজন সাবেক পাকিস্তানি সিনেটর

*গার্ডিয়ান* থেকে নেওয়া, অনুবাদ : **সারফুদ্দিন আহমেদ**

**প্রথম আলো** রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

**সম্পাদক ও প্রকাশক :** মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

**নির্বাহী সম্পাদক :** সাজ্জাদ শরিফ
**ব্যবস্থাপনা সম্পাদক :** আনিসুল হক

**ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

**প্রধান কার্যালয় :** প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

**বার্তা বিভাগ** ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
**সম্পাদকীয়** ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

**বিজ্ঞাপন :** ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

# ৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

## গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

**রণজিৎ কুমার শীল**, *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

**অধ্যায় ৫**

**# এক কথায় উত্তর**

১. সরল সমীকরণের চলকের ঘাত কত?
২. কোনো সমীকরণ জোটের একাধিক সমাধান থাকলে, তাকে কী বলে?
৩. $2x+y-3=0$ সমীকরণটির সমাধান কয়টি?
৪. দুটি সরলরেখা একটি বিন্দুতে ছেদ করলে, ওই বিন্দুকে কী বলা হয়?
৫. কোনো সমীকরণের অসংখ্য সমাধান থাকার শর্ত কোনটি?
৬. কয়টি বীজগাণিতিক পদ্ধতি দ্বারা সরল সহসমীকরণ সমাধান কর যায়?
৭. দ্বিঘাত সমীকরণের আদর্শ বীজগাণিতিক রূপটি লেখো।
৮. $ax^2+bx+c=0$ সমীকরণটির দ্বিঘাত সমীকরণ হওয়ার শর্ত কী?
৯. $b^2-4ac$ কে আদর্শ দ্বিঘাত সমীকরণের কী বলা হয়?
১০. $ax+by=a^2$ ও $bx-ay=ab$ হলে $(x, y)=$ কত?
১১. $x-5=\frac{x-5}{x}$ সমীকরণটির x এর মান কত?
১২. $4x^2=bx-1$ সমীকরণটিতে b এর মান কত হলে মূলদ্বয় সমান হবে?
১৩. $3x+y=15$ ও $y=8-2x$ সমীকরণদ্বয় সমাধান করলে x-এর মান কত?
১৪. $x+2y=7$, $x-y=0$ হলে $(x, y)=$ কত?
১৫. দুটি সরলরেখা পরস্পর লম্ব হলে এদের সাধারণ বিন্দু কয়টি?
১৬. $(a+b)x=4y-3$; $(a-2)x=2y+6$ সমীকরণ জোটে $a=3$ হলে, সমীকরণ জোটটির সমাধান কয়টি?
১৭. $-\frac{1}{2}x+y=-1$ এবং $x+y=5$ সমীকরণ জোটের ক্ষেত্রে $\frac{a_1}{a_2}$ এর মান কত?
১৮. $x(5x-3)=0$ সমীকরণটি কত ঘাতবিশিষ্ট সমীকরণ?
১৯. সরল সমীকরণের লেখ কীরূপ?
২০. $2x-\frac{3}{2}=1$ হলে x এর মান কত?
২১. $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=2$; $ax+by=a^2+b^2$ সমীকরণ জোটের সমাধান কত?
২২. $\frac{x}{5}+\frac{y}{6}=2$, $\frac{x}{6}+\frac{y}{5}=2$ হলে x ও y এর সম্পর্ক কেমন হবে?

**সঠিক উত্তর**

**অধ্যায় ৫ :** ১. 1, ২. সমঞ্জস, ৩. অসংখ্য, ৪. সমাধান বিন্দু, ৫. $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$, ৬. 3টি, ৭. $ax^2+bx+c=0$, ৮. $a\neq 0$, ৯. নিশ্চায়ক, ১০. $(a, 0)$, ১১. 1 ও 5, ১২. $b=\pm 4$, ১৩. 7, ১৪. $\left(\frac{7}{3}, \frac{7}{3}\right)$, ১৫. ১টি, ১৬. ১টি, ১৭. $-\frac{1}{2}$, ১৮. দুই, ১৯. সরলরেখা, ২০. $\frac{5}{4}$, ২১. $(x, y)=(a, b)$, ২২. $x=y$

## ইংরেজি
### Experience-9

**ইকবাল খান**, *প্রভাষক*
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

By unhesitatingly seeking support, you demonstrate responsibility for your academic success and call for a willingness to take charge of your education.
In conclusion, the key responsibility at this stage of your academic and daily life involves effective time management, active participation in the learning process, and seeking help and support when needed.
নির্দ্বিধায় সহায়তা চাওয়ার মাধ্যমে তুমি তোমার একাডেমিক সাফল্যের জন্য দায়বদ্ধতাকে প্রদর্শন কর এবং তোমার শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছাকে তুলে ধর।
উপসংহারে, তোমার একাডেমিক ও দৈনন্দিন জীবনের এ পর্যায়ে মূল দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে কার্যকর সময় ব্যবস্থাপনা, শেখার প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করা এবং প্রয়োজনে সাহায্য ও সহায়তা চাওয়া।
By managing your time, actively engaging with the classroom teaching-learning, and seeking assistance, you demonstrate maturity, accountability, and a commitment to your study. These qualities

contribute to your academic success and lay the foundation for personal and professional growth. Embracing responsibility in these ways will empower you and your classmates for the educational journey and the future stages of your lives.
তোমার সময় ব্যবস্থাপনা দ্বারা শ্রেণিকক্ষে পাঠদান-শেখানোর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা এবং সহায়তা সন্ধানের মাধ্যমে তুমি অধ্যয়নের প্রতি পরিপক্বতা, জবাবদিহিতা এবং অঙ্গীকার প্রদর্শন কর। এই গুণাবলি তোমার একাডেমিক সাফল্যে অবদান রাখে এবং ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করে। এরূপ দায়িত্ব গ্রহণ তোমার ও তোমার সহপাঠীদের শিক্ষার অভিযাত্রা ও জীবনের ভবিষ্যৎ পর্যায়কে শক্তিশালী করবে।

**A. Choose the best answer from the alternatives.**

**a. What does a responsible student prioritize?**
i. attending games and sports
ii. attending social functions
iii. attending extra classes
iv. A responsible student prioritizes attending classes regularly and being punctual.

**b. What do you understand by the term 'key responsibility'?**
i. the main duty ii. doing group work
iii. idling away time
iv. leading a carefree life

**c. What does the word 'necessarily ' mean?**
i. unnecessairy ii. of no need
iii. inevitalbly iv. avoidably

**d. What is the text about? It is about—**
i. being a carefree student
ii. being a responsible student
iii. being a good examiner
iv. both i and ii

**e. Which of the following in not mentioned as a responsibility of a responsible student?**
i. A responsible student prioritizes attending classes regularly and being punctual.
ii. Being aware of time management.
iii. Taking responsibility of own learning.
iv. Being politically aware

*বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল*

# ষষ্ঠ শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

## বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

**মেজবাহউদ্দিন আহমেদ**, *প্রভাষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

**অধ্যায় ৩**

**# বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

১. ১৯৬৫ সালে পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহে যে মহাকাশযানটি গিয়েছিল, তার নাম কী?
ক. মেরিনার-১ খ. মেরিনার-২
গ. মেরিনার-৩ ঘ. মেরিনার-৪
২. ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া একটি বস্তু অভিকর্ষ বলের টানে নিচে পড়ে। এ ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?
ক. বস্তুটির কোনো ত্বরণ থাকে না
খ. ভূমি স্পর্শ করার মুহূর্তে বস্তুটির বেগ শূন্য হয়
গ. বস্তুটির কোনো ভর থাকে না
ঘ. বস্তুটির গতি সরলগতি
৩. কোনো কিছু ওপরে ছুড়ে মারলে সেটি কোন বলের জন্য বাঁকা হয়ে নিচে পড়ে?
ক. ঘর্ষণ বল খ. চুম্বক বল
গ. মাধ্যাকর্ষণ বল ঘ. টানা বল
৪. রাস্তায় চলা গাড়ি একেক সময় একেক দিকে চলে। এমন গতি কোন ধরনের গতি?
ক. বৃত্তাকার খ. সরল

গ. বক্র ঘ. উপবৃত্তাকার
৫. ঘূর্ণনগতি কোন ধরনের গতির উদাহরণ?
ক. সরলরৈখিক গতি
খ. বক্রগতি
গ. চলন গতি
ঘ. সরল ছন্দিত স্পন্দন
৬. সুতায় বাঁধা পাথর ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ ছেড়ে দিলে, এর ওপর প্রযুক্ত বলের মান কত হবে?
ক. সর্বোচ্চ খ. শূন্য
গ. এক একক পরিমাণ
ঘ. অনির্ণেয়
৭. চাঁদ কখন রাতের আকাশে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়?
ক. অমাবস্যায় খ. পূর্ণিমায়
গ. অষ্টম তিথিতে ঘ. মাসের শুরুতে
৮. পৃথিবীকে পুরোপুরি একবার ঘুরে আসতে চাঁদের কয় দিন সময় লাগে?
ক. ২৫ দিন খ. ২৬ দিন
গ. ২৭.৫ দিন ঘ. ২৯ দিন
৯. চাঁদ পৃথিবীকে কেন কেন্দ্র করে ঘুরছে?
ক. মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে
খ. তড়িৎ বলের কারণে
গ. ঘর্ষণ বলের কারণে
ঘ. এখানে কোনো বলের প্রভাব নেই
১০. একটা নির্দিষ্ট অবস্থার জন্য পর্যাবৃত্ত গতির দোলনকাল কেমন থাকে?
ক. নির্দিষ্ট থাকে খ. অনির্দিষ্ট হয়
গ. কম থাকে ঘ. বেশি থাকে
১১. পর্যাবৃত্ত গতিসম্পন্ন বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করা হলে এর দোলনকাল কী হয়?
ক. একই থাকে খ. পরিবর্তন হয়
গ. সব সময় শূন্য হয়
ঘ. সব সময় সর্বোচ্চ হয়

**সঠিক উত্তর**

**অধ্যায় ৩ :** ১. ঘ ২. ঘ ৩. গ ৪. গ ৫. খ ৬. খ ৭. ক ৮. ঘ ৯. ক ১০. ক ১১. খ

# অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

## বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

**জাহেদ হোসেন**, *সিনিয়র শিক্ষক*
বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

**অধ্যায় ২, পরিচ্ছেদ ২**

**# যাত্রা (গল্প)**
**# বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

৯. বুড়ি কার জন্য চিৎকার শুরু করল?
ক. রাখাইল্যার জন্য খ. হনুফার জন্য
গ. আমজাদের জন্য ঘ. কালামের জন্য
[এক বুড়ি তার ছেলে রাখাইল্যার জন্য চিৎকার শুরু করল। কারণ, সে নৌকায় উঠেনি]
১০. প্রফেসরের সাথে কয়টি বাচ্চা ছিল?
ক. পাঁচটি খ. চারটি
গ. তিনটি ঘ. দুটি
১১. প্রফেসর ও তার স্ত্রীর মুখে ম্লান হাসি ফোটে কেন?
ক. মুক্তিযোদ্ধাদের দেখে
খ. নৌকা দেখে
গ. নদী দেখে ঘ. আত্মীয়স্বজন দেখে
[মুক্তিযোদ্ধাদের দেখে ভরসা পেয়ে প্রফেসর ও তার স্ত্রীর মুখে ম্লান হাসি ফোটে]
১২. প্রফেসর রায়হান নৌকায় করে কোন নদী পার হচ্ছিল?
ক. তুরাগ খ. বুড়িগঙ্গা

শওকত আলী

গ. শীতলক্ষ্যা ঘ. মেঘনা
[প্রফেসর রায়হান তার স্ত্রী, দুই সন্তানসহ ঢাকা ছাড়তে নৌকায় করে বুড়িগঙ্গা নদী পার হচ্ছিল]
১৩. নৌকা থেকে পাড়ে উঠতে সবার কষ্ট হচ্ছিল কেন?
ক. নদীর পাড়ে বালি বলে
খ. নদী খরস্রোতা বলে
গ. নদীর পাড়ে কুমির বলে
ঘ. নদীর পাড় খাড়া বলে
[পাড় খাড়া বলে নদী থেকে ওপরে উঠতে সবার কষ্ট হচ্ছিল]
১৪. প্রফেসর রায়হানের ছাত্রের নাম কী?
ক. কবির খ. আজমল
গ. আসগার ঘ. কায়সার
[প্রফেসর রায়হানের ছাত্রের নাম আসগার। নদী পার হয়ে রায়হান তার দেখা পেয়েছিল]
১৫. নদীর ওপারে তাকালে বুকের ভেতরকার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় কেন?
ক. খাবারের অভাবে
খ. আত্মীয়ের মৃত্যুশোকে
গ. ভয়ানক কষ্টে ঘ. সন্তানের অসুস্থতায়
[নদীর ওপারে তাকালে ভয়ানক কষ্টের কথা চিন্তা করে প্রফেসরের স্ত্রী বিনুর বুকের ভেতরকার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়]
১৬. জখম ছেলেটির কীভাবে উপকার করতে পেরে আসগার গর্ববোধ করে?
ক. একটি লাঠি দিয়ে
খ. একটু খাবার দিয়ে
গ. এক চিমটি লবণ দিয়ে
ঘ. সামান্য টাকা দিয়ে
[বাঁ পায়ে জখমের জন্য ছেলেটি ঠিকমতো হাঁটতে পারতেছিল না। আসগার একটি লাঠি দিয়ে তাকে সাহায্য করতে পেরে গর্ববোধ করে]

**সঠিক উত্তর**

৯. ক ১০. ঘ ১১. ক ১২. খ ১৩. ঘ ১৪. গ ১৫. গ ১৬. ক

# এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

## বাংলা ১ম পত্র
### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**মোস্তাফিজুর রহমান**, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

**প্রবন্ধ : মানুষ মুহম্মদ (স.)**

৮. 'তোমার পতাকা যদি দিয়াছ প্রভু, তাহা বহন করিবার শক্তি আমাকে দাও'—হযরত মুহম্মদ (স.) এ কথা কেন বলেছিলেন?
ক. মক্কাবাসীর অত্যাচরে
খ. কোরাইশদের ভয়ে
গ. লোকদের ভয়ে
ঘ. সত্যকে ব্যাহত হতে দেখে
৯. 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে উল্লিখিত 'সুমহান প্রতিশোধ' কথাটি দ্বারা নবিজির কোন গুণটি তুলে ধরা হয়েছে?
ক. অনুগ্রহ খ. সাধুতা
গ. মহত্ত্ব ঘ. ত্যাগ
১০. 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে সুমহান প্রতিশোধ বলা হয়েছে কোনটিকে?
ক. ভীত ব্যক্তিটিকে অভয় দেওয়াকে
খ. তায়েফবাসীকে ক্ষমা করাকে
গ. মক্কাবাসীকে মুক্ত করে দেওয়াকে
ঘ. অপমানের শর্ত মেনে নেওয়াকে
১১. 'আমি রাজা নই, সম্রাট নই, মানুষের প্রভু নই'—এ উক্তিটি কার?
ক. হযরত আবুবকর (রা.)-এর
খ. হযরত ওমর (রা.)-এর
গ. হযরত মুহম্মদ (স.)-এর
ঘ. হযরত ওসমান (রা.)-এর
১২. 'অরাতি' শব্দটির অর্থ কী?
ক. শত্রু খ. সাহস
গ. উপাসনা ঘ. ভর্ৎসনা
১৩. 'রাহী' শব্দের অর্থ কী?
ক. সাথি খ. মুসাফির
গ. পথপ্রদর্শক ঘ. বন্ধু
১৪. 'হিজরত' শব্দের শাব্দিক অর্থ কী?
ক. পলায়ন করা খ. পরিত্যাগ করা
গ. পরিবর্তন করা ঘ. শুভ সূচনা করা

**সঠিক উত্তর**

৮. ঘ ৯. গ ১০. গ ১১. গ ১২. ক ১৩. খ ১৪. খ

*বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল*

**আগামীকাল থাকবে**



## ইংরেজি ২য় পত্র | Prefixes and Suffixes

**মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস**, *সহকারী অধ্যাপক*
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

**# Complete the text adding suffixes, prefixes or the both with the root words given in the parenthesis.**

1.

A good student is always (a) ___ (mind) ___ of his studies. He is (b) ___ (respect) ___ of his(c) ___ (teach) ___ and superiors. He never (d) ___ (honour) ___ anybody. He is free from (e) ___ (behavior) ___ and never rude to his classmates. As he is (f) ___ (study) ___ he never wastes his time in vain. He is also sincere and listens to his teachers (g) ___ (attentive) ___ so that he can be (h) ___ (success) ___ in life. His punctuality and (i) ___ (determine) ___ help him to (j) ___ (take) ___ and solve any difficult work or job. But he is not (k) ___ (differ) ___ to his moral character. He never mixes with bad boys who are (l) ___ (involve) ___ in various types of (m) ___ (crime) ___ activities. Rather he gets (n) ___ (attract)___ to all good things.

**Answer**

a. mindful; b. respectful; c. teachers; d. dishonours; e. misbehavior; f. studious; g. attentively; h. successful; i. determination; j. undertake; k. indifferent; l. involved; m. criminal; n. attracted.

2.

Success in life depends on the proper (a) ___ (utilize) ___ of time. Those who waste their (b) ___ (value) ___ time in (c) ___ (idle) ___, reduce the time of their important work. (d) ___ (punctual) ___ is another great virtue of human beings that (e) ___ (rich) ___ the (f) ___ (man) ___ life. If one takes lesson from the (g) ___ (biography) ___ of successful persons, one will learn that they never kept any work (h) ___ (do) ___ for the next day. (i) ___ (obvious) ___, they were true to their words. So, they got a (j) ___ (respect) ___ position in the society. If we want to be great in life, we must utilize time (k) ___ (fruit) ___ and (l) ___ (meaning) ___. Moreover, we are to put (m) ___ (import) ___ to punctuality and (n) ___ (sincere) ___.

**Answer**

a. utilization; b. valuable; c. idleness; d. Punctuality; e. enriches; f. human; g. autobiography; h. undone; i. Obviously; j. respectable; k. fruitfully; l. meaningfully; m. importance; n. sincerity

3.

Bangladesh is a (a) ___ (river) and (b) ___ (agriculture) ___ country. So, we can not ignore the (c) ___ (important) ___ of rivers. Our agriculture is largely (d) ___ (depend) ___ on the rivers. But we get (e) ___ (sufficient) ___ water for use from the rivers. There are (f) ___ (differ) ___ reasons behind it. At first, the water of many rivers (g) ___ (dry) ___ up in summer. Again, the water of some rivers is (h) ___ (extreme) ___ poisonous. This poisonous water is (i) ___ (suit) ___ for our agriculture. So, water pollution should be prevented at any cost for the (j) ___ (better) ___ of our agriculture. So the government should carry on (k) ___ (extend) ___ campaign against water pollution. In this (l) ___ (connect) ___, the mass media can play (m) ___ (significance) ___ role in making people (n) ___ (ware) ___ of the harmful effects of water pollution.

**Answer**

a. riverine; b. agricultural; c. importance; d. dependent; e. insufficient; f. different; g. dries; h. extremely; i. unsuitable; j. betterment; k. extensive; l. connection; m. significant; n. aware.

*বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল*

## কৃষিশিক্ষা
### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**মো. আবু সুফিয়ান**, *শিক্ষক*
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

**অধ্যায় ১**

১৩৬. কোনটি উদ্ভিদভোজী মাছ?
ক. রুই খ. গ্রাস কার্প
গ. কাতলা ঘ. ইলিশ
১৩৭. রেণু পোনার জন্য দেহের ওজন কী হারে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে?
ক. ৫-১০% খ. ১০-২০%
গ. ২০-২৫% ঘ. ২৫-৩০%
১৩৮. খাদ্য রূপান্তর হার তুলনা করা হয় কত কেজি মাছের সঙ্গে?
ক. ১ কেজি খ. ২ কেজি
গ. ৩ কেজি ঘ. ৪ কেজি
১৩৯. পোনা মাছের খাদ্যে FCR কত হওয়া উচিত?
ক. ১.০ খ. ১.৫
গ. ২.০ ঘ. ২.৫
১৪০. রুই-জাতীয় মাছের সুষম সম্পূরক খাদ্যে ফিশমিলের পরিমাণ কত?
ক. ১০-২১% খ. ১৫-২৫%
গ. ২৫-৩৫% ঘ. ৩৫-৪৫%
১৪১. চিংড়ির খাদ্যে আমিষের পরিমাণ শতকরা কত ভাগ হওয়া জরুরি?
ক. ৩০-৩৫% খ. ২৫-৩৫%
গ. ৩০-৪৫% ঘ. ৩৫-৪৫%
১৪২. নৈশভোজী মাছ কোনটি?
ক. চিতল খ. কাতলা
গ. চিংড়ি ঘ. সিলভার কার্প
১৪৩. কোন মাসে মাছের বৃদ্ধি কম হয়?
ক. বর্ষাকালে খ. শরৎকালে
গ. গ্রীষ্মকালে ঘ. শীতকালে
১৪৪. অ্যালজি কী?
ক. ছত্রাক খ. শেওলা
গ. ঘাস ঘ. সাইলেজ
১৪৫. শুষ্ক অ্যালজিতে শতকরা কত ভাগ শর্করা থাকে?
ক. ৮-২০ খ. ৮-২৬
গ. ৮-৩০ ঘ. ৮-৩৫
১৪৬. অ্যালজিতে প্রচুর পরিমাণে কোন ভিটামিন থাকে?
ক. এ ও বি খ. কে ও সি
গ. সি ও বি ঘ. ডি ও সি
১৪৭. অ্যালজির প্রধান উপকরণ কোনটি?
ক. মাষকলাই খ. সোডা
গ. ইউরিয়া ঘ. লবণ
১৪৮. মিল্ক রিপ্লেসার কী ধরনের পশুখাদ্য?
ক. দানাদার খ. ঘাসজাতীয়
গ. শুকনাজাতীয় ঘ. তরলজাতীয়

**সঠিক উত্তর**

**অধ্যায় ১ :** ১৩৬. খ ১৩৭. খ ১৩৮. ক ১৩৯. খ ১৪০. ক ১৪১. গ ১৪২. গ ১৪৩. ঘ ১৪৪. খ ১৪৫. খ ১৪৬. গ ১৪৭. ক ১৪৮. ঘ

## নোটিশ বোর্ড

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

### ৯ম শ্রেণিতে বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের শেষ সুযোগ

■ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার অধীনে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (মাধ্যমিক/স্কুল অ্যান্ড কলেজ) ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ৯ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম ইতিপূর্বে শেষ হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ বিবেচনায় রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা ৩১/১০/২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।
# অন্য বোর্ড হতে আসা টিসির মাধ্যমে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের এ সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শেষ করতে হবে।
# ওপরের তারিখের পর কোনো অবস্থাতেই বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ দেওয়া হবে না।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

### বিএজিএড প্রোগ্রামে ভর্তির সময় বৃদ্ধি

■ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)-এর স্কুল অব অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (সার্ড) পরিচালিত ৩ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব অ্যাগ্রিকালচারাল এডুকেশন (বিএজিএড) প্রোগ্রামে ২৪২ টার্মে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪) ভর্তির সময় বাড়ানো হয়েছে।
**ভর্তির যোগ্যতা :** এইচএসসি (বিজ্ঞান গ্রুপ/কৃষিশিক্ষা বিষয়সহ যেকোনো গ্রুপ) অথবা চার/তিন বছর মেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা/সমমানের সার্টিফিকেটধারী এবং ন্যূনতম ২য় বিভাগ বা জিপিএ ২ প্রাপ্ত হতে হবে।
# ভর্তির বর্ধিত সময় : ৩০/১১/ ২০২৪।
# বাউবি'র ওয়েবসাইট (https://www.bou.ac.bd/images/ formbaged_admission_form_210923.pdf) থেকে ভর্তির আবেদনপত্র ডাউনলোড করা যাবে।
# আবেদনপত্রসহ মোট ভর্তি ফি : ৫৬৮৫ টাকা নির্ধারিত ব্যাংক শাখায় জমা প্রদান করতে হবে (রবি থেকে বৃহস্পতিবার)। ব্যাংক ও আনুষঙ্গিক চার্জ আবেদনকারী বহন করবেন।
# বাউবির ওয়েবসাইট (www.bou.ac.bd/index.php/academic-info/admission) ভিজিট করুন। প্রয়োজনে আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রোগ্রাম সমন্বয়কারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.bou.ac.bd

সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়া ও প্রথম আলোর যৌথ আয়োজনে 'ক্ষুদ্র চা শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৌশল নির্ধারণ ও বিনিয়োগে করণীয়' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৬ অক্টোবর ২০২৪। আলোচকদের বক্তব্যের সারকথা এই ক্রোড়পত্রে ছাপা হলো।



# ক্ষুদ্র চা শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৌশল নির্ধারণ ও বিনিয়োগে করণীয়

**ওসমান হারুনি**
সিনিয়র পলিসি অ্যাডভাইজার, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা ও ব্যবসা উন্নয়ন শাখা, রাজকীয় নেদারল্যান্ডস দূতাবাস, ঢাকা, বাংলাদেশ

ডাচ সরকারের উদ্যোগ 'পাওয়ার অব ভয়েস'। বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তিদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করে সমাজে তাদের ক্ষমতায়ন করার জন্য এ প্রকল্প; যা সলিডারিডাড বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্প বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশেও রয়েছে।

আমাদের অন্যতম রপ্তানি পণ্য ছিল চা। বিশ্ববাজারে আমাদের উৎপাদিত চায়ের ভালো চাহিদা ছিল। দেশীয় বাজারে এ চাহিদা তুলনামূলকভাবে কম ছিল। সেটা এখন পুরো বিপরীত হয়ে গেছে। বিশ্ববাজারে প্রতিবেশী দেশগুলোর চা রপ্তানি আরও বাড়ছে, সেখানে আমরা অনেক পিছিয়ে গেছি। আমাদের চা ব্যবসায়ীরা কি কেবল দেশীয় বাজার লক্ষ্য করছেন? পোশাকশিল্প বা অন্যান্য পণ্যের মতো এখানেও বৈচিত্র্য আনা দরকার। স্থানীয় বাজারে চায়ের চাহিদা প্রচুর বেড়েছে, দামও বাড়ছে। তবে চা উৎপাদনকারীদের কোনো আর্থিক পরিবর্তন নেই।

আলোচনায় অনেকগুলো বিষয় এসেছে। তার মধ্যে সামাজিক, আর্থিক, প্রাকৃতিক ও কারিগরি ব্যাপারগুলোয় একটি ফাঁক রয়েছে। এ বিষয়গুলো চা বোর্ডের কাজ করার সক্ষমতা আছে। এখানে সবাই চাষপদ্ধতির ত্রুটির কথা বলছেন; কিন্তু জেনেটিক্যাল বিষয়টিও ভেবে দেখার সুযোগ আছে।

পঞ্চগড়ের উল্টো পাশেই দার্জিলিং। সেখানে বিশ্বমানের চা উৎপাদিত হচ্ছে। আমাদের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা তাদের কাছাকাছি। ওই আলোকে এ অঞ্চলকে হটস্পট ধরে কাজ শুরু হয়েছে। এখানে আমাদের চাষ হওয়া চায়ের প্রজাতিগুলোর মান ও আবহাওয়া বিবেচনা করে বর্তমান প্রজাতির চেয়ে ভালো প্রজাতির ক্লোন নিয়ে কাজ করা দরকার। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের উন্নত জিন আনার সুযোগ আছে। কারিগরি দিক থেকে বাংলাদেশ চা বোর্ড ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়ে গবেষণা করতে পারে।

ক্ষুদ্র চা-চাষিরাও মানসম্মত চা তৈরি করতে পারেন—এটি প্রমাণ করতে এর সম্প্রসারণ করতে হবে। এটিকে ব্র্যান্ডিং করতে হবে। ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়লে চায়ের দাম ও চাহিদা বাড়বে।

বিশ্ববাজারসহ বাংলাদেশেও বৈচিত্র্যময় চায়ের চাহিদা রয়েছে। চা-চাষি ও ব্যবসায়ীদের চা হাতবদল হতে গিয়ে মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগী চলে আসছে। তাই কৃষকদের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে স্লিপ চেইনের প্রথা ভাঙতে পারলে চাষি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক তৈরি হবে। আর চায়ের গুণগত মান ধরে রাখা ব্যক্তি উদ্যোগে সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

Solidaridad

'ক্ষুদ্র চা শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৌশল নির্ধারণ ও বিনিয়োগে করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা। ৬ অক্টোবর ২০২৪ ঢাকার প্রথম আলো কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

**মো. আমির হোসেন**
উন্নয়ন কর্মকর্তা ও ইনচার্জ, বাংলাদেশ চা বোর্ড, পঞ্চগড়

১৯৯৯ উত্তরাঞ্চলের চা চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। ওই সমীক্ষায় বলা হয়, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় ৪০ হাজার একর জমিতে চা চাষ করা সম্ভব।

উত্তরাঞ্চলে চা চাষ একটু ভিন্ন প্রকৃতির। ব্রিটিশ আমলে থেকে চট্টগ্রাম, সিলেট ও শ্রীমঙ্গলে সরকারি খাসজমি লিজ নিয়ে চা চাষ করা হচ্ছে। উত্তরাঞ্চলে ধান, গমের পাশাপাশি কৃষক তাঁর চা চাষ উপযোগী জমিতে চা চাষ শুরু করেন এবং চা বোর্ডের অনুমোদিত ফ্যাক্টরিতে তা বিক্রি করছেন। বাংলাদেশ চা বোর্ড ২০০১ সালে এ অঞ্চলে কার্যালয় স্থাপন করে। এরপর তিনটি প্রকল্পের আওতায় চা বোর্ড থেকে চা-চাষিদের প্রণোদনা ও ঋণসহায়তা দিয়েছি।

চা চাষের এ কার্যক্রম শুরু হয় পাঁচজন ক্ষুদ্র চা-চাষি দিয়ে। ২০২৩ সালে চা-চাষির সংখ্যা ৮ হাজার ৩৭১-এ দাঁড়ায়। ১৫ থেকে ২০ একর জমি নিয়ে চা চাষ শুরু হয়। ২০২৩ সাল শেষে তা ১২ হাজার ১৩২ একর জমিতে সম্প্রসারিত হয়। ২০২৩ সালের চালু থাকা ২৫টি কারখানা থেকে ১ কোটি ৭৯ লাখ ৪৭ হাজার কেজি চা উৎপাদিত হয়, যা মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ১৮ শতাংশ।

২০২৩ সালে নিলামে চা বিক্রি হচ্ছিল না। সে সময় উত্তরাঞ্চলে প্রতি কেজি চা ৬০-৮০ টাকায় বিক্রি করতে হয়। কারখানামালিকেরা চা-চাষিদের ঠিকমতো দাম দিতে পারেননি। ফলে চা-চাষিরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে বাংলাদেশ চা বোর্ড বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়। চায়ের নির্দিষ্ট দাম বেঁধে দেওয়া হয়; কিন্তু উত্তরাঞ্চলের চা সে দামে বিক্রি হচ্ছে না। এ অঞ্চলের উৎপাদিত চায়ের প্রায় ৭০ শতাংশ এখনো অবিক্রীত রয়ে গেছে, যা আমাদের জন্য অশনিসংকেত।

**সেলিম রেজা হাসান**
কান্ট্রি ম্যানেজার, সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়া

সলিডারিডাড একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। আমরা বিশ্বের ৪০টি দেশে কাজ করছি। আমরা কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কাজ করি। নীতিমালাগত বিষয়গুলো নিয়ে সরকারের সঙ্গে কাজ করি।

কৃষকের চা উৎপাদন থেকে শুরু করে চায়ের টেবিলে তা পৌঁছানো পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া নিয়ে সলিডারিডাড কাজ করে। এর ফলে কৃষক, ক্রেতা, ব্যবসায়ী, প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। সলিডারিডাড পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চা নিয়ে কাজ করেছে। আমরা ২০২১ সাল থেকে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র চা-এর উন্নয়নে কাজ শুরু করি।

ক্ষুদ্র চা চাষ এ অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখছে। একসময়ের অতিদরিদ্র পঞ্চগড় এখন বাংলাদেশের মানচিত্রে একটি উন্নয়নশীল জেলা।

গত চার বছরে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ দেখেছি ও শিখেছি। বাংলাদেশে চা-শিল্পের জাতীয়ভাবে উন্নয়ন ঘটাতে আপনাদের আলোচনা ও সুচিন্তিত মতামত থেকে একটি নীতিমালা বা ন র্দেশনা পাবে।

উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় থাকতে হবে। চাহিদা বৃদ্ধি ও জোগান কমলে তৃতীয় পক্ষের উত্থান ঘটে। তারা তখন পুরো বাজারব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। উত্তরবঙ্গে একসময় ভালো চা উৎপাদিত হতো এবং কৃষকেরা ভালো দাম পেতেন। বর্তমানে জাতীয় মোট উৎপাদনের ১৮ শতাংশ চা উত্তরবঙ্গে উৎপাদিত হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে ২৮টি কারখানা রয়েছে। আরও কিছু পাইপলাইনে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে চা উৎপাদন ও চাহিদা কত বৃদ্ধি পেয়েছে, তা বিশ্লেষণ করে নতুন কোম্পানির প্রয়োজনীয়তা যাচাই করতে হবে।

সলিডারিডাড চায়ের গুণগত মান বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছে। আমরা চাই ভালো পাতা, ভালো চা, ভালো দাম। জাতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র চা-শিল্পের অবদান কোনোভাবে অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

চায়ের গুণগত মান বাড়ানোর চেষ্টা করছে। চা-চাষিদের মেশিন দিয়ে পাতা কাটার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে পাতার গুণগত মান ঠিক থাকে। কিন্তু চাষিরা এটা করতে চান না। কারণ, কাচি দিয়ে আর মেশিন দিয়ে কাটা পাতার মূল্যের কোনো ব্যবধান নেই। এখানে চাষিদের বাড়তি মূল্য পাওয়ার বদলে খরচ বাড়ছে। তাই চা-পাতার গুণগত মানের ওপর চায়ের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। মান ফিরিয়ে আনতে পারলে চাষিরা ভালো দাম পাবেন। এখানে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা থাকতে হবে। জাতীয়ভাবে সমন্বিত উদ্যোগ দরকার। ক্ষুদ্র চা-শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাই যেন লাভবান হন, সে বিষয়ে সবার সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে।

**ড. মো. শহিদ-উজ-জামান**
প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক, ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

পঞ্চগড়ের চা-শিল্পকে প্রথম থেকেই বাংলাদেশের চা-শিল্পের একটা অংশ হিসেবে বিবেচনায় নিয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটা একটা অসম প্রতিযোগিতা। এখানে সরকারের উচিত, এই চাষিদের স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়া। তাহলে হয়তো একটা সাম্য আসবে।

এখানে বেশির ভাগ চা-চাষি লিজ নিয়ে জমি চাষ করেন। লিজ জমির চাষি ও নিজস্ব জমিতে চা চাষ করা চাষিদের সুযোগ-সুবিধা সরকারকেই ঠিক করে দিতে হবে।

চায়ের সঙ্গে পর্যটন খাত এগিয়ে নেওয়া যায়। ইকোট্যুরিজম থেকে আয়ের একটা ভিন্ন ব্যবস্থা হবে। পঞ্চগড়ে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে।

কটেজ ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে চা চাষকে একধরনের বাজারজাতের চেষ্টা আমরা করিনি। ক্ষুদ্র চা-চাষিদের নিয়ে এ চেষ্টা করা যেতে পারে।

এ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে বাজার তৈরি করতে হবে। এতে ক্ষুদ্র চা-শিল্পে বিপুল সম্ভাবনাময় গতিপথ তৈরি হবে।

**কামরান তানভিরুর রহমান**
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা সংসদ

বাংলাদেশে গত বছর চা উৎপাদন ছিল ১০২ মিলিয়ন কেজি। এ সংখ্যাটা দাপ্তরিক। প্রকৃত পরিমাণ হয়তো আরও বেশি।

এশিয়া-আফ্রিকা টি অ্যালায়েন্সের একটা অনুষ্ঠান থেকে জানতে পারি, বিশ্বে মোট চাহিদার চেয়ে ৩৮০ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা আছে। পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো দেখতে হবে। শুধু উৎপাদন বাড়ালে চলবে না। আমরা উৎপাদিত চা ক্রেতাদের কাছে পৌঁছাতে পারছি কি না, ক্রেতারা সেই চা কিনছেন কি না, সেটাও দেখতে হবে।

উত্তরবঙ্গের সমস্যা আমরা শুনেছি। চায়ের গুণগত দুর্বল মানের কারণে তাদের চা-শিল্প পিছিয়ে পড়ছে। উত্তরবঙ্গের চাষিরা কেন ভালো চা করতে পারছেন না? এটা শ্রমিকের স্বল্পতার কারণে হতে পারে। আবার চায়ের দামের কারণেও হতে পারে। কৃষক কেজিপ্রতি যে মূল্য পাচ্ছেন, এ মূল্যে ভালো মানের চা দিতে পারবেন না। আপনাদের (পঞ্চগড়) এত দারুণ চা-বাগান থেকে কেন ভালো পাতা আনতে পারছেন না, এ বিষয়টা আপনাদেরই খতিয়ে দেখতে হবে। আপনারা মানসম্পন্ন চা করতে পারলে সার্বিক ফল ভালো হবে। উৎপাদন ও মানের সমন্বয়ে ভালো চা তৈরি হবে।

প্রয়োজনে অতিরিক্ত চা করে আমরা বিক্রি করতে পারছি না। অতিরিক্ত উৎপাদন করব কেন? আমরা রপ্তানি করার মতো চা তৈরি করতে পারিনি। উত্তরবঙ্গকে উৎপাদন কমিয়ে আরও ভালো মানের চা করতে হবে। মান বাড়লে চায়ের মূল্য বাড়বে। অনলাইনে দামাদামি করে সঠিক মূল্য তো পাচ্ছিই না, বরং আরও কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে। আমাদের ইন্টারনেট সমস্যা ও কারিগরি সমস্যা আছে। তাই অনলাইন প্রক্রিয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

চা খাত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত করতে বলছি না। কিন্তু কৃষি খাতের স্বীকৃতি দেওয়া হলে চাল, ডাল, ভুট্টায় যে লোন দেওয়া হয়, আমরাও সে সুযোগ-সুবিধাগুলো পাব।

**সৈয়দ আবুল মনসুর**
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বটলিফ চা কারখানা মালিক সমিতি

পঞ্চগড়ের চায়ের মান নিয়ে সব সময়ই প্রশ্ন ওঠে। চা যদি ভালো দামে বিক্রি হয়, তবে চাষিরাও ভালো দাম পাবেন। আর চায়ের মান ভালো হলে দামও ভালো হবে।

সিলেট ও চট্টগ্রামের তুলনায় উত্তরবঙ্গে আমরা চায়ের দাম অনেক কম পাচ্ছি। এর কারণে পণ্যের চাহিদার জোগান দেওয়া কৃষক বন্ধুরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। চায়ের মান উন্নত না হলে তথা 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' চায়ের এ স্লোগান বাস্তবায়ন না হলে আগামী ১০০ বছরেও উত্তরবঙ্গের চায়ের উন্নতি হবে না। তাই ছয় পাতা, আট পাতা নয়, 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি'—এটি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

আমরা চায়ের যথাযথ মূল্য পাচ্ছি না। তার অন্যতম একটি কারণ মান না বেড়ে পরিমাণ বাড়ছে। গত বছর আমাদের দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে ২০ মিলিয়ন কেজি চা বেশি উৎপন্ন হয়েছে। সেই তুলনায় এ বছর ৫ দশমিক ৫ মিলিয়ন কেজি চা ঘাটতি রয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে এ বছর ১০ মিলিয়ন কেজি উৎপাদন ঘাটতি দেখা দেবে। এর কারণ কৃষক ও বাগানমালিকেরা সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না এবং তাঁরা ব্যাংকঋণ নিতে পারছেন না।

বিভিন্ন কারণে চায়ের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এভাবে উৎপাদন ব্যাহত হতে থাকলে আগামী দিনে চা-শিল্পের অবস্থা পাটশিল্পের মতো হবে। দেশীয় চায়ের উৎপাদন কমে গেলে বড় বড় কোম্পানি চা আমদানি করবে। ফলে চায়ের মূল্য দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। এতে ভোক্তারা যেমন ভুক্তভোগী হবেন, একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, বাগানমালিক সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। রাষ্ট্রের বিলিয়ন বিলিয়ন বৈদেশিক মুদ্রা চলে যাবে।

মূল্যহ্রাসের জন্য ক্রেতারা চা না কিনে ঝুলিয়ে রাখেন। যেমন ২০২৩ সালে আমরা ৬৫ লাখ কেজি বটলিফ চা বিক্রি করেছি। এ বছর ৩০ শতাংশ চা বিক্রি হয়েছে। ৫০ শতাংশের বেশি অবিক্রীত রয়েছে। ক্রেতারা না কিনে পরবর্তী মূল্যহ্রাসের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাদের থেকে নামমাত্র মূল্যে কিনে তাঁরা তিন গুণ দামে বিক্রি করবেন। এখানে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরকে যুক্ত করা উচিত।

কত টাকায় পণ্য কিনে কত টাকা লাভ করবেন ও চায়ের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। চায়ের ক্রেতা বন্ধুদের আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। তাঁরা যেন আমদানি মূল্যের কাছাকাছি মূল্যে হলেও চা কেনেন। তাহলে আমাদের চা-শিল্প বেঁচে যাবে। চা-শিল্পের এই সংকট একটি জাতীয় সমস্যা। এটা নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে মনে করি।

**নিয়াজ আলি চিশতি**
মহাসচিব, বাংলাদেশ বটলিফ চা কারখানা মালিক সমিতি

চায়ের চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্য রাখতে হবে। চাহিদা কম আর উৎপাদন বেশি হলে স্বাভাবিকভাবে বাজারে দাম কমবে। পাশাপাশি মানও কমবে। ২০০১ সালে আমাদের চা উৎপাদন ছিল ৫৩.১ মিলিয়ন কেজি , বিক্রি হয়েছিল ৩৬.৯৫ মিলিয়ন কেজি আর রপ্তানি ১২.৯২ মিলিয়ন কেজি। ২০২১ সালে মোট উৎপাদন বেড়ে গিয়ে ৯৬.৫৫ মিলিয়ন কেজি হয়। আর স্থানীয় বাজারে বিক্রি বাড়ে ৯৫.২৫ মিলিয়ন কেজি। রপ্তানি হয়েছে মাত্র দশমিক ৬৮ মিলিয়ন কেজি।

আমাদের স্থানীয় উৎপাদন বেড়েছে; কিন্তু রপ্তানি অনেক কমে গেছে। এ বছর অতিরিক্ত ২০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে। চাহিদার চেয়ে এত বেশি উৎপাদনের পরেও কীভাবে নতুন নতুন জেলায় চা আবাদ বাড়ানোর চিন্তা করছে? চা বোর্ড নতুন কারখানা স্থাপনের অনুমতি দিচ্ছে। নতুন কারখানা অনুমোদনের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ থাকা বাঞ্চনীয়। চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ভারসাম্য রাখতেই হবে। সিলেট, শ্রীমঙ্গল, চট্টগ্রামে বিশাল জমিতে চায়ের আবাদ হয়। আমাদের সে সংস্কৃতি নেই। পঞ্চগড়ে চায়ের আবাদ নতুন শুরু করেছে। তাই সে তুলনায় আমরা ভালো হতে পারিনি। এখানে চাষাবাদ প্রক্রিয়াটি গুরুত্বপূর্ণ।

চায়ের গুণগত মান ৯৫ শতাংশ নির্ভর করে পাতার ওপর। পাতা গুণগত মানসম্মত না হলে কোনো অবস্থাতেই চায়ের মান ভালো করা সম্ভব নয়। পঞ্চগড়ের কারখানাগুলো বাংলাদেশে যেকোনো কারখানার তুলনায় অত্যাধুনিক। শুধু পাতার কারণে আমরা ভালো মানের চা বানাতে পারছি না।

প্রথমত, কৃষকেরা পাতা বড় করে নিয়ে আসেন। কাঁচি দিয়ে ধান কাটার মতো করে চা-পাতা কাটেন। এতে পাঁচ থেকে আটটি পাতা চলে আসে। এদিকে সিলেট, শ্রীমঙ্গল, চট্টগ্রাম অঞ্চলে নখ দিয়ে পাতা চয়ন করা হয়। এতে তিনটি পাতা আসে। এখানেই চা-পাতার মানের পার্থক্যটা চলে আসে। তা ছাড়া অপরিকল্পিতভাবে সার ব্যবহার করা হয়।

আমাদের পঞ্চগড়ের বাগানে ছায়াবৃক্ষ নেই। ছায়াবৃক্ষ রেইনট্রির মতো বড় গাছ থাকে। সেগুলো ছায়া দেয়। এটি চায়ের পাতার জন্য খুব দরকার। ছায়াবৃক্ষ না থাকার কারণে পাতাগুলো খরার মধ্যে বেশি বড় হয়ে যায় এবং গুণগত মান হ্রাস পায়। বাংলাদেশ চা বোর্ড যদি যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে সঠিক সার প্রয়োগ, মেশিনের ব্যবহার ও চাষিদের দক্ষ করে তোলার ব্যাপারটি নিশ্চিত করে, তবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে।

**আমিরুল হক খোকন**
সভাপতি, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র চা-বাগান মালিক ও চা ব্যবসায়ী সমিতি, পঞ্চগড়

আমাদের এখানে চায়ের ইতিহাস প্রায় ২০০ বছরের। উত্তরাঞ্চলে চায়ের ইতিহাস মাত্র দুই যুগের। প্রথমে সরকার ও চা বোর্ডের চ্যালেঞ্জ ছিল উত্তরাঞ্চলের সমতলে চা চাষ করা। এ দুই যুগের অর্ধেক গেছে চাষের সম্প্রসারণে এবং বাকি সময়টা গেছে চা উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে; অর্থাৎ আমরা এখন উৎপাদন ও বিক্রি করতে পারছি।

চায়ের নিম্নমানের কারণে আমরা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আর দ্বিতীয়ত, আমরা ঠিকমতো সরকারি সহায়তা পাচ্ছি না। চা-শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন। এই মন্ত্রণালয়ের অধীন হওয়ার জন্য কৃষি বিভাগের ঋণ, সার, ওষুধ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। তাই চা-শিল্পকে কৃষি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে অথবা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

পঞ্চগড়ের ও খাগড়াছড়ির পাহাড়ে চা চাষের যাত্রা একই সঙ্গে শুরু হয়। খাগড়াছড়িতে ঋণ সুদহার ৫ শতাংশ নির্ধারণ হয়। আর পঞ্চগড় সুদের হার নির্ধারণ করা হয় ১০ শতাংশ। এ কারণে কেউ ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারেননি। ব্যাংকঋণে কাগজপত্র জমাসহ নানা জটিলতা থাকায় চাষিরা ঋণ নিতে পারছেন না। উত্তরবঙ্গের চা বাংলাদেশে ২০ মিলিয়ন কেজি চায়ের জোগান দিতে সক্ষম হয়েছে। তা না হলে এ ২০ মিলিয়ন চা আমদানি করতে হতো। এখানে আমদানি শুল্ক সাশ্রয় হয়েছে। সরকার সে অর্থ দিয়েই তো আমাদের চাষিদের সহযোগিতা করতে পারে। কারখানাগুলো উচ্চ সুদে ঋণ নিচ্ছে, যা উৎপাদন খরচের সঙ্গে যোগ হচ্ছে। এই জায়গায় সরকারকে সদয় হতে হবে।

পঞ্চগড়ের চা-শিল্পকে বাঁচাতে চাষিদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করার ব্যবস্থা করা হোক। সরকার ডাল চাষে ২ শতাংশ সুদে ঋণ দিয়ে থাকে। চা-শিল্পেও এ সুদহারে ঋণ দেওয়া প্রয়োজন।

উত্তরাঞ্চলে সামগ্রিকভাবে ধান, পাট, ভুট্টা, গমের পাশাপাশি চা একটি অর্থকরী ফসল। এখন মানুষ এর ওপর নির্ভরশীল। পঞ্চগড়ে সিলেটে ও চট্টগ্রামের মতো এখানে দক্ষ শ্রমিকের নেই। কৃষিশ্রমিকদের আমরা চা-শ্রমিকে রূপান্তর করেছি। তাঁরা চুক্তিভিত্তিক একবেলা কাজ করেন, পরের বেলায় কৃষি বা শ্রমজীবী পেশায় ফিরে যান। ফলে তাঁদের চুক্তি হিসেবে বেশি পারিশ্রমিক দিতে হয়। এতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। শ্রমিকের অদক্ষতায় পাতা নষ্ট হয়।

চা বোর্ড উত্তরবঙ্গের জন্য নিলামের মূল্য ১৬০ টাকা নির্ধারণ করেছে। ১৬০ টাকা হলে চাষি ২০ টাকা মূল্য পাবেন। আমরা আলোচনা করে এটা ১৭ টাকা নির্ধারণ করেছি; কিন্তু সেটিও বাস্তবায়িত হয়নি। সলিডারিডাড ও চা বোর্ড প্রুনিং, পাতা কর্তনে ও ব্যবস্থাপনার জন্য যান্ত্রিক সহযোগিতা দিচ্ছে। পঞ্চগড়ের শ্রমিকদের ওপর নির্ভর করা যাবে না, তাই শতভাগ যান্ত্রিকীকরণ করতে হবে। এ যান্ত্রিকীকরণে সহায়তা, সুদের হার ও মন্ত্রণালয়ের মারপ্যাঁচ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে হবে।

**এম শাহ আলম**
ডিরেক্টর অব অপারেশন, ডানকান ব্রাদার্স (বাংলাদেশ) লিমিটেড এবং সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা সংসদ

শ্রীলঙ্কায় অনেক মানের চা আছে। আমাদের এখানে নেই। আমাদের এখানে শ্রীলঙ্কান চায়ের মান পাওয়া যায়। দার্জিলিংয়ের চা এখানে হবে না।

আগে আমরা ইংল্যান্ড থেকে চা আমদানি করতাম। তখন আমাদের দেশের মানুষ চা এত খেতেন না। এখন চা খাচ্ছেন। উৎপাদন বাড়ছে। আমাদের এখানকার সমস্যাগুলো শুধু উত্তরবঙ্গের নয়, পুরো চা-শিল্পের।

আজকের সমস্যার মূল চায়ের গুণগত মান। চাহিদা ও জোগানের ঠিক নেই। এটাই বড় সমস্যা। বিভিন্ন দেশে ধরন অনুযায়ী চায়ের দাম নির্ধারণ করা হয়। আমাদের এখানে কোনো শ্রেণিবিভাগ নেই। কিন্তু ভালো দাম পেতে হলে মান অনুযায়ী শ্রেণীকরণ করতে হবে। মালিকপক্ষকে এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মধ্যস্বত্বভোগীর বদলে সরাসরি কৃষক থেকে চা কিনতে হবে। পাতার মান নির্ভর করে বপন, পরিচর্যা ও তোলার ওপর। চায়ের মান ঠিক করার ক্ষেত্রে চা বোর্ডের কাজ করতে হবে।

সিলেটে চা-শ্রমিকেরা নখ দিয়ে পাতা ওঠান না। ওঠানোটা গুরুত্বপূর্ণ। হাত কাঁচির মতো ব্যবহার করতে হয়। আমাদের উৎপাদন খরচ বাড়ছে, কোভিডে একটা বড় ধস গেছে। বিক্রি ও দামের তুলনায় উৎপাদন খরচ বেড়েছে।

চা-শিল্প কীভাবে টিকে থাকবে, তা নিয়ে ভাবতে হবে। এখানে সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন। এখন সবকিছুর দাম বাড়ছে, কেবল চায়ের দাম কমছে। তাই চায়ের মান বাড়িয়ে শ্রেণি অনুযায়ী দাম নির্ধারণ করতে হবে।

**ফোরাত জাহান সাথী**
চা-চাষি ও চা ব্যবসায়ী, পঞ্চগড়

আমাদের পঞ্চগড়ের বেশির ভাগ চাষি কাঁচি দিয়ে চা কাটেন। ফলে পাতার সঙ্গে ডাঁটা আসে। এতে পাতার গুণ নষ্ট হয়।

আমাদের ভালো চা পেতে গেলে 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি'র বিকল্প কিছু নেই। এ ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। পঞ্চগড়ের চা-চাষিরা ছোট ছোট জমি নিয়ে চা চাষ করেন। তাঁরা আগে বিভিন্ন ধান, পাট, আখের খেতে কাজ করতেন। তাই চা চাষে তাঁদের পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই।

সলিডারিডাড অনেককেই পাতা কাটা যান্ত্রিকিকরনের জন্য উৎসাহিত করছে, কিন্তু ভাল দাম না পাওয়ায় কৃষক মেশিনের ব্যবহার বাড়াচ্ছেন না। কৃষকের মাঠ থেকে কারখানায় পাতা সরবরাহের জন্য যথাযথ পরিবহনব্যবস্থা নেই। আবার ওজনের মেশিনও আমাদের নেই। ফলে কারখানায় পাতা পৌঁছাতে দীর্ঘ সময় ব্যাহত হয়। এতে পাতার মান হ্রাস পায়।

কিছু কিছু কারখানাতে চাষি চা-পাতা জমা দেওয়ার পর তাঁকে স্লিপ দেওয়া হয়। এই স্লিপের মেয়াদ ১৫ থেকে ৪০ দিন। আমরা ক্ষুদ্র চাষি। চা-পাতা বিক্রির টাকায় পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে হয়। কিন্তু আমাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য স্লিপ ধরিয়ে দেওয়া হয়। তখন দালালেরা আমাদের থেকে অল্প দামে এ স্লিপ কিনে নিয়ে যান। আমরা বাধ্য হয়ে কম মূল্যে বিক্রি করে দিই। এখানে কৃষক ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি তাঁর আর্থিক ক্ষতিও হচ্ছে।

এই দালালেরা অবৈধভাবে চা বিক্রি করে আরও বিশৃঙ্খলা তৈরি করেন। তাই এই স্লিপ দেওয়া বন্ধ হওয়া উচিত।

আমরা পরিমাণ নয়, গুণগত মানসম্পন্ন চা চাই। যেন আমাদের চা-শিল্প বিশ্বদরবারে দাঁড় করাতে পারি।

**শাহেদ ফেরদৌস**
সাবেক কান্ট্রি ডিরেক্টর, ট্রেড ক্র্যাফট এক্সচেঞ্জ

ট্রেড ক্র্যাফট ভারতে চা চাষ শুরু করে। আমরা বাংলাদেশেও চা চাষ শুরু করতে চেয়েছিলাম। যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের চায়ের প্রতি নজর দেওয়া শুরু করেছিলাম।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পার্থক্য আছে। ভারতের ও বাংলাদেশের ছোট বাগানের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। আমরা চার হাজার লোককে চা চাষে উদ্বুদ্ধ করেছি। চা চাষের জন্য তাঁদের প্রায় ৬৫ লাখ চারা দিয়েছি। এই চারার দাম সাড়ে তিন থেকে চার কোটি টাকা।

আমরা দুই কোটি টাকা 'ওয়ার্কিং লোন' দিয়েছি। দরিদ্র্য চা-চাষিরা চা চাষ ও তোলার মধ্যবর্তী সময়ে অর্থসংকটে ভোগেন। সে জন্য দুই কোটি টাকা লোন দেওয়া হয়েছে।

আমি ১০ বছর ধরে ওই এলাকায় কাজ করেছি। চা-চাষিদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি। প্রতিটি উপজেলায় আমাদের ২০ জন প্রশিক্ষক আছেন। কীভাবে চায়ের চারা লাগাতে হয়, সেসব দেখিয়েছি।

২০০৬ সালে আমরা পঞ্চগড়ে চা চাষ শুরু করেছি। সে সময়ের সঙ্গে আজ পঞ্চগড়কে তুলনা করলে বিশাল পার্থক্য দেখা যাবে। তখন ১০ মাইল রাস্তা হাঁটার পর একটি চায়ের দোকান পাওয়া যেত। এখন সে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। চা চাষ টিকে থাকতে হলে অংশীদারত্ব দরকার। ছোট ছোট সব চা-চাষি একসঙ্গে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে চা চাষ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। ময়মনসিংহে ধানচাষিদের এটা করিয়েছিলাম। কিন্তু পঞ্চগড়ে চেষ্টা করেও সমন্বয় করাতে পারিনি।

চা চারার বয়স কমবেশি ৬০ বছর। কাঁচি দিয়ে কাটলে এর বয়স ৩০ বছর চলে আসে। আবার যে জমিতে ধান হয়, সে জমিতে চা চাষ করা যাবে না। এ বিষয়ে অনেক জরিপ দরকার।

**ফয়জুল মতিন**
উপদেষ্টা, সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়া

উত্তরবঙ্গের চা-শিল্পের জন্য একমাত্র গুণগত মানের উন্নতি প্রয়োজন। চা উৎপাদনে বাগান ও কারখানা পর্যায়ে গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। সিলেট, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজারে যতবার চা-পাতা উত্তোলন করা হয়, সেখানে উত্তরবঙ্গে বেশি বার ও বেশি বয়সী পাতা উত্তোলন করি। পাতার গুণগত মান উত্তোলনের সংখ্যা দ্বারা সহজেই বিচার করা যায়। এ ক্ষেত্রে করণীয়গুলো ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে।

শ্রমিকঘাটতির ক্ষেত্রে চা চয়নে আমরা আধুনিক যন্ত্র যুক্ত করতে পারি। পাতা চয়নের পর সেগুলোর পরিবহনব্যবস্থার ওপরও গুরুত্ব দিতে হবে। চা-পাতা উত্তোলনের পর প্রায়ই তা খড়ের গাদার মতো স্তূপ করে রাখা হয়। ফলে এখানে অনেক তাপ উৎপাদিত হয়। ৩৫ ডিগ্রির বেশি তাপে চা-পাতার এনজাইমগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এতে চা-পাতা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

চা পরিবহনের ক্ষেত্রে গাড়িতে ৫০০ কেজি ওঠানোর বদলে দুই হাজার কেজি ওঠানো হয়। এতে চা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উত্তরবঙ্গে চা-শিল্পের জন্য অত্যাধুনিক মেশিন রয়েছে, যা দিয়ে সর্বোচ্চ মানের চা তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু সমস্যা হলো কাঁচামাল। চা-বাগান থেকে ভালো চা না এলে কারখানায় আধুনিক যন্ত্র দিয়েও ভালো চা উৎপাদন করতে পারবে না। চা-বাগানে অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না।

এ ছাড়াও গোলটেবিল বৈঠকে আরও বক্তব্য রাখেন গ্রিন ফিল্ড টি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক **মো. ফয়জুল ইসলাম (হিরু)**, সুপ্রিম টি লিমিটেডের **তৌফিক হাসান**, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র চা বাগান মালিক ও চা ব্যবসায়ী সমিতির (পঞ্চগড়) সহ সভাপতি **এ বি এম আখতারুজ্জামান**, ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অরগ্যানাইজেশনের (ইএসডিও) টি এন্ড এসোসিয়েটেড ক্রপস বিভাগের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর **মো. আতিকুজ্জামান**, সলিডারিডাড নেটওয়ার্কের পলিসি অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড রিসোর্স মবিলাইজেশন লিড **ইপ্সিতা হাবিব**, সলিডারিডাড নেটওয়ার্কের লিয়াজোঁ অফিসার **মো. মাহমুদুল আলম**। এছাড়া ক্ষুদ্র চা চাষীদের প্রতিনিধি হিসেব উপস্থিত থেকে পঞ্চগড়ের চাচাষীদের সমস্যা তুলে ধরেন **শাহজাহান খান, মো. রফিকুল ইসলাম, ইমরান আলি চৌধুরী, আবু হানিফা, কবিরুল ইসলাম, শাহীনুর রহমান তরিকুল, দেওয়ান রহমান** ও **মো. রফিকুল ইসলাম**। সবশেষে চা শিল্পের বিকাশে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে কথা বলেন *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক **সোহরাব হাসান**। গোলটেবিল বৈঠকটি সঞ্চালনা করেন *প্রথম আলোর* সহকারী সম্পাদক **ফিরোজ চৌধুরী**

**এপ্রিল-জুনে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৩.৯১%** | বিবিএসের হিসাবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শেষ প্রান্তিক এপ্রিল-জুনে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩.৯১%। বিশেষ প্রতিবেদক, ঢাকা

পুঁজিবাজারে অব্যাহত দরপতনের প্রতিবাদে বাংলাদেশ পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদ গতকাল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সামনে মানববন্ধন করে। ছবি : প্রথম আলো

# সরকার বদলের পর টাকা সরিয়ে নেন এস আলমরা

**ইউনিয়ন ব্যাংক**

এস আলম গ্রুপের প্রধান সাইফুল আলম ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ব্যাংকটি থেকে প্রায় ৫০ কোটি টাকা সরিয়ে নেন।

**সানাউল্লাহ সাকিব**, *ঢাকা*

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরও ইউনিয়ন ব্যাংকে থাকা টাকা তুলে নেন এস আলম গ্রুপের প্রধান সাইফুল আলম ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। পাশাপাশি তাঁরা নিজেদের নামে থাকা টাকা অন্যদের নামে স্থানান্তর করেন, অন্য ব্যাংকেও সরিয়ে নেন। এভাবে ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে প্রায় ৫০ কোটি টাকা সরিয়ে নেয় গ্রুপটি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক পরিদর্শনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। এস আলম গ্রুপ যখন টাকা তুলে নেয়, তখন ব্যাংকটি তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। গত ২৭ আগস্ট এই ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একই সময়ে তাদের টাকা উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউনিয়ন ব্যাংকে এস আলম গ্রুপ ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্টদের ঋণের স্থিতি ১৭ হাজার ২২৯ কোটি টাকা, যা ব্যাংকটির মোট ঋণের প্রায় ৬২ শতাংশ। ২৪৭টি প্রতিষ্ঠানের নামে তারা এই ঋণ নেয়। এসব ঋণ নেওয়ার পর কোনো টাকা ফেরত দেয়নি। অন্যদিকে ব্যাংকটির জনবলের ৭৬ শতাংশই কোনো পরীক্ষা ছাড়াই সরাসরি নিয়োগ পাওয়া, যাঁদের বাড়ি চট্টগ্রামে। এস আলমের বাড়িও সেখানে। ফলে পর্ষদ ভেঙে দেওয়া হলেও তাঁদের সহযোগী দ্বারাই ব্যাংকটি পরিচালিত হচ্ছে।

এদিকে নানা আর্থিক অপরাধের অভিযোগ মাথায় নিয়ে আত্মগোপনে চলে গেছেন ইউনিয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী। এর আগে ব্যাংকটি থেকে নিজের সব টাকা তুলে নেন তিনি।

**কত টাকা সরালেন এস আলমরা**

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ইউনিয়ন ব্যাংকের চট্টগ্রামের মুরাদপুর ও বন্দরটিলা শাখায় সাইফুল আলমের মেয়াদি আমানত হিসাব থেকে ১১ আগস্ট টাকা তুলে নিয়ে খাতুনগঞ্জ শাখায় এস আলম অ্যান্ড কোম্পানির নামে জমা করা হয়। একই দিনে ৪ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যাংকের ডিটি রোড শাখায় স্থানান্তর করে রাসেল এন্টারপ্রাইজ ও বহদ্দারহাট শাখায় ৪ কোটি টাকা স্থানান্তর করে কোভ ট্রেডিংয়ে জমা করা হয়।

এস আলমের ভাই রাশেদুল আলম ৮ ও ১৪ আগস্ট কদমতলী শাখা থেকে ৮ কোটি টাকার মেয়াদি আমানত ভেঙে একই শাখায় জনৈক রাশেদুল করিম চৌধুরী ও আজিজুন্নেসার নামে জমা করা হয়। ২৮ আগস্ট এস আলমের শ্যালক আরশাদ মাহমুদ ৪ কোটি ২২ লাখ টাকার মেয়াদি আমানত ভেঙে পে-অর্ডারের মাধ্যমে অন্য ব্যাংকে সরিয়ে নেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনমতে, এস আলম-সংশ্লিষ্ট আনসারুল আলম ওআর নিজাম রোড শাখা থেকে ২০ আগস্ট দেড় কোটি টাকা তুলে নেন, পরে তা জনৈক রোকেয়া বেগম ও হাসনা হেনার নামে জমা করা হয়। এর আগে ১৮ আগস্ট জনৈক গোলাম সারোয়ার চৌধুরী ৩ কোটি ২৬ লাখ টাকার মেয়াদি আমানত ভেঙে তা এস আলম কোল্ড রোল স্টিল মিলের হিসাবে জমা করেন।

এস আলম গ্রুপ সংশ্লিষ্ট টপ টেন ট্রেডিং হাউসের নামে ব্যাংকটির খাতুনগঞ্জ, আগ্রাবাদ ও মুরাদপুর শাখায় জমা থাকা ৩২ কোটি ২৭ লাখ টাকার মধ্যে ১২ কোটি ২৯ লাখ টাকা ১১ আগস্ট তুলে নেওয়া হয়। বাকি অর্থ তুলে ব্যাংকের আগ্রাবাদ ও মুরাদপুর শাখায় বিভিন্ন ব্যক্তির নামে জমা করা হয়। এই গ্রাহকের নামে ব্যাংকটির গুলশান শাখায় ৬০ কোটি ৫৬ লাখ টাকার ঋণ রয়েছে, যা আদায় হচ্ছে না।

**ঋণের ৬২% এস আলমের**

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত জুনে ব্যাংকটির মোট ঋণ ছিল ২৭ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে এস আলম গ্রুপ ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ ১৭ হাজার ২২৯ কোটি টাকা, যা ব্যাংকটির মোট ঋণের ৬২ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, এস আলম গ্রুপ ২৪৭টি প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ নেয়। পরে এসব হিসাবে আর কোনো টাকা জমা হয়নি। এর মধ্যে ঢাকার পান্থপথ শাখার এক গ্রাহককে প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি ছাড়াই ১১৮ কোটি টাকা দেওয়া হয়। তারা যেসব প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ নেয় তার বেশির ভাগেরই অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। যেসব মুঠোফোনে নম্বর ব্যবহার করা হয় সেগুলোও বন্ধ পেয়েছে।

কোনো স্থায়ী আমানতের বিপরীতে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ দেওয়া যায়, অথচ ইউনিয়ন ব্যাংক ৭৯ কোটি টাকা জমার ওপর ৮৫৩ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। এ ছাড়া স্থায়ী আমানতের পরিবর্তে ভুয়া আমানত দেখিয়ে ১ হাজার ১৭৫ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শক দল ব্যাংকটির এমডিকে পাঠানো এক চিঠিতে জানায়, 'ইউনিয়ন ব্যাংকে এস আলম গ্রুপের ঋণ প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা, যার বেশির ভাগই কাল্পনিক লেনদেন। এসব ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানত নেই।'

এদিকে ব্যাংকটি এখন তারল্যসংকটে ভুগছে। অনেক শাখায় নগদ লেনদেন বন্ধ রয়েছে। নতুন পর্ষদও তেমন কোনো উদ্যোগ নিতে পারছে না।

ব্যাংকটির চেয়ারম্যান মু. ফরীদ উদ্দিন আহমদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা প্রতিনিয়ত তদারকির মাধ্যমে ব্যাংকের পরিস্থিতির উন্নতির চেষ্টা করে যাচ্ছি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিলেই পরিষ্কার হবে কে কত টাকা নিয়েছে।'

# সূচকের পতন থামছে না, তদন্ত কমিটির কাজ শুরু

**শেয়ারবাজার**

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

শেয়ারবাজারের দরপতন যেন থামছেই না। দরপতনের কারণ অনুসন্ধানে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসির পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি গঠনের উদ্যোগও বাজারের পতন থামাতে পারেনি। গতকাল সোমবারও দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৬৭ পয়েন্ট বা প্রায় দেড় শতাংশ কমেছে। তাতে ডিএসইএক্স সূচকটি আরও কমে নেমে এসেছে ৪ হাজার ৮৯৮ পয়েন্টে।

দরপতনের প্রতিবাদে দ্বিতীয় দিনের মতো গতকালও রাজধানীর মতিঝিলে ডিএসই ভবনের সামনে বিক্ষোভ করেছে একদল বিনিয়োগকারী। এর আগে গত রোববারও বাজারে বড় ধরনের দরপতন হওয়ায় কয়েক শতাধিক বিনিয়োগকারী মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে বিক্ষোভ করেছিলেন। গতকালও লেনদেন শুরুর পরপরই দরপতনের প্রতিবাদে বিনিয়োগকারীরা তাঁদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় সেখানকার নিরাপত্তায় ছিল পুলিশের বাড়তি সতর্কতা।

বাংলাদেশ বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে এই কর্মসূচি পালিত হয়। বিক্ষুব্ধ বিনিয়োগকারীরা দরপতন ঠেকাতে ব্যর্থতার অভিযোগে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দেন।

বিনিয়োগকারীরা অভিযোগ করেন, টানা দরপতনে পুঁজি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছেন লাখ লাখ বিনিয়োগকারী। অথচ পুঁজির নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে বিএসইসি। তাঁরা বলেন, বিনিয়োগকারীরা রাজপথে থাকতে চান না। কিন্তু সরকার ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা 'পতন ঠেকাতে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায়' বাধ্য হয়ে বিনিয়োগকারীরা রাস্তায় নেমে এসেছেন।

এদিকে শেয়ারবাজারের সাম্প্রতিক দরপতনের কারণ অনুসন্ধানে বিএসইসি গঠিত তদন্ত কমিটি গতকাল থেকে কাজ শুরু করেছে। প্রথম দিনে কমিটির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে তদন্তের কর্মপন্থা ঠিক করেছেন। বিএসইসি সূত্রে জানা যায়, যেসব কোম্পানির শেয়ারের দরপতন সাম্প্রতিক সময়ে সূচকে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, সেসব শেয়ারের বিক্রিতে কোনো ধরনের অনিয়ম হয়েছে কি না, এ সময় ঋণ সমন্বয়ে কী পরিমাণ ফোর্সড সেল বা জোর করে বিক্রি হয়েছে, তার তথ্য সংগ্রহ করবে। এ ছাড়া বাজারের পতন ঠেকাতে করণীয়বিষয়ক সুপারিশের জন্য কমিটি বাজার-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করারও প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সূত্রটি জানায়।

এদিকে আগের দিনের ধারাবাহিকতায় গতকালও শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয় সূচকের পতনে। প্রথম ৩০ মিনিটের মধ্যে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৬০ পয়েন্টের বেশি কমে যায়। এর আগে রোববার এই সূচকটি প্রায় দেড় শ পয়েন্ট কমে ৫ হাজারের মাইলফলকের নিচে নেমে এসেছিল। গতকাল সেটি আরও কমে সাড়ে ৩৭ মাসের ব্যবধানে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে। এর আগে সর্বশেষ ২০২০ সালের ২ সেপ্টেম্বর ডিএসইএক্স সূচকটি ৪ হাজার ৮৯১ পয়েন্টের সর্বনিম্ন অবস্থানে ছিল।

# আন্দোলনের প্রভাব এডিপিতে

**অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক**

**বিশেষ প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

গত জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অর্থনীতির অনিশ্চয়তায় চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) সর্বনিম্ন বাস্তবায়ন হয়েছে গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে। বাস্তবায়নের হার মাত্র পৌনে ৫ শতাংশ।

শতাংশের হিসাবের পাশাপাশি টাকার অঙ্কেও আগের পাঁচ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসের তুলনায় কম টাকা খরচ হয়েছে গত তিন মাসে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে ১৩ হাজার ২১৫ কোটি টাকার। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় যা প্রায় সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা কম। গতকাল সোমবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এডিপি বাস্তবায়নের হালনাগাদ এই তথ্য প্রকাশ করেছে।

গত জুলাই থেকে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দেশজুড়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলে। তাতে সরকারেরও পতন হয়। ছাত্র-জনতার এই আন্দোলনের প্রভাব পড়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে। আবার আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে সরকারের প্রশাসনেও অস্থিরতা তৈরি হয়, যা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রভাব ফেলে। এ ছাড়া বহু প্রকল্পের ঠিকাদার কাজ ফেলে রেখে চলে গেছে বলে অভিযোগ করেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

আইএমইডি সূত্র জানায়, চলতি অর্থবছরের তিন মাসে এডিপি বাস্তবায়নে ১৩ হাজার ২১৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যার পরিমাণ ছিল ২০ হাজার ৬০৯ কোটি টাকা। প্রথম তিন মাসের হিসাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২১ হাজার ৮৯৫ কোটি টাকা; ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৯ হাজার ৫৫৯ কোটি টাকা এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৭ হাজার ৩০১ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। এ ছাড়া শতাংশের হিসাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে এডিপির ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়। এর আগের চার অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে সর্বনিম্ন সাড়ে ৭ থেকে সর্বোচ্চ সাড়ে ৮ শতাংশ এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছিল।

চলতি অর্থবছরের এডিপির আকার ২ লাখ ৭৮ হাজার ২৮৯ কোটি টাকা। আর প্রকল্পের সংখ্যা ১ হাজার ৩৫২।

জেওন ইউ জিনের অ্যালবাম

ডিসেম্বরে আসছে কে পপ গায়িকা জেওন ইউ জিনের অ্যালবাম *অনলি ইউ*। বিনোদন ডেস্ক

## টুকরো খবর

### দ্বিতীয় কন্যা

দ্বিতীয় সন্তানের বাবা-মা হলেন বাপ্পা মজুমদার ও তানিয়া হোসাইন। গতকাল সোমবার সকালে ঢাকার পান্থপথের একটি হাসপাতালে দ্বিতীয় কন্যার জন্ম দেন তানিয়া। বাপ্পা বলেন, 'এ সত্যিই ভীষণ আনন্দের অনুভূতি। সবার কাছে আমাদের মেয়ে ও মেয়ের মায়ের জন্য দোয়া চাই। মা-মেয়ে দুজনই সুস্থ আছে।' বাপ্পা জানান, এখনো নাম ঠিক করা হয়নি। বাপ্পা-তানিয়ার প্রথম সন্তান অগ্নিমিত্রা মজুমদার।
**বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

**বাপ্পা মজুমদার ও তানিয়া হোসাইন।** ছবি : ফেসবুক থেকে

### ট্রেন্ডিংয়ের শীর্ষে

বাংলাদেশ থেকে সংগীতের ট্রেন্ডিংয়ে শীর্ষে রয়েছে *স্ত্রী ২* সিনেমার গান 'আজ কি রাত'। গানে তারকা অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়ার সঙ্গে পঙ্কজ ত্রিপাঠি, রাজকুমার রাওকে দেখা গেছে। সুরকার শচীন-জিগরের সঙ্গে এ গানে আরও কণ্ঠ দিয়েছেন মধুবন্তী বাগচি, দিব্য কুমার ও শচীন-জিগর। *স্ত্রী ২* বাংলাদেশেও মুক্তির কথা রয়েছে। **বিনোদন ডেস্ক**

'আজ কি রাত' গানের দৃশ্য। ইনস্টাগ্রাম

### বরুণের নায়িকা

*হ্যায় জওয়ানি তো ঈশক হোনা হ্যায়* ছবিতে বরুণ ধাওয়ানের নায়িকা হচ্ছেন পূজা হেগড়ে। বাবা চিত্রপরিচালক ডেভিড ধাওয়ানের এই রোমান্টিক-কমেডি ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করবেন বরুণ। শিগগিরই ছবির শুটিং শুরু হবে।
**প্রতিনিধি**, *মুম্বাই*

আলাপন

বেশ কিছুদিন **আজমেরী হক বাঁধন**-এর নতুন কোনো কাজের খবর নেই। ২৮ অক্টোবর ছিল তাঁর জন্মদিন। জন্মদিনে তাঁর সঙ্গে কথা বলল 'বিনোদন'

# যখন কথা বলা দরকার, কথা বলি

**জন্মদিন এলেই বয়স নিয়ে অনেকে চিন্তিত হন। আবার কেউ বলেন, বয়স হচ্ছে শুধু একটা সংখ্যা। আপনার কাছে কোনটা?**
বয়সটা আমার কাছে শুধুই বয়স। তাই আলাদাভাবে কিছু চিন্তা করি না। প্রতিটি বয়স পার করে এখন ৪১ বছরে আছি। আশা করি, সামনে অনেক বছর বেঁচে থাকব। তত দিন নানা রকম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাব। আমার কাছে মনে হয়, ৪০ বছর পার হওয়ার পরে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি গত বছর। আর সেটি আমার খুব চমৎকার লেগেছে। আমার কাছে মনে হয়েছে, নতুন করে জন্ম হয়েছে—চিন্তায়, মননে, জীবনযাত্রায়—সবকিছুতে। আমার স্বপ্ন, আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস, সম্মান—সবই বেড়েছে। তাই আমার কাছে মনে হয়েছে, ৪০ বছরে ঢুকে পড়ার মধ্য দিয়ে নতুন জীবনের সূচনা হয়েছে।

**ছাত্র-জনতার আন্দোলনে প্রথম থেকেই সোচ্চার ছিলেন।**
এখন কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছি। আশা করি, অস্বস্তিটা কিছুদিনের মধ্যে কাটিয়ে উঠতে পারব। বর্তমান পরিস্থিতিই আসলে আমাদের অস্বস্তির কারণ। আমরা একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্যে আছি। আসলে এমন একটা শাসনব্যবস্থায় ছিলাম, সেখান থেকে নতুন সরকার এসে, সুন্দর করে অ্যাকিউমুলেট করা কষ্টসাধ্য হচ্ছে। আমরা জনগণ যারা আছি, তারাও ভীষণ অস্থির। নানা রকমের ঘটনা ঘটছে, সেগুলোতে অস্বস্তি হওয়াটাও স্বাভাবিক। একটা নষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সঠিক করার কঠিন চ্যালেঞ্জ তো আমাদের এই সরকারের এবং জনগণের। সেই জায়গা থেকে মনে হয়, যে ঘটনাগুলো ঘটছে, আশপাশে অস্থিরতা কাজ করছে, সেটিতে অস্বস্তিবোধ হচ্ছে।

**অভিনয় থেকেও অনেক দিন দূরে আছেন।**
এ বছরে আমার দুটো সিনেমার কাজ শুরুর কথা ছিল। একটা ছিল সেপ্টেম্বরে, আরেকটার শুটিং পরিকল্পনা আমরা ডিসেম্বরে করেছিলাম। এর মধ্যে একটা কাজ সম্ভবত বাতিলই হয়ে গেছে। আরেকটা কাজ পিছিয়েছে, আগামী ফেব্রুয়ারিতে হতে পারে। সামনের নভেম্বরে *এশা মার্ডার* ছবির বাকি অংশের শুটিং করব। রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিতের *মাস্টার* ছবিটি করেছি। আর ওভাবে আসলে কাজের কথা হয়নি। আসলে গত ৫ বছরে আমি যেভাবে আমার জীবনযাপন ঠিক করেছি, এর মধ্যে খুব বেশি কাজ করা হয়নি। *রেহানা মরিয়ম নূর* যখন করেছি, প্রায় তিন বছরের বিরতি নিয়েছি। তারপর *রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনো খেতে আসেনি* করেছি, *খুফিয়া* করেছি, এরপর *এশা মার্ডার* করলাম, *মাস্টার* করলাম। খুবই অল্প কাজ করেছি। চেষ্টা করেছি, যে ধরনের কাজ করতে চাই, সেটিই যেন করতে পারি। এ জন্য গত পাঁচ বছরে খুব বেশি কাজ আমার ছিল না। এটা নিয়ে আমি হতাশও নই।

**সার্বিকভাবে চলচ্চিত্র মন্থর, নতুন সিনেমা সেভাবে মুক্তি পাচ্ছে না, শুটিংও সেভাবে হচ্ছে না।**
কাজ হবে। দেশের অবস্থা, সবার অবস্থা—একরকম অস্বস্তির মধ্যে আছে। আমি তো আসলে দেখছি, অনেকে শুটিং করছে। বিজ্ঞাপন হচ্ছে, অনেক পরিচালক সিনেমা বানাচ্ছেন, পরিকল্পনাও করছেন। আমার কাছে মনে হয় না, খুব একটা ঝামেলা হবে।

**আপনি তো মুম্বাই, কলকাতায় কাজ করেছেন। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আরও পেশাদারি আনার জন্য আর কী করা যেতে পারে?**
জাতি হিসেবে প্রথমে আমাদের বিচক্ষণ হতে হবে। আমার কাছে মনে হয়, পেশাদারির সঙ্গে আমরা একেবারে অপরিচিত। পেশাদারি বলতে আমরা কী বুঝি, নিজেরাও জানি না। সত্যি সত্যি আমাদের দেশে যদি পেশাদারি শুরু হয়, তাহলে আমাদের এখানে কাজের গুণগত মান আরও ভালো হবে। মানুষ আরও আরাম করে কাজ করতে পারবে।

আজমেরী হক বাঁধন। ছবি : খালেদ সরকার

**এই আন্দোলন শিল্পী হিসেবে আপনার ওপর কী প্রভাব ফেলেছে?**
শিল্পী হিসেবে আলাদা কী প্রভাব ফেলেছে, সেটি আলাদা করতে পারছি না। তবে একজন মানুষ হিসেবে কী কী প্রভাব ফেলেছে, তা বলতে পারি। আসলে এ রকম একটা শাসনব্যবস্থা ছিল, যেটাতে আমরা সবাই স্টকহোম সিনড্রোমে ছিলাম। এ রকম একটা শাসনব্যবস্থায়ও আমরা নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিলাম। একধরনের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। সেই স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার পতন ঘটেছে, সেটি তো নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আনন্দের। ছাত্র-জনতার যে আন্দোলন, সেখানে ছাত্রদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারাই আমাদের পথ দেখিয়েছে। তাদের ভূমিকা দেখে বাংলাদেশ নিয়ে আমি আশাবাদী। ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময় আমাদের জন্য কঠিন ছিল। কোনো সন্দেহ নেই, আমরা খুব কঠিন সময় পার করেছি। এখনো করছি। কারণ, দেশের প্রতিটি সেক্টর আসলে বিধ্বস্ত, দুর্নীতিতে নিমজ্জিত, নষ্ট হয়ে গেছে, পচে গেছে। প্রতিটি সেক্টরে আবার নতুন করে সংস্কার ও সচল করা নিঃসন্দেহে খুব কঠিন একটা কাজ। সে কাজটা এখন যাঁরা সরকারে আছেন তাঁরা করছেন। ছাত্র-জনতার সবাই সমর্থন করছে, সেটি দেখে ভালো লাগছে। অবশ্যই আশা করি, ভোটের মাধ্যমে যে সরকার আসবে, তারা সচেতনভাবে দেশ পরিচালনা করবে। তাদের মধ্যে এ ধরনের স্বৈরাচারী মনোভাব যাতে আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, সেটি আশা করব।

**সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই বলছেন, বাঁধন হঠাৎ চুপ হয়ে গেছেন। কারণ কী?**
আমি কখন কথা বলব, কোন বিষয়ে কথা বলব, কী কথা বলব—সেটি আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনারা যদি আমার লাইফের ট্র্যাকটা দেখে থাকেন, তাহলে দেখতে পারবেন, যখন যেখানে মনে করেছি, আমি বলেছি। যেখানে মনে করেছি যে আমি বলতে চাই না, আমি বলি নাই। এ রকম না যে হঠাৎ করে এমন কিছু হয়েছে। জীবনের এই বাঁকবদল আমার আছে। যখন আমার মনে হয় চুপ হওয়া দরকার, আমি চুপ হই। যখন মনে হয় কথা বলা দরকার, কথা বলি। এটা একান্তই আমার নিজস্ব, বাঁধনের ব্যাপার।

**সাক্ষাৎকার : মনজুর কাদের**, *ঢাকা*

*দ্য অ্যাপ্রেনটিস* সিনেমায় সেবাস্তিয়ান স্ট্যান। ছবি : আইএমডিবি

# যেভাবে ট্রাম্প হয়ে উঠলেন স্ট্যান

হলিউড

**বিনোদন ডেস্ক**

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের তরুণ বয়সের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে সিনেমা *দ্য অ্যাপ্রেনটিস*। গত ২০ মে কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ারের পর থেকেই সিনেমাটিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। ১১ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় সিনেমাটি। পুরো সিনেমাটি সেভাবে প্রশংসিত না হলেও নজর কেড়েছেন ট্রাম্পের চরিত্রে অভিনয় করা সেবাস্তিয়ান স্ট্যান। সম্প্রতি চলচ্চিত্রবিষয়ক মার্কিন গণমাধ্যম *ভ্যারাইটিকে* স্ট্যান জানিয়েছেন পর্দায় তাঁর ট্রাম্প হয়ে ওঠার গল্প।

তরুণ বয়সের ট্রাম্প হয়ে উঠতে শারীরিক চ্যালেঞ্জই ছিল বেশি। সেবাস্তিয়ান স্ট্যান জানান, নিজের ফোনে ট্রাম্পের পাঁচ শতাধিক ভিডিও নিয়ে ঘুরেছেন তিনি। বিভিন্ন সময় ও অ্যাঙ্গেলে ধারণ করা এসব ভিডিও দেখে পর্দায় ট্রাম্প হয়ে ওঠার প্রস্তুতি নিয়েছেন স্ট্যান। এ ছাড়া ওজন বাড়াতে হয়েছে ১৪ পাউন্ড। অভিনেতার ভাষ্যে, 'এসব ভিডিওতে তাঁর হাঁটাচলা, কথা বলার ভঙ্গি, উচ্চারণ ইত্যাদি বিষয় খেয়াল করেছি। এ ছাড়া তাঁর প্রচুর সাক্ষাৎকার পড়েছি, নিজের মতো করে একটা চরিত্র দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি।' এই তরুণ অভিনেতা জানান, ব্যক্তিগতভাবে তিনি ট্রাম্পের ভক্ত নন, কিন্তু পর্দায় ট্রাম্পের চরিত্রে অভিনয়ের ক্ষেত্রে কোনো আপস করেননি। বরং তাঁর সামর্থ্যের চেয়ে অন্তত ১০ শতাংশ বেশি দিয়েছেন।

*দ্য অ্যাপ্রেনটিস* সিনেমাটি বানিয়েছেন ইরানি বংশোদ্ভূত ড্যানিশ নির্মাতা আলি আব্বাসি। সিনেমাটি নিয়ে বিতর্কের কারণ, এতে ট্রাম্পকে ধর্ষক হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রথম স্ত্রী ইভানাকে তিনি নির্যাতন করতেন, সেটাও দেখানো হয়েছে সিনেমায়। কানে প্রদর্শনীর পর থেকেই আলোচনায় সিনেমার একটি দৃশ্য। যেখানে ট্রাম্প (সেবাস্তিয়ান স্ট্যান) স্ত্রী ইভানার (মারিয়া বাকালোভা) ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন।

তবে বিতর্ক হলেও বিভিন্ন গণমাধ্যম সিনেমাটির প্রশংসাই করেছে। বিশেষ করে সেবাস্তিয়ান স্ট্যানের। এই অভিনেতা যেভাবে তরুণ বয়সের ট্রাম্প হিসেবে পর্দায় হাজির হয়েছেন, এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ সমালোচকেরা। বিবিসি এ ছবির সমালোচনায় বলেছে, তরুণ ট্রাম্প হিসেবে স্ট্যান দারুণ। তাঁর অঙ্গভঙ্গি, হাঁটাচলা ছিল দারুণ। আর তিনি যে ট্রাম্পের ক্যারিকেচার না করে বরং পর্দার চরিত্র হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন, এটা ছিল সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত।

আলি আব্বাসির আগের সিনেমা *হলি স্পাইডার* ২০২২ সালে কান উৎসবেই মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে লড়েছিল। ছবিটিতে অভিনয়ের জন্য সে বছর সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছিলেন জার আমির ইব্রাহিমি।



### সুজানার বিয়ে

**বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

সাত বছর ধরে দুবাই আছেন একসময়ের জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী সুজানা জাফর। সেখানেই সৈয়দ হকের সঙ্গে পরিচয়। পরিচয়ের এক পর্যায়ে দুই পরিবারের সিদ্ধান্তে বিয়ে করেছেন তাঁরা। গত ২২ আগস্ট দুবাইয়েই সম্পন্ন হয়েছে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। সৈয়দ হকও দুবাই থাকেন, পেশায় ব্যবসায়ী।

“ওরা লিগে এখন ১৪তম, এটি অগ্রহণযোগ্য। ১০ ম্যাচ পর ইউনাইটেডের মতো দল ১৪ নম্বরে থাকতে পারে না।

**গ্যারি নেভিল**
**এরিক টেন** হাগ বরখাস্ত হওয়ার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা **করলেন** সাবেক ইউনাইটেড রাইট ব্যাক





# এই টেস্টের আগেও অন্য আলোচনা

**বাংলাদেশ-দ. আফ্রিকা সিরিজ**

পাকিস্তান ও ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের গত দুটি সিরিজের মতোই এবারও মাঠের খেলা ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠছে অন্য বিষয়।

**তারেক মাহমুদ**, *চট্টগ্রাম থেকে*

বাংলাদেশের ক্রিকেটের তাহলে এটাই নিয়তি? খেলা যখন চলবে, তখন সমান্তরালে চলবে অন্য আলোচনাও!

পাকিস্তান সফরের সময় মাঠের খেলা ছাপিয়ে আলোচনায় উঠে এল সরকার পরিবর্তনের পর বিসিবির শীর্ষ পদে রদবদল। ভারত সিরিজ গরম করে দিয়েছিল সাকিব আল হাসানের অবসরের ঘোষণা, যেটার উত্তাপ ছুঁয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলতি সিরিজে মিরপুরের প্রথম টেস্টকেও। সে উত্তাপ কমতে না কমতেই আরেক আলোচনা—আজ শুরু বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টটাই হয়ে যেতে পারে অধিনায়ক হিসেবে নাজমুল হোসেনের শেষ ম্যাচ!

তা-ও ভালো, নাজমুল বিসিবিকে অধিনায়কত্ব ছাড়ার ইচ্ছার কথা জানালেও দলীয় পরিমণ্ডলে আলোচনাটা আনেননি। তবে সিরিজ চলাকালে এ রকম খবর ছড়িয়ে পড়লে দলের মনোযোগে কিছুটা হলেও প্রভাব পড়তে বাধ্য।

টেস্ট-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে এসে কাল তাইজুল ইসলাম যদিও বলেছেন, দলে এ নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। তাঁরা বরং টেস্টটা কীভাবে জেতা যায়, সেই চিন্তা করছেন। সিরিজের মধ্যে খেলার বাইরের বিষয়গুলো নিয়েও তাইজুলের দর্শন পরিষ্কার। তাঁর চোখে এসবের প্রভাব পড়া বা না পড়াটা ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে। এককথায়—যে যেভাবে নেয়।

এবার একটু খেলায় চোখ ফেরানো যাক। আরও নির্দিষ্ট করে বললে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের টেস্ট ইতিহাসে। এ মাঠে ২৪টি টেস্টে বাংলাদেশ জিতেছে মাত্র দুটি, সর্বশেষটিও ২০১৮ সালের নভেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। এরপর গত ছয় বছরে ছয় টেস্টের পাঁচটিতেই হার। একমাত্র ড্রটি ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। এর আগে ২০১৫ সালের সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেও এখানে একটি টেস্ট ড্র করেছিল বাংলাদেশ। তবে সেটি ছিল বৃষ্টির সৌজন্যে।

এবার চট্টগ্রামে বৃষ্টি নেই, আছে শরীর পোড়ানো প্রচণ্ড রোদ। তবে মিরপুরের বৃষ্টির মতো চট্টগ্রামের গরমও যেহেতু নিয়ন্ত্রণের বাইরে, মানিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কিছু করার দেখেন না দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। ঘরের মাঠে বাংলাদেশকে আরেকবার ভালো দলের স্বীকৃতি দিয়েও কাল সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সামনে রেখে এই টেস্টেও জয়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে তাঁর দল।

কাল দুপুরে বাংলাদেশ দলের অনুশীলনের সময় জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে নির্বাচক হান্নান সরকারের সঙ্গে অধিনায়ক নাজমুল হোসেন। অধিনায়কত্ব ছাড়তে চাওয়া নিয়েই বেশি প্রশ্ন হবে বলেই হয়তো তিনি কাল সংবাদ সম্মেলনে আসেননি। ছবি : শামসুল হক

তাইজুলের কথা অনুযায়ী বাংলাদেশও জয়ের জন্যই খেলবে। সে রকম একটা বড় লক্ষ্য তো অবশ্যই থাকতে হবে। যত বড় লক্ষ্য, তত বেশি পথ পাড়ি দেওয়ার সম্ভাবনা। জয় না হোক, তখন ড্রয়ের দেখা মিললেও মিলতে পারে। আবার ড্র-ও না হলে ম্যাচটা পেতে পারে একটু বাড়তি আয়ু।

মূল কাজটা বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদেরই করতে হবে। চট্টগ্রামের উইকেট বরাবরই রানপ্রসবা। দূর থেকে দেখে এবারও সে রকমই মনে হচ্ছে। তাতে দক্ষিণ আফ্রিকার রানের পাহাড়ে চড়ার সম্ভাবনা যেমন আছে, বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরাও পারেন অন্তত রানে ফেরার লক্ষ্য স্থির করে নিতে।

শীর্ষ ব্যাটসম্যানদের কারও ব্যাটেই ধারাবাহিকতা নেই। ওপেনার সাদমান ইসলাম রাওয়ালপিন্ডিতে ৯৩ রানের ইনিংস খেলার পর কানপুরে ফিফটি করলেও মিরপুরে আবার ০ আর ১। আরেক ওপেনার মাহমুদুল হাসান পাকিস্তান, ভারতে খেলেননি। মিরপুরে করেছেন মন্দের ভালো ৩০ ও ৪০। মুমিনুল হক কানপুরে প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরির পর দ্বিতীয় ইনিংসে ২, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মিরপুরে ৪ ও ০। অধিনায়ক নাজমুল ইনিংস শুরু করতে পারলেও বড় করতে পারছেন না। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম ইনিংসে ১৯১ করার পরের আট ইনিংসে মুশফিকুর রহিমের সর্বোচ্চ কানপুরের দ্বিতীয় ইনিংসের ৩৭। রাওয়ালপিন্ডির দ্বিতীয় টেস্টে ১৩৮ রানের ইনিংসের পর থেকে লিটন দাসের কষ্ট হচ্ছে দুই অঙ্কে যেতেই।

প্রথম ছয় ব্যাটসম্যানই যখন অধারাবাহিক, তখন সাতে এসে কিছুটা ভরসা দিচ্ছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। কিন্তু চট্টগ্রামের ব্যাটিং উইকেটেও ব্যাটসম্যানদের খারাপ সময় কাটিয়ে ওঠার আভাস দিতে না পারাটা হবে দুর্ভাগ্যজনক। ব্যাটসম্যানদের কাছ থেকে দেখে তাইজুলের অবশ্য মনে হচ্ছে, শুধু এক-দুটি ভালো জুটি, কোনো একজনের একটা সেঞ্চুরি হলেই পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে যাবে।

নয়তো চট্টগ্রামে লেখা হতে পারে আরেকটি হতাশার গল্প। একটা দুঃসংবাদ অবশ্য টেস্ট শুরুর আগেই শুনতে হয়েছে বাংলাদেশ দলকে। পরশু অনুশীলনে মাথায় বলের আঘাত পাওয়া উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান জাকের আলী ছিটকে পড়েছেন দল থেকে। তাঁর জায়গায় নেওয়া হয়েছে আরেক উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান মাহিদুল ইসলামকে। অর্থাৎ, আগে থেকেই দলে থাকা হাসান মুরাদসহ চট্টগ্রাম টেস্টের স্কোয়াডে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা ক্রিকেটার এখন দুজন।

## বাংলাদেশের পরিস্থিতি দুর্ভাগ্যজনক : মার্করাম

**ক্রীড়া প্রতিবেদক**, *চট্টগ্রাম থেকে*

কানপুরে টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর মিরপুরে শেষ টেস্ট খেলার ইচ্ছা পূরণ হয়নি সাকিব আল হাসানের। চট্টগ্রাম টেস্টের আগে আবার আলোচনা—বাংলাদেশ দলের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিতে পারেন নাজমুল হোসেন।

এইডেন মার্করাম

চট্টগ্রাম টেস্টের আগে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ দলের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে জানতে চাওয়া হয় দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক এইডেন মার্করামের মন্তব্য। প্রতিপক্ষ অধিনায়ক হিসেবে বাংলাদেশ দলের এ রকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাওয়াটাকে কীভাবে দেখছেন তিনি?

স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের খেলার দিকেরই মনোযোগটা বেশি তাদের। মার্করামও পরিষ্কার করেই বলেছেন, বাংলাদেশ দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় তাঁদের ভাবনায় নেই। তবে সঙ্গে এটাও বলেছেন, এ রকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাওয়া কোনো দলের জন্যই প্রত্যাশিত নয়, 'পারফরম্যান্সের নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। তবে পরিবেশটা অন্তত ঠিক রাখা যায়। বাংলাদেশ দল এখন যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তা দুর্ভাগ্যজনক।'

মিরপুরে ৭ উইকেটে জেতার পরও বাংলাদেশকে সমীহই করছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক, 'কোনো সন্দেহ নেই, এটা আমাদের জন্য কঠিন একটা ম্যাচ হতে যাচ্ছে।'

# তাইজুল শুধুই একজন বাঁহাতি স্পিনার নন

**চট্টগ্রাম টেস্ট**

**তারেক মাহমুদ**, *চট্টগ্রাম থেকে*

তাইজুল ইসলাম

একজন সিনিয়র ক্রিকেটার হিসেবে বাংলাদেশ দলে যেকোনো ভূমিকাই নিতে প্রস্তুত তাইজুল। এমনকি অধিনায়কত্বও।

বাংলাদেশের ক্রিকেটে এ মুহূর্তে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সম্ভবত—'এরপর কে'। কানপুর টেস্টের আগে সাকিব আল হাসান অবসরের ঘোষণা দিলেন টেস্ট আর টি-টোয়েন্টি থেকে। সেই ভারত সিরিজেই মাহমুদউল্লাহ জানালেন, এরপর আর খেলবেন না আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি।

নাজমুল হোসেনেরটা সেই অর্থে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা নয়, অবসরের ব্যাপার তো নয়ই। তবে নাজমুল বিসিবিকে জানিয়েছেন, তিনি আর অধিনায়কত্ব করতে চান না। বিষয়টি যদিও এখনো মীমাংসিত নয়, সম্ভাবনা আছে নাজমুলের তাঁর অবস্থান থেকে সরে আসারও, কিন্তু এ ধরনের খবর ছড়িয়ে পড়া মানেই সম্পূরক প্রশ্ন—এরপর কে?

বিষয়টি নিয়ে নাজমুল-বিসিবি আনুষ্ঠানিক আলোচনার আগেই পাখা মেলল 'এরপর কে'র আলোচনা। কাল তো দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের দ্বিতীয় টেস্ট-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে তাইজুল ইসলামকে এ রকম প্রশ্নও করা হলো—টেস্টের অধিনায়কত্ব দিলে তিনি তা নিতে প্রস্তুত কি না। তাইজুল না বলবেন কেন! নাজমুলের অধিনায়কত্ব না করা নিয়ে দলীয় পরিমণ্ডলে কোনো আলোচনা নেই, এ বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণা নেই বলেও জানিয়ে দিয়েছেন, 'যেহেতু ১০ বছর খেলেছি, তো পুরোটাই তৈরি।'

ম্যাচের আগের দিনের আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে সাধারণত অধিনায়কই আসেন। অনেক সময় কোচ, অধিনায়ক বাদ দিয়ে দলের সিনিয়র কোনো ক্রিকেটারও। তাইজুলকে অনায়াসেই সে কাতারে ফেলে দেওয়া যেত এবং এভাবে ভাবলে তাঁর সংবাদ সম্মেলনে আসাটাও গ্রহণযোগ্যতা পেত। কিন্তু কেউ যেন এটা মেনে নিতেই রাজি নন যে একজন সিনিয়র ক্রিকেটার হিসেবে তাইজুলও হতে পারেন দলের প্রতিনিধি।

বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের ক্রিকেটে তাইজুলের সেই ভাবমূর্তিই তৈরি হয়নি। সাকিব আল হাসানের পর এখন টেস্টে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট তাঁর, অনেক ম্যাচেই বল হাতে উজ্জ্বল পারফরম্যান্স। তবু এ দেশের ক্রিকেটে 'তাইজুল ইসলাম' নামটা খুব বড় কোনো তারকার প্রতিবিম্ব হয়ে উঠতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ, বাঁহাতি স্পিনার হওয়ার কারণে তাঁকে সাকিবের ছায়ায় ঢাকা পড়ে থাকতে হয়েছে। এ নিয়ে মিরপুর টেস্টে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তাইজুল, তাঁর দিক থেকেও অনেক কিছু পরিষ্কার করেছেন।

একজন সিনিয়র খেলোয়াড় হিসেবে দলে তাঁর একটা অবস্থান তৈরি হওয়ারই কথা। আর সেটি দিয়ে দলে তাঁর ইতিবাচক ভূমিকা রাখার এটাই আদর্শ সময় কারণ, তাইজুলের চেয়ে ঠিক এক ধাপ অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা সবাই এখন বিদায়ের মিছিলে। সে হিসাবে তাইজুলের কাছে এটা জানতে চাওয়া মোটেও অস্বাভাবিক নয় যে তিনি একটা সংস্করণের অধিনায়কত্ব নিতে প্রস্তুত কি না।

তবে এ আলোচনার আগেই তো প্রশ্নটা ওঠে—একজন সিনিয়র ক্রিকেটার হিসেবে ড্রেসিংরুমে বা মাঠে তিনি কতটা প্রভাববিস্তারী ভূমিকা রাখতে পারছেন। হ্যাঁ, বল হাতে তাইজুল তা দারুণভাবেই পারছেন, কিন্তু সেটি তো বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল। কিন্তু এত বছর খেলে তাইজুল দলের নিউক্লিয়াসের অংশ হতে পেরেছেন কি না বা দল তাঁকে সে জায়গাটা দিয়েছে কি না, এতে ঠিক সেসব প্রশ্নের উত্তর মেলে না।

কাল তাইজুলের কাছেই জানতে চাওয়া হয়েছিল এ নিয়ে। জবাব যা বললেন, তাতে কিছু অব্যক্ত ব্যথাও যেন মিশে থাকল, 'আমি অবশ্যই ভূমিকা রাখতে পারি। তবে আমার কাছ থেকে আপনি কতটুকু নিচ্ছেন, তা গুরুত্বপূর্ণ। সেটা একজন সতীর্থ হিসেবে বা দেশের জনগণই হোক।'

মূল প্রশ্নটা এখানেই। অধিনায়কত্বের প্রসঙ্গটা বাদই দিন। একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার হিসেবে মাঠের বাইরেও বাংলাদেশ দলকে অনেক কিছু দিতে প্রস্তুত তাইজুল। কিন্তু তারকা-পূজারি বাংলাদেশের ক্রিকেট কি তা নিতে প্রস্তুত? ১০ বছর জাতীয় দলে খেলে ফেলেও এখনো তাইজুল যেন শুধুই একজন বাঁহাতি স্পিনার!

# সিলেটের বড় জয়, আশিকুরের সেঞ্চুরি

**জাতীয় ক্রিকেট লিগ**

**ক্রীড়া প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

২২০ রানের লক্ষ্য, চট্টগ্রামের বিপক্ষে সিলেট পরশুই ২ উইকেটে ১৩০ রান তুলে ফেলেছিল। বাকি ৯০ রান কাল তৃতীয় দিনে ১৮.১ ওভারে আর মাত্র ২ উইকেট হারিয়েই পেয়ে যায় দলটি। সিলেটে আগের দিনের দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান পিনাক ঘোষ ও অমিত হাসানই মূলত কাল ম্যাচের সব উত্তেজনায় জল ঢেলেছেন। অমিত ব্যক্তিগত ৪৩ রানে ফিরে গেলেও পিনাক (৬২*) দলকে জিতিয়েই ফিরেছেন।

বিকেএসপিতে কাল প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি পেয়েছেন ঢাকা বিভাগের ওপেনার আশিকুর রহমান। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ব্যাটসম্যান ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ম্যাচে ১০ চার ও ৫ ছক্কায় ১৮৬ বলে করেছেন ১২৯ রান। তিনে নামা জয়রাজ শেখ করেছেন ৮৭। তাঁদের দল প্রথম ইনিংসে করে ৩২৭ রান। রংপুর দিন শেষ করেছে দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ২৮ রান তুলে।

খুলনায় এনামুল হক (৯৫), সৌম্য সরকার (৬৩), অমিত মজুমদার (৬৭) ও মেহেদী হাসানের (৬৩) ফিফটিতে ৯ উইকেটে ৪০৮ রান করে প্রথম ইনিংস ছাড়ে খুলনা। বরিশাল করেছে বিনা উইকেটে ২৮ রান।

# ইউনাইটেডে টেন হাগকে সরিয়ে নিস্টলরয়

**খেলা ডেস্ক**

অনেক দিন ধরেই সুতোয় ঝুলছিল তাঁর ভাগ্য। প্রতি সপ্তাহেই মনে হতো, এই বুঝি বরখাস্ত হলেন এরিক টেন হাগ। শেষ পর্যন্ত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সিদ্ধান্তটা নিল গতকাল। ক্লাবের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিবৃতিতে টেন হাগকে বরখাস্ত করার ঘোষণা দিয়ে একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, নতুন কোচ নিয়োগ দেওয়ার আগ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন রুড ফন নিস্টলরয়। গত বছর জুলাই থেকে টেন হাগেরই সহকারী ছিলেন ইউনাইটেডের সাবেক এই ডাচ স্ট্রাইকার।

২০১৩ সালে স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন অবসর নেওয়ার পর ১১ বছরে স্থায়ী ও অন্তর্বর্তী হিসেবে ইউনাইটেডের ডাগআউটে দাঁড়িয়েছেন ৯ জন কোচ। টেন হাগের অধীনে ১২৭ ম্যাচে ৭০টি জয় পেয়েছে ইউনাইটেড, হেরেছে ৩৪ ম্যাচ। গোল করেছে ২১৬টি, খেয়েছে ১৬৩টি। আড়াই বছরে জিতেছে একটি করে এফএ কাপ ও লিগ কাপ।

## ছোট পর্দায় আজ

**চট্টগ্রাম টেস্ট-১ম দিন** *টি স্পোর্টস ও গাজী টিভি*

| | |
|---|---|
| বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা | সকাল ১০টা |

**জাতীয় ক্রিকেট লিগ** *ইউটিউব/বিসিবি*

| | |
|---|---|
| ঢাকা বিভাগ-রংপুর | সকাল ১০টা |
| খুলনা-বরিশাল | সকাল ১০টা |

**এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ** *টি স্পোর্টস*

| | |
|---|---|
| বসুন্ধরা কিংস-ইস্ট বেঙ্গল | রাত ৯টা |

ফাইনালের আগে বিশ্রামের দিনে হোটেলেই একটু ঘুরে বেড়ালেন বাংলাদেশের নারী খেলোয়াড়েরা—(বাঁ থেকে) মনিকা চাকমা, শামসুন্নাহার সিনিয়র, সাবিনা খাতুন ও ঋতুপর্ণা চাকমা। গতবারের মতো এবারও নেপালের সঙ্গে ফাইনাল খেলবে বাংলাদেশ। ছবি : বাফুফে

# সাবিত্রাই কি বড় বাধা সাবিনাদের

**সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ**

**মাসুদ আলম**, *কাঠমান্ডু থেকে*

কাঠমান্ডু শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া বিষ্ণুমতী নদী অনেকটাই শুকিয়ে গেছে। দেখে কে বলবে, এটা একটা নদী! বাংলাদেশের কোনো নালার মতো চেহারা। সেটির পাশ ধরে একটু এগিয়ে কালিমাটি সোলট্রি হোটেল। কাল দুপুরে হোটেলে গিয়ে সুইমিংপুলের পাড়ে পাওয়া গেল সাবিত্রা ভান্ডারিকে। কখনো হাঁটছেন, কখনো সতীর্থদের সঙ্গে খুনসুটিতে ব্যস্ত। এ মুহূর্তে নেপালের ক্রীড়াঙ্গনে সবচেয়ে বড় তারকার চুলের কাটটা একটু অন্য রকম, যা অন্যদের চেয়ে তাঁকে আলাদা করে চেনায়।

মাঠের খেলায়ও সাবিত্রা আলাদা। পরশু ভারতের বিপক্ষে ঘটনাবহুল দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তাঁর গোলেই নেপাল ম্যাচে ফেরে এবং টাইব্রেকারে জেতে ৪-২ গোলে। সেদিন প্রথম সেমিতে ভুটানকে ৭-১ গোলে উড়িয়ে হোটেলে এসে কিছু খেয়েদেয়ে কোচ পিটার বাটলার মাঠে যান পুরো দল নিয়ে। খেলা বন্ধ হওয়ার পর ৪৫ মিনিট পর্যন্ত মাঠে ছিলেন মনিকা-মারিয়ারা। নিরাপত্তার কারণে এরপর বাংলাদেশ দলকে মাঠ ছাড়তে বলা হয়। ফলে সাবিত্রার গোলটা মাঠে বসে দেখা হয়নি বাংলাদেশের মেয়েদের। পরে শুনেছেন, বলতে গেলে সাবিত্রাই ফাইনালে নিয়েছেন নেপালকে।

দশরথ উপচে পড়া দর্শকের সামনে আলো কাড়া সাবিত্রাকে নিয়ে নেপালের সমর্থকদের অনেক আশা। ফরাসি ক্লাবে খেলা ২৭ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড নেপাল জাতীয় দলের জার্সিতে ৫০ ম্যাচে করেছেন ৫১ গোল। এই গোলমেশিনকে নিয়েই সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের আগে যত আলোচনা বাংলাদেশ শিবিরে।

সাবিত্রা ভান্ডারি

ভুটানকে ৭-১ গোলে উড়িয়ে ফাইনালে ওঠা বাংলাদেশ দলের যাঁর সঙ্গেই কাল হোটেলে দেখা হয়েছে, সাবিত্রা-প্রসঙ্গ তুলেছেনই সাংবাদিকেরা। সাবিত্রাই কি আগামীকাল দশরথ রঙ্গশালায় নারী সাফের শিরোপা ধরে রাখার পথে বাংলাদেশের বড় বাধা? হোটেল চত্বরে *প্রথম আলো*র সঙ্গে অধিনায়ক সাবিনা খাতুনের কথোপকথনেও এল প্রসঙ্গটা। সাবিনা বললেন, 'ও তো গতবারও ছিল। হয়তো একটু অসুস্থ ছিল। তবে সে অবশ্যই ওদের কার্যকর একজন খেলোয়াড়।'

ডিফেন্ডার আফঈদা খন্দকারের ওপর বাড়তি দায়িত্ব পড়তে পারে সাবিত্রাকে আটকানোর। পারবেন তো? দলের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে আসা আফঈদার কণ্ঠে প্রত্যয়, 'ওর বিপক্ষে আগেও খেলেছি। অবশ্যই ঠান্ডা মাথায় তাঁকে ঠেকানোর চেষ্টা করব।'

ফাইনালের আগপর্যন্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭ গোল করা নেপালের স্ট্রাইকার রেখা পৌডেল ফাইনালে থাকছেন না সেমিতে লাল কার্ড দেখায়। এটা বাংলাদেশের জন্য একটু স্বস্তি। সাবিত্রা-পৌডেল জুটি একসঙ্গে খেললে সেটা বিপদের কারণ হতে পারত। ডিফেন্ডার আফঈদাও যাতে একমত, 'রেখার না থাকা অবশ্যই স্বস্তির। ও থাকলে বেশি ঝামেলা হতো। সাবিত্রা-রেখা দুজনই খেললে আমাদের ওপর বেশি চাপ পড়ত।'

চাপ তবু থাকছেই। দশরথে ১৬-১৭ হাজার স্বাগতিক দর্শকের উপস্থিতিও বিরাট চাপই। এই প্রসঙ্গও কাল ঘুরেফিরে এসেছে। তবে আফঈদা সেটিকে ভয় পাচ্ছেন না, 'কালকে আমরা সেমিফাইনালটা দেখতে গিয়েছিলাম, যাতে বুঝতে পারি ফাইনালে কেমন দর্শক হতে পারে। তবে আমরা এতে ভয় পাচ্ছি না।'

২০২২ ফাইনালেও স্বাগতিক দর্শকের চাপ জয় করেই জিতেছে বাংলাদেশ। এবারও সেটাই হবে বলে বিশ্বাস দলের সহকারী কোচ মাহবুবুর রহমানের। এই মেয়েদের সঙ্গে আছেন অনেক দিন। তাঁর স্ত্রী দলটির সহকারী কোচ ও এবার ম্যানেজারও। কথা বলতে বলতে আবেগে তাঁর চোখ ছলছল করে, 'জানি না কত দিন বাঁচব, আমার স্বপ্ন এখান থেকে ভালো ফল নিয়ে যাওয়া।' সেটিও সম্ভবও মনে করেন, 'গতবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমরা ছাদখোলা বাসে আনন্দ করেছি। আশা করি, মেয়েরা বিমুখ করবে না এবারও।'

মাহবুবুর কথা বলার সময় ভারতের কোচ লনে হাঁটছিলেন। ভারতের মেয়েরা এদিক-ওদিক ঘুরছেন। সবারই মন খারাপ। সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম পাঁচ আসরেই চ্যাম্পিয়ন ভারত টানা দুবার ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ। অন্যদিকে টানা দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ-নেপাল ফাইনাল হচ্ছে। সেই ফাইনালে বাংলাদেশের বড় ভরসা অবশ্যই ভারতের বিপক্ষে ২ গোলের পর ভুটানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করা তহুরা খাতুন। কী যেন একটা হাতে নিয়ে রুমের দিকে যাওয়ার সময় লাজুক হেসে এই প্রতিবেদককে বললেন, 'ফাইনাল নিয়ে দোয়া কইরেন।'

খেলোয়াড়দের মুখেই এখন এই এক কথা—'দোয়া কইরেন।'

**ভাপা পিঠা** হেমন্তকাল। গ্রামের পথে-ঘাটে ভাপা পিঠা বিক্রি শুরু হয়েছে। গতকাল থেকে এই মৌসুমি ব্যবসা শুরু করলেন মনুজা বেগম। প্রতিটি পিঠা এই দুর্মূল্যের বাজারেও মাত্র ৫ টাকায় বিক্রি করছেন তিনি। ছবিটি রংপুর শহরতলির বুড়াইল এলাকায়। ছবি : মঈনুল ইসলাম

# স্কুলে ভর্তির আবেদন শুরু ১২ নভেম্বর, বাছাই লটারিতে

**বিশেষ প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন দেশের সব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মহানগর ও জেলা সদর উপজেলায় অবস্থিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আগামী শিক্ষাবর্ষের (২০২৫) জন্য প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণিতে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। আগামী ১২ নভেম্বর থেকে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) সূত্রে জানা গেছে, ২৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সভায় আবেদন গ্রহণের এ সময় নির্ধারণ করা হয়। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। এরপর ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে ভর্তির লটারি।

এই প্রক্রিয়ায় ভর্তি সম্পন্ন করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে শূন্য আসনের তথ্য চেয়েছে মাউশি। ৩০ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বরের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এসব তথ্য দিতে হবে। কোনো শ্রেণি-শাখার জন্য শিক্ষার্থীর চাহিদা কোনোভাবেই ৫৫ জনের বেশি দেওয়া যাবে না। তথ্য ফরমে ঢাকা মহানগরীর প্রতিষ্ঠানপ্রধানেরা প্রতিষ্ঠানসংলগ্ন সর্বোচ্চ তিনটি থানাকে (পুলিশ স্টেশন) 'ক্যাচমেন্ট' এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করবেন।

প্রতিবারই বছরের শেষ সময়ে এসে পরবর্তী বছরের ভর্তির প্রক্রিয়া চলে। ভর্তি শেষে জানুয়ারিতে ক্লাস শুরু হয়। আগে কেবল প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির কাজটি হতো লটারির মাধ্যমে। কিন্তু করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে ২০২১ শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়গুলোয় সব শ্রেণিতেই লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এর পর থেকে একই প্রক্রিয়ায় ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী বাছাই করা হচ্ছে।

এবার কোটায় ভর্তির ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। যেমন এত দিন মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে নাতি-নাতনিদের ভর্তির জন্য ৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত রাখার নিয়ম ছিল। নতুন সিদ্ধান্ত হলো, মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যার জন্য ৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত থাকবে। না পাওয়া গেলে মেধাতালিকা থেকে এই আসনে ভর্তি করতে হবে।

পরিযায়ী পাখি

হবিগঞ্জের সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানের পুণ্যি পুকুরে একটি পুরুষ লালপেট নীলমণি। ছবি : লেখক

# কমলা-লাল বুকের বিরল নীলমণি

**আ ন ম আমিনুর রহমান**, *পাখি ও বন্য প্রাণী প্রজনন ও চিকিৎসাবিশেষজ্ঞ*

বিরল নাকতা হাঁসের মমি করা নিষ্প্রাণ দেহটি প্রথম দেখি লন্ডনের বিশ্বখ্যাত ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে ২০১৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। তিন বছর পর ভারতের রাজস্থানের জয়পুর ও ভরতপুর এবং উত্তর প্রদেশের আগ্রায় সত্যিকারের হাঁসটিকে দেখলাম। তবে দুর্ভাগ্য, দেশের মাটিতে কখনোই পাখিটিকে দেখিনি। সে কারণে ২০২০ সালের ৮ মার্চ টাঙ্গুয়ার হাওরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। রাতের বাসে উঠব, তাই সকালেই ব্যাগপত্র গুছিয়ে ফেললাম। দুপুরের খাবারের পর টিভি অন করতেই আইইডিসিআরের ঘোষণায় দেশে প্রথম করোনা পজিটিভ রোগী শনাক্ত হওয়ার কথা জানা গেল। বাসা থেকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হলাম। অনেক কষ্টে পরিবারকে বুঝিয়ে রাতের বাসে চাপলাম।

শেষ পর্যন্ত অতি আরাধ্য বিরল নাকতা হাঁসের ছবি তুলতে সক্ষম হলাম সফরের দ্বিতীয় দিন, অর্থাৎ ১০ মার্চ সকালে। এরপর সুনামগঞ্জ শহরে ফিরে এসে দুপুরের বাস ধরলাম হবিগঞ্জের সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানে যাওয়ার জন্য। সাতছড়ি পৌঁছে দ্রুত দুপুরে খাবার সারলাম। তারপর ছুটলাম বনের গহিনে—পুণ্যি পুকুরের দিকে—বিরল ও দুর্লভ পাখির সন্ধানে।

মনোপডের ওপর ক্যামেরা বসিয়ে পুণ্যি পুকুরের পাড় ঘেঁষে ঝোপের মধ্যে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম। এখানে পাখিরা গোসল করতে আসে। তবে একটু শব্দ হলেই ভয়ে পালিয়ে যায়। তাই ছদ্মবেশী পোশাক পরে ঝোপের মধ্যে চুপচাপ বসে আছি। আমার চোখজোড়া যখন বাঁশঝাড়ের আড়ালে থাকা অন্য একটি পাখি খুঁজতে ব্যস্ত, ঠিক তখন নীরবে কমলা-লাল বুকের নীল পাখিটি পুণ্যি পুকুরপাড়ে নেমে গোসল করতে লাগল। হঠাৎই দৃষ্টি সেদিকে গেল। আর ওর লালচে-নীল দ্যুতিতে চোখ যেন ঝলসে গেল! ওর সৌন্দর্যে এতটাই বিমোহিত হলাম যে ছবি তোলায় মনোনিবেশ করতে পারলাম না। এরপর বারকয়েক সে পুণ্যি পুকুরে পুণ্যিস্নান সারতে নামল। আর আমিও মন ভরে ওর ছবি তুললাম।

করোনা মহামারির শুরুতে সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানের পুণ্যি পুকুরে দেখা নীল-কমলা পাখিটি এ দেশের এক বিরল ও অনিয়মিত পরিযায়ী পাখি লালপেট নীলমণি। আলতা/আলতানীল/নীল/কমলা চটক নামেও ডাকা হয়। ইংরেজি নাম রুফাস-বেলিড নিলটাভা। মাসসিক্যাপিডি গোত্রের পাখিটির বৈজ্ঞানিক নাম *GNiltava sundara*। পাখিটির মূল আবাস হিমালয় ও আশপাশের এলাকায়। শীতে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পরিযায়ী হয়।

প্রাপ্তবয়স্ক লালপেট নীলমণির দৈর্ঘ্য ১৫ থেকে ১৬ সেন্টিমিটার। ওজন মাত্র ১৯ থেকে ২৪ গ্রাম। স্ত্রী ও পুরুষ দেখতে একেবারেই আলাদা। একনজরে পুরুষের পালক নীল-কমলা। মাথা-ঘাড়-গলা-পিঠসহ দেহের ওপরটা নীল। কপাল কালো। চিবুক ও গলা কালচে নীল। ডানা কালচে-ধূসর। বুক-পেট-লেজতল ও দেহের দুই পাশ লালচে-কমলা। ঠোঁট কালো। অন্যদিকে স্ত্রীর পিঠ ও দেহের নিচটা জলপাই-বাদামি। কপাল কমলা-পীতাভ, ডানা ও লেজ লালচে, থুতনি থেকে গলার ওপরের অংশ হলদে-জলপাই। গলায় রয়েছে সাদা পট্টি। ঠোঁট কালচে-বাদামি। স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে চোখের মণি বাদামি। পা ও পায়ের পাতা গাঢ় ধূসর। ঘাড়ের দুই পাশে উজ্জ্বল নীল পট্টি। অপ্রাপ্তবয়স্ক পাখির গলায় রয়েছে ডিম্বাকার পট্টি।

শীতে সিলেট বিভাগের মিশ্র চিরসবুজ বন, বিশেষ করে সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, আদমপুর সংরক্ষিত বন ও মাধবকুণ্ড ইকোপার্কে দেখা মেলে। পত্রবহুল বৃক্ষতলের লতাগুল্ম ও ঝোপে ঢাকা পাহাড়ি বনে ঘুরে বেড়ায়। সচরাচর বনের ছায়াময় ঝিরির কাছে একাকী বা জোড়ায় দেখা যায়। প্রধান খাদ্য পোকামাকড়; পাকা ও রসালো ফলেও আপত্তি নেই। মিষ্টি কণ্ঠে 'জিফ-চা-চুক্—', 'টর-র-র-ট্-চিক্—', বা 'সিউইইক্—' স্বরে ডাকে।

এপ্রিল থেকে আগস্ট প্রজননকাল। এ সময় মূল আবাস এলাকার পাহাড়ি ঢালের খোঁদলে, পাথরের খাঁজে, মাটিতে গাছের শিকড়বাকড়ের মধ্যে অথবা পড়ে থাকা মরা গাছের গুঁড়িতে ছোট কাপ আকারের বাসা বানায়। স্ত্রী ডিম পাড়ে ৩ থেকে ৪টি। ডিমের রং হালকা গোলাপি-সাদা; ডিমের ভোঁতা প্রান্তে ইট-লাল ঘন ছিট-ছোপে ভরা। স্ত্রী-পুরুষ মিলেমিশে তা দেয়। ডিম ফোটে ১২ থেকে ১৩ দিনে। ছানারা প্রায় ১৭ দিনে উড়তে শেখে। আয়ুষ্কাল প্রায় পাঁচ বছর।

# দিনে ব্যয় ৩৭ লাখ, আয় ১০ লাখ

টানেল চালুর এক বছর

২০৩০ সালে মাতারবাড়ী বন্দর চালুর আগপর্যন্ত গাড়ি চলাচল প্রত্যাশা অনুযায়ী বাড়বে না।

**সুজন ঘোষ**, *চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত দেশের প্রথম সুড়ঙ্গপথ বা টানেল খুব একটা ব্যবহার করছেন না গাড়িচালকেরা। চালুর পর প্রথম বছরে টানেল দিয়ে যেখানে প্রতিদিন সাড়ে ১৮ হাজার গাড়ি চলাচল করার কথা ছিল, সেখানে চলছে ৪ হাজারের কম। টোল থেকে ১০ লাখ ৩৭ হাজার টাকা আয় হলেও রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন খরচ হচ্ছে ৩৭ লাখ ৪৬ লাখ টাকা। এক বছরে আয়-ব্যয়ের ব্যবধান দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা।

টানেলের ভেতর দিয়ে যানবাহন চলাচলের এমন হতাশাজনক চিত্র আগামী পাঁচ বছরেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কেননা, মূলত কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্রবন্দর থেকে সারা দেশে পণ্য আনা-নেওয়ার প্রধান মাধ্যমে হওয়ার কথা ছিল এই টানেল। একই সঙ্গে দক্ষিণ চট্টগ্রামসহ সাগরপাড়ে শিল্পায়ন হলেও টানেলে গাড়ি চলাচল বাড়ত।

তবে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর বাস্তবায়ন তিন বছর পিছিয়ে গেছে। ২০৩০ সালের আগে এই বন্দর চালু হচ্ছে না। আবার দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে যেসব শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার কথা ছিল, সেগুলোও এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

এ অবস্থায় টানেল দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গাড়ি চলাচলের এক বছর পূর্ণ হচ্ছে আজ মঙ্গলবার। গত বছরের ২৯ অক্টোবর যাতায়াতের জন্য টানেল উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এর আগের দিন তৎকালীন প্রধান শেখ হাসিনা এটির উদ্বোধন করেছিলেন।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান *প্রথম আলো*কে বলেন, ভবিষ্যতে যদি মাতারবাড়ী সমুদ্রবন্দর চালু হয়, কক্সবাজার ও আনোয়ারায় অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো যদি হয়, তাহলে হয়তো টানেলের প্রয়োজন হতো। এগুলো তো হয়নি। এখন নিশ্চিতভাবে বলা চলে, এ সময়ে টানেল করার প্রয়োজন ছিল না। যদি গাড়ি না চলে, আয় না হয়, তাহলে এটা করার উদ্দেশ্য কী হতে পারে? একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাহবা কুড়ানোর। আরেকটি কারণ হতে পারে, দুর্নীতি। এখন আমরা আলোচনা করছি, এটি দিয়ে ট্রাফিক (গাড়ি) ও রেভিনিউ (রাজস্ব) কীভাবে বাড়ানো যায়।'

- প্রতিদিন গাড়ি চলার কথা ১৮,৪৮৫টি। চলছে ৩,৯১০টি।
- এক বছরে আয়-ব্যয়ের ব্যবধান দাঁড়ায় প্রায় ১০০ কোটি টাকা।
- পাঁচ বছরেও প্রত্যাশিত আয়ের সম্ভাবনা নেই বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের মূল দৈর্ঘ্য ৩ দশমিক ৩২ কিলোমিটার। চীনা ঋণ ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এই টানেল তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। শুরুতে প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় প্রায় ৮ হাজার ৪৪৭ কোটি টাকা। পরে ব্যয় বেড়ে হয় ১০ হাজার ৬৮৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬ হাজার ৭০ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে নেওয়া হয়েছে চীনের এক্সিম ব্যাংক থেকে।

**চলার কথা ১৮৫০০ গাড়ি, চলছে ৩৯১০টি**

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০২৪ সালে প্রতিদিন গড়ে ১৮ হাজার ৪৮৫টি গাড়ি চলার একটি পূর্বাভাস দিয়েছিল; কিন্তু বাস্তবে তা-ও পূরণ হচ্ছে না।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ২৮ অক্টোবর থেকে চলতি বছরের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত গাড়ি চলেছে ১৪ লাখ ১১ হাজার ৪১২টি। অর্থাৎ প্রতিদিন গাড়ি চলছে ৩ হাজার ৯১০টি করে। পূর্বাভাসের চেয়ে ১৪ হাজার ৫৭৫টি কম।

প্রত্যাশা অনুযায়ী গাড়ি না চলার কারণে বড় ধাক্কা এসেছে আয়ের ক্ষেত্রে। এখন পর্যন্ত টানেল থেকে টোল আদায় হয়েছে ৩৭ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। প্রতিদিন আয় হয়েছে মাত্র ১০ লাখ ৩৭ হাজার টাকা। দিনে ব্যয় ৩৭ লাখ ৪৬ হাজার টাকা। বছরে ব্যয় হচ্ছে ১৩৬ কোটি ৭২ লাখ টাকা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক মইনুল ইসলামের মতে, টানেল নির্মাণ হচ্ছে একটি দূরদর্শী প্রকল্প। তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, চালুর প্রথম পাঁচ বছর টানেল সক্ষমতা অনুযায়ী ব্যবহার হবে না। তাই এ সময়ে টোলের আয় দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত খরচ মেটানো যাবে না। এটির পরিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য মিরসরাই শিল্পনগর থেকে আনোয়ারা-বাঁশখালী হয়ে পেকুয়া-মাতারবাড়ী-কক্সবাজার পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ করতে হবে। এই এলাকাজুড়ে শিল্পায়ন, পর্যটন ও আবাসন এলাকা গড়ে উঠবে ভবিষ্যতে। তবে সময় লাগবে। কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর এবং মিরসরাই শিল্পাঞ্চল চালু হলে টানেলের ব্যবহার আরও বাড়বে। এটা আগামী ১০০ বছর ধরে এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখবে। সেদিক থেকে এই প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা নেই তা বলা যাবে না। তবে প্রকল্পের খরচ নিয়ে প্রশ্ন তোলা প্রয়োজন।

বন্দুকযুদ্ধে হত্যার অভিযোগ

# জয়পুরহাটে র‍্যাবের সাবেক ডিজিসহ ২৫ জনের নামে মামলা

**প্রতিনিধি**, *জয়পুরহাট*

জয়পুরহাটে র‍্যাব হেফাজতে কথিত বন্দুকযুদ্ধে শাফিনুল ইসলাম ওরফে শাফিন (৩০) নামের এক যুবক নিহতের ঘটনার আট বছর পর আদালতে একটি মামলার আবেদন করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশে জয়পুরহাট থানা-পুলিশ আবেদনটি মামলা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

মামলায় র‍্যাবের তৎকালীন মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ, জয়পুরহাটের সাবেক পুলিশ সুপার (এসপি) মোল্ল্যা নজরুল ইসলাম, জয়পুরহাট র‍্যাব ক্যাম্পের সাবেক কমান্ডার মেজর হাসান আরাফাতসহ ২৫ জনকে আসামি করা হয়েছে।

গত রোববার নিহতের বাবা নজরুল ইসলাম বাদী হয়ে জয়পুরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এ মামলার আবেদন করেন। বিচারক মো. মজিবুর রহমান শুনানি শেষে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আবেদনটি জয়পুরহাট পুলিশ সুপারের (এসপি) কাছে পাঠান। আদালতের আদেশের অনুলিপি পেয়েছেন জানিয়ে এসপি মুহম্মদ আবদুল ওয়াহাব গতকাল সোমবার বলেন, আদালতের নির্দেশে অভিযোগটি মামলা হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে।

# দুই শিক্ষকসহ ৮১ জনের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে

আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ড

২ শিক্ষক ছাড়াও ৭ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ৭২ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *রংপুর থেকে*

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে দুই শিক্ষকসহ ৮১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গতকাল সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা শেষে এ সিদ্ধান্তের কথা সাংবাদিকদের জানান উপাচার্য শওকাত আলী।

অভিযুক্ত দুই শিক্ষক হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের আসাদুজ্জামান মণ্ডল ও গণিত বিভাগের মশিউর রহমান। আসাদুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক। দুজনই এখন পলাতক। এ ছাড়া অভিযুক্তের তালিকায় ৭ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ৭২ শিক্ষার্থী আছেন। এই শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ সম্প্রতি নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের সদস্য।

গতকাল সিন্ডিকেট সভা শেষে উপাচার্য শওকাত আলী সাংবাদিকদের বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন সদস্যের তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সিন্ডিকেট সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন খুব শিগগির তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করবে। সিন্ডিকেট সভায় অভিযুক্ত দুই শিক্ষক ও সাত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেও জানান তিনি।

অভিযুক্ত সাত কর্মকর্তা-কর্মচারী হলেন কেন্দ্রীয় ভান্ডারের সহকারী রেজিস্ট্রার হাফিজুর রহমান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের উপ-রেজিস্ট্রার মাহবুবা আক্তার, সহকারী রেজিস্ট্রার রাফিউল হাসান, নিরাপত্তা শাখার উপ-রেজিস্ট্রার তৌহিদুল ইসলাম, কর্মচারী আমির হোসেন, আশিকুন্নাহার ও নুরনবী। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সরকার পতনের পর থেকে তাঁরা পলাতক।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ১৬ জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর ফটকে পুলিশের গুলিতে নিহত হন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। গুলিতে তাঁর মৃত্যুর ঘটনার ভিডিও চিত্র অনলাইনে ছড়িয়ে পড়লে সারা দেশের মানুষ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সোচ্চার হন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। এতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জোরদার হয়।

আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ডের পর একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করে তৎকালীন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন; কিন্তু ওই কমিটির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ছিল না। এর মধ্যে গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এরপর গত ১৮ সেপ্টেম্বর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগ দেন শওকাত আলী।

গত ১৬ জুলাই পুলিশের গুলিতে নিহত হন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ।

- বিশ্ববিদ্যালয়ে লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত।
- শিক্ষক নিয়োগসহ বিভিন্ন অনিয়ম তদন্তে কমিটি গঠন।

এরপর জুলাই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ২২ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন মিজানুর রহমানকে আহ্বায়ক, প্রক্টর ফেরদৌস রহমানকে সদস্যসচিব ও অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. আমির শরীফকে সদস্য করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তের এক মাস পর গতকাল মামলা করার এ সিদ্ধান্ত জানাল প্রশাসন।

**লেজুড়বৃত্তি রাজনীতি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত**

সিন্ডিকেট সভায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে লেজুড়বৃত্তি রাজনীতি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য শওকাত আলী। সিন্ডিকেট সভা শেষে গতকাল তিনি সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও একাডেমিক শৃঙ্খলা ফেরানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, হলের সিট বাণিজ্য ও হল দখলকারী লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি বন্ধ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবে না। যদি কেউ সদস্য হন, তাহলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, তিন শিক্ষক নিয়োগসহ বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা তদন্তে সিন্ডিকেট সভায় একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে অনিয়ম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস বিক্রির ঘটনায় আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া ছাত্র সংসদ চালু করার বিষয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি হয়েছে।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হামলা

# ১০ দিনে ১ হাজার ১৪০ জন গ্রেপ্তার

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

দেশব্যাপী শুরু হওয়া বিশেষ অভিযানে ১০ দিনে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর হামলাকারী ১ হাজার ১৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

১৮ অক্টোবর থেকে থেকে এই বিশেষ অভিযান চলছে। ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত ওই হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এদিকে সন্ত্রাস, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মাদক, কিশোর গ্যাং, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে চলমান বিশেষ অভিযান জোরদার করতে পুলিশের সব ইউনিটকে নির্দেশনা দিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. ময়নুল ইসলাম। এক বিশেষ বার্তায় এ নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশব্যাপী বিশেষ অভিযানে ছাত্র-জনতার ওপর হামলাকারী ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ হত্যা মামলার আসামিসহ অন্যান্য মামলার আসামিদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। চলমান বিশেষ অভিযানে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত ছিনতাইকারী, চাঁদাবাজ, ডাকাত ২০০ জন; তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী ১৬ জন; মাদকদ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায় ১ হাজার ১৪৪ জন এবং অবৈধ অস্ত্রধারী ৫৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

# অভিযান চলছে, আরও ৩৪ জন গ্রেপ্তার

রাজধানীর মোহাম্মদপুর

যৌথ বাহিনীর অভিযান শুরুর পর এ নিয়ে দুই দিনে মোহাম্মদপুর থেকে ৭৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হলো।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

ছিনতাই, ডাকাতি, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অভিযোগে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে আরও ৩৪ জনকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে পুলিশ। গত রোববার মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে গত শনিবার রাতে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও র‍্যাব যৌথ অভিযান চালিয়ে মোহাম্মদপুর ও আশপাশের এলাকা থেকে ৪৫ জনকে গ্রেপ্তার করে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপির) তথ্য বলছে, গত সেপ্টেম্বর ও চলতি অক্টোবর মাসে মোহাম্মদপুরে অন্তত ২২টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে অক্টোবর খুন হয়েছেন পাঁচজন। পাশাপাশি ডাকাতি, ছিনতাই ও চুরির ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকটি।

স্থানীয় সূত্রগুলো বলছে, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সরকার বদলের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্পকেন্দ্রিক দুর্বৃত্তদের তৎপরতা বেড়েছে। ঢাকা উদ্যান, বছিলাসহ আরও কয়েকটি এলাকায় আগের পেশাদার ছিনতাইকারীদের পাশাপাশি নতুন অপরাধী চক্র গড়ে উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে শনিবার বিকেলে মোহাম্মদপুর থানার সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন এলাকাবাসী। এরপরই ওই এলাকায় অভিযানে নামে যৌথ বাহিনী।

চলমান অভিযান সম্পর্কে জানাতে গতকাল সোমবার দুপুরে মোহাম্মদপুর থানায় প্রেস ব্রিফিং করেন ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান। তিনি বলেন, মোহাম্মদপুর এলাকার নিরাপত্তাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর টহল, তল্লাশিচৌকি, ব্লক রেইড ও বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে।

এদিকে অভিযান নিয়ে গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানিয়েছে, গত দুই দিনের বিশেষ অভিযানে বেশ কিছু চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ গ্রেপ্তার হওয়ায় নিরাপত্তাহীনতায় থাকা মোহাম্মদপুরবাসীর মনে স্বস্তি ফিরে আসছে। সন্ত্রাস দমন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সেনাবাহিনীর কঠোর অবস্থান অব্যাহত থাকবে।

সাম্প্রতিক সময়ে মোহাম্মদপুরের পাশের থানা ধানমন্ডিতেও একের পর এক ছিনতাই ও ডাকাতির ঘটনা ঘটছে। ডিএমপির ধানমন্ডি অঞ্চলের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) জিসানুল হক গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, চলতি মাসে ধানমন্ডি এলাকা থেকে ১৬ ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

**গুলিবিদ্ধ কিশোরের মৃত্যু**

মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে দুই পক্ষের গোলাগুলিতে আহত কিশোর মো. রহমত ওরফে সার্জ্জন (১৩) মারা গেছে। গতকাল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

শনিবার সন্ধ্যায় মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে কিশোর সার্জ্জনসহ তিনজন গুলিবিদ্ধ হন। ওই কিশোর দুই পক্ষের গোলাগুলির মধ্যে পড়ে গুরুতর আহত হয় বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে।

পুলিশ বলছে, মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে 'বনিয়া সোহেল' ও 'পারমনু' নামের দুই ব্যক্তির পৃথক চক্র রয়েছে। আধিপত্য বিস্তারকে ঘিরে শনিবার এই দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিয়ে গতকাল পুলিশ কর্মকর্তা মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান সাংবাদিকদের বলেন, জেনেভা ক্যাম্পে যে বিষয় সামনে এসেছে, সেটি হলো মাদক ব্যবসাকে ঘিরে দুটি গ্রুপের আধিপত্য বিস্তার। তাঁদের বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই করে গ্রেপ্তার অভিযান চলমান। অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ মুহূর্তে পরিসংখ্যান বলতে না পারলেও সংখ্যাটি অর্ধশতাধিক।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

# দৈনিক আপডেট

২৮ অক্টোবর, ২০২৪
১২ কার্তিক, ১৪৩১
২৪ রবিউস সানি, ১৪৪৬

☑ 'আগুন নিয়ে খেলা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

উত্তর: অন্নদাশঙ্কর রায়। (মৃত্যু: ২৮ অক্টোবর, ২০০২)

☑ বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ শহীদ কে ছিলেন?

উত্তর: সিপাহী হামিদুর রহমান। (মৃত্যু: ২৮ অক্টোবর, ১৯৭১)

☑ বাংলা একাডেমির নতুন সভাপতির নাম কী?

উত্তর: অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক।

☑ বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূতের নাম কী?

উত্তর: ঈশা ইউসেফ ঈশা আল-দুহাইলান।

☑ সম্প্রতি সৌদি রাষ্ট্রদূত অন্তর্বর্তী সরকারের ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টাকে কী উপহার দেন?

উত্তর: কাবা শরীফের গিলাফ।

☑ বিশ্বব্যাংকের পূর্বভাস অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কত হবে?

উত্তর: ৫.২ শতাংশ থেকে কমে ৪ শতাংশ হবে।

☑ বাঘেরহাটের ঐতিহাসিক সিঙ্গাইর মসজিদকে কতসালে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ঘোষণা করা হয়?

উত্তর: ১৯৭৫ সালে।

☑ সম্প্রতি মৌসুমি ঝড় 'ট্রামি' কোন দেশে আঘাত হানে?

উত্তর: ফিলিপাইন।

## বাংলাদেশ

| | |
|---|---|
| ১৯৭১ | বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান শহীদ হন। |
| ২০০২ | বাঙালি কবি ও লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় মৃত্যুবরণ করেন। |

## এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

| | |
|---|---|
| ১৬৩৮ | হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। |
| ১৯৫২ | গণতান্ত্রিক জাপান প্রতিষ্ঠিত হয়। |
| ১৯৫৫ | মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস জন্মগ্রহণ করেন। |